মৃত্যুর পর এলদৌসের খ্যাতি ইউটিউবে পৃষ্ঠা ২৫

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

28 December 2023, Thursday, 7th Year, Issue 354, 40 Pages

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলেন জামাল খাসোগির স্ত্রী পৃষ্ঠা ৩০

২৮ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৩ পৌষ ১৪৩০, ১৫ জমাদিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৫৪, পৃষ্ঠা: ৪০

**ছুটির মৌসুম** ছুটির মৌসুম। নতুন বছরের হাতছানি। লোকজনের ত্রস্ত ব্যস্ততার শেষ নেই। ম্যানহাটন থেকে নিউজার্সির পথে হল্যান্ড ট্যানেলে দীর্ঘ ট্রাফিক জ্যাম। ছবি: প্রথম আলো

# সিডিপ্যাপ রক্ষায় আইনগত উদ্যোগ

## পাশে অ্যাসেমব্লি সিনেট

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

নিউইয়র্ক স্টেট এর হোম কেয়ার সেবা বন্ধের উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিভিন্নমুখি তৎপরতা শুরু হয়েছে। আইনগত উদ্যোগের পাশ দাঁড়িয়েছেন নিউইয়র্ক স্টেট এর অ্যাসেম্লিম্যান ও সিনেটররা। বিভিন্ন মহলের নেতিবাচক প্রচারণা সাধারণ মানুষের হতাশার উপাদান যোগালেও বাস্তবে নিউইয়র্ক স্টেট এর অন্যতম মানবিক কার্যক্রম ক্ষুদ্র ও মাঝারি হোম কেয়ার রক্ষার জন্য একাত্ম হচ্ছেন সবাই। ইতোমধ্যে সেবাগ্রহীতা হাজার হাজার সিনিয়র সিটিজেন এর পক্ষে লড়াইয়ে নেমেছেন বাংলাদেশি কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক স্টেট এ বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির প্রবীন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

# নাম্বার ওয়ান আমেরিকা!

**এমরান হোসেইন**

পৃথিবীর এক নম্বর দেশ যুক্তরাষ্ট্র। কিছুদিন আগেও আমেরিকানরা বিশ্বাস করতেন না -সার্বিক বিচারে যুক্তরাষ্ট্র অনেক পিছিয়ে রয়েছে। মাল্টিপোলারের এ যুগে যুক্তরাষ্ট্র সবকিছু ছাপিয়ে গ্লোবাল পরিমন্ডলে এক নম্বর দেশ হিসেবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বখ্যাত এনালাইসিস্ট সংস্থা “গ্যালপ” এর এক জরীপে উঠে এসেছে- গত দুদশকে পৃথিবীর সবাইকে পেছনে ফেলে যুক্তরাষ্ট্র শতভাগ এগিয়ে গেছে। আমেরিকান কর্মহীনতা এবং ক্ষয় সম্পর্কে সমস্ত আলোচনা সত্তেও- বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট তৈরী করেছে। বিশেষ করে অন্যান্য থনী দেশগুলোর সাথে তুলনা করলে দেখা যায়-১৯৯০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় (ক্রয় ক্ষমতার নিরিখে) জাপানের তূলনায় ১৭শতাংশ বেশী এবং পশ্চিম ইউরোপের তূলনায় ২৪ শতাংশ বেশী। বর্তমানে এটি ৫৪শতাংশ এবং ৩২শতাংশ বেশী।২০০৮ সালে ; বর্তমান মূল্যে আমেরিকান এবং ইউরোজোন অর্থনীতির আকার প্রায় একই ছিল। এখন মার্কিন অর্থনীতি ইউরোজনের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

# জরিপে হতাশ ডেমোক্র্যাট আশাবাদও ঝুলে আছে

**যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন**

গত দুই সপ্তাহের প্রতিটি জরিপে জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা ৪০ শতাংশের নিচে দেখা গেছে।

- ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে যুব সমাজ ক্ষুব্ধ।
- নির্বাচনের আগে এসব জরীপ পাল্টে যাবে বলে মনে করছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একান্ত সমর্থকরা।

**ইব্রাহীম চৌধুরী**

জনমত জরিপের নেতিবাচক ফলাফল প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য হতাশার সংবাদ হলেও আশাবাদ অব্যাহত রয়েছে। ডেমোক্র্যাট দলের নীতিনির্ধারকদের অনেকেই মনে করছেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পকে জো বাইডেনই হারাতে পারবেন। ক্রমাগত নিম্নগামী জনমত জরীপ নিয়ে ডেমোক্র্যাট শিবিরে উদ্বেগ বিরাজ করছে। মার্কিন উদারনৈতিক মিডিয়াও ট্রাম্পকে নিয়ে যতোটা ব্যস্ত, একই ব্যস্ততা নিয়ে প্রতিদিন জো বাইডেনের বিরূপ জনমত নিয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রে এখন চাকুরি বাজারে রমরমা অবস্থা। কর্মহীনতা তিন দশমিক সাত শতাংশের নিচে। যা আমেরিকার ইতিহাসে প্রায় সর্বনিম্ন অবস্থানে। জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনীতিতে চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। স্টক মার্কেট ভালো করছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এমন অবস্থায় জনমত জরিপে প্রেসিডেন্টের অবস্থান উর্ধ্বগামী হওয়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। মহামারির পরপরই দ্রব্যমূল্য বেড়ে গিয়েছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য আগের অবস্থায় ফিরে আসেনি। অনেকেই মনে করছেন, এ বিষয়টি প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তাকে নীচের দিকে রাখার অন্যতম কারণ।

ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে যুব সমাজ ক্ষুব্ধ। আমেরিকার যুব তরুণদের মধ্যে ২০২০ সালের নির্বাচনে জনপ্রিয় ছিলেন জো বাইডেন। বর্তমান জনমতে দেখা যাচ্ছে, এ দলটির কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে।

গত দুই সপ্তাহের প্রতিটি জরিপে দেখা গেছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা সর্বত্রই ৪০ শতাংশের নিচে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

বিদেশে ২৩১২ কোটির ব্যবসা

# সেই মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী

**ঢাকা অফিস**

সাইফুজ্জামান চৌধুরী

বিদেশে ২ হাজার ৩১২ কোটি টাকার ব্যবসা রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী হলফনামায় তা উল্লেখ করেননি একজন মন্ত্রী। মঙ্গলবার এমন তথ্য প্রকাশ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি। তবে মন্ত্রীর নাম প্রকাশ করেনি সংস্থাটি। টিআইবি’র পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল- যদি সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ ওই তথ্যসূত্র জানতে চায় তাহলে প্রকাশ করা হবে। দুর্নীতি বিরোধী এই সংস্থার দেয়া তথ্যের সূত্র ধরেই নাম জানা গেছে সেই মন্ত্রীর। তিনি ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

প্রকাশিত তথ্যমতে, মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন ছয়টি কোম্পানি এখনো

এরপর পৃষ্ঠা ২৯ কলাম ৫

# দুর্নীতিবাজদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে

**ইশতেহারে অঙ্গীকার**

দুর্নীতিবাজদের অবৈধ অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে চায় আওয়ামী লীগ।

**ঢাকা অফিস**

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।** ফাইল ছবি

রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তর থেকে ঘুষ-দুর্নীতি উচ্ছেদ, অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং দুর্নীতিবাজদের অবৈধ অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে চায় আওয়ামী লীগ। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেওয়া দলীয় ইশতেহারে এমন অঙ্গীকারই করেছে ক্ষমতাসীনেরা।

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বুধবার তাঁর দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছেন। ৯৮ পৃষ্ঠার মূল ইশতেহারটি বাংলায়, তবে এর একটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করা হয়েছে।

ইশতেহার প্রকাশ উপলক্ষে রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, এবার নির্বাচিত হলে তিনি অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন। রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তরে ঘুষ-দুর্নীতি উচ্ছেদ করা হবে। অনুপার্জিত আয় রোধ করা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

# বাংলাদেশে ভুয়া ভোট হবে না

## ইইউ প্রতিনিধি দলকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

**ঢাকা অফিস**

আব্দুল মোমেন

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। বুধবার রাতে সিলেট নগরীর ধোপাদিঘীরপাড়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে দেড় ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ইইউর মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ রেবেকা কক্স ও মিডিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ চারলত শোউবিস।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৬

# নির্বাচন নয় নাটক হচ্ছে

**ঢাকা অফিস**

**ইইউ দলকে বিএনপি**

- সরকার বিএনপিসহ বিরোধীদলকে বাইরে রেখে একতরফা নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে।
- ক্ষমতাসীনেরা নিজেদের প্রার্থী দিয়েছে আবার দলের অন্যদের স্বতন্ত্র প্রার্থী করেছে।
- আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নগ্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে ‘একতরফা’ মন্তব্য করে বিএনপি বলেছে, এটা কোনো নির্বাচন নয়, নাটক হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন বিশেষজ্ঞ দলকে এ কথা বলেছে বিএনপি।

ইইউ বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে গতকাল বুধবার ভার্চুয়াল বৈঠক করে বিএনপি। বিকেলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খানের নেতৃত্বে দলটির ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল এই বৈঠকে অংশ নেয়।

বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করে আবদুল মঈন খান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমরা যতটুকু বুঝেছি, ওনারা নির্বাচন পরিস্থিতির বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দেবেন। সেটার তথ্য সংগ্রহ করছেন। আমরা বাস্তবতাটা তুলে ধরেছি, এটা কোনো নির্বাচন নয়, নাটক হচ্ছে।’

সূত্রগুলো বলছে, বৈঠকে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সরকার বিএনপিসহ বিরোধী অনেক দলকে বাইরে রেখে একতরফা নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীনেরা নিজেদের প্রার্থী দিয়েছে আবার দলের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

# উত্তেজনাহীন নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা

**তানভীর সিদ্দিকী**

**ভোটার কেন্দ্রে কি আসবে**

- সারাদেশের বেশি ভাগ আসনে কোন উত্তাপ নেই।
- বিরোধী দল বা জাতীয় পার্টির কোন প্রচার নেই।

ঢাকার লালমাটিয়া এলাকা থেকে একজন ফেইসবুকে লিখেছেন “একজন প্রার্থী ছাড়া আর কোনো প্রার্থীর নামই আমাদের এলাকার কেউ বলতে পারে না। তাহলে দিনরাত বিকট সাউন্ডে ভোট প্রার্থনার মানে কি!!! অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষ, নবজাতক এদের কানের বারোটা তো বেজে যাচ্ছে! বিজয় যখন ১ হাজার পারসেন্ট সুনিশ্চিত তখন মাইকিং, গানবাজনা, শ্লোগান বন্ধ রাখলে শব্দদূষণ কমার পাশাপাশি বিপুল অর্থ তো সাশ্রয় হতো”।

বাংলাদেশের এক বেসরকারি টেলিভিশনের প্রতিবেদক সৌরভ নুর এ প্রতিবেদককে জানান, গত সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচনের প্রচারণা কভার করতে রাজধানীতে তিন ঘন্টা ঘুরে কোন মিছিল বা প্রচারণা পাওয়া যায় নি। এমন কি প্রার্থীদের প্রচারণা কভার করতে হিমশিম খেতে হয়েছে। কারণ কারো কোন মিছিল নেই। পরে সন্ধ্যায় অনেক কষ্টে এক প্রার্থীর প্রচারণা পাওয়া গেছে। এ হল প্রচারণার অবস্থা”। সারাদেশের বেশি ভাগ আসনে এমন কোন উত্তাপ নেই। কিন্তু এ নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ নিজেরা বেশ উত্তাপে আছে। কেন না, আওয়ামী লীগকে বাইরের বিশ্বকে দেখাতে হবে নির্বাচন বেশ প্রতিযোগিতামূলক, অংশ গ্রহণ মূলক হয়েছে। বিএনপি বিহীন এ নির্বাচন হয়ত উত্তেজনা নেই। কিন্তু আসল নির্বাচন দেখাতে সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে। তবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভোটারদের কেন্দ্রে নিয়ে আসা।

শুধু রাজধানী ঢাকা নয়, দেশের বেশি ভাগ আসনের নির্বাচন এমনই অবস্থা। অর্থাৎ তেমন কোন তোড়জোর নেই। প্রচারণা নেই। নেই কোন নির্বাচনি উত্তাপ। রাজধানীতে শুধু কোন কোন রাস্তার মোড়ে দুই একটি ক্যাম্প। তাও

এরপর পৃষ্ঠা ২৯ কলাম ১

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

# কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

## ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

### শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

### শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

### মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

### বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

### আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

### অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

*For details information please contact*

**ENGINEER MAHFUZUL HAQUE**

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

**148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435**

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

সফটওয়্যার টেস্টিং (কিউএ) শিখতে চান?
একটা বিশেষ ব্যাচ চালু করছে ফেম ট্যাক
অনলাইনে
ব্যাকএন্ড ডেভেলপমেন্ট, ফ্রন্টএন্ড ডেভেলপমেন্ট।
চিন্তা করে দেখতে পারেন।
কারা কারা আপনাকে প্রশিক্ষণ দেবেন সেটা বলি
SOFTWARE DEVELOPMENT SKILL (QA)
Software Testing
Java
JUnite
Selenium
BackEND Development
Java
SpringBoot
MongoDB
Rest API
FrontEND Development
React.js
Material UI
Fetch
contact@frametech.dev
+1(914)468-3475
+1(631)805-1051

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্টিতে
বিশাল মূল্যছাড়!
Halal Live Chicken
যে কোন ধরনের
৫ টি চিকেন কিনলে ১ টি ফ্রি!
Buy 5 Chicken get one free
১০ টি কিনলে ২ টি ফ্রি!
Buy 10 Chicken get 2 Free
১৪ টি কিনলে ৩ টি ফ্রি!!
Buy 14 Chicken get 3 Free
১৯ টি কিনলে ৫ টি ফ্রি!!!
Buy 19 Chicken get 4 free
حلال
HALAL
এই অফারটি ১ মাস ধরে চলবে আল মদিনাতে
ডিসেম্বর 29 তারিখ থেকে জানুয়ারি 31, 2024 পর্যন্ত
শর্ত: বিজ্ঞাপনটির ছবি বা পেপার কার্টিং সঙ্গে আনতে হবে
Please bring Ad copy or Ad short screen picture.
151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)
WE DELIVER
MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)
Tel: 718-526-3333

KARNAFULLY HOME CARE

# KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

## NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
**CDPAP** - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

**Mohammed Hasem,** MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

**347-621-6640**
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

**Main Office**
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

**Jackson Heights Branch**
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

**Buffalo Branch**
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

**www.lovetocarehc.com**

## সম্পাদকীয়

# রাজনীতি আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

বেশ কিছু নিজস্ব চরিত্র রয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম-নির্ভর আন্দোলনের। কোনো নির্দিষ্ট ইস্যুতে খুব অল্প সময়ে মানুষ জড়ো করতে পারা সে সব চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ইন্টারনেট ব্যবহারে তরুণদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে, আন্দোলনের প্রথমদিকে জড়ো হওয়া মানুষদের মধ্যে তরুণদের উপস্থিতি থাকে সিংহভাগ। পরে আন্দোলনের খবর ব্যক্তি, পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ইস্যুর ধরন বুঝে বহু শ্রেণি-পেশা ও বয়সের মানুষ আন্দোলনে শামিল হয়।

প্রথাগত আন্দোলনের যে কঠিন ধাপটা পার করতে হয়, সেটা হলো কোনো ইস্যুতে মানুষকে একত্রিত করা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনে যে পরিমাণ মানুষ অল্প কয়েকদিনে একত্র হয় সে সংখ্যক মানুষ কোন প্লাটফর্মের নিচে নিয়ে আসতে প্রথাগত আন্দোলনের মাধ্যমে মাসের পর মাস, এমনকি বছরও লেগে যায়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নির্ভর আন্দোলনে প্রাথমিকভাবে অভাবনীয় সাফল্য পাওয়ার পর সময়ের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের শক্তিতে দুর্বলতা জমতে শুরু করে। দুর্বলতা প্রকট আকারে রূপ নেয় যখন আন্দোলন দমনে নিয়োজিত পক্ষ ক্রমাগত বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে আন্দোলনে একসময় দেখা দেয় নির্জীবতা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো যোগাযোগের একটি দুর্দান্ত ব্যবহারযোগ্য সেট, যা জনমত প্রকাশের বিষয়টিকে গণতান্ত্রিক করেছে। কিন্তু কিছু বিবেকবর্জিত রাজনীতিক, যাঁরা এসব মাধ্যমকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের অস্ত্র হিসেবে দেখেন, তাঁদের হাতে পড়ে এগুলো নিজেরাই গণতন্ত্র হারিয়ে ফেলছে। মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে আপনি যদি একবার ভুল লোককে ভোট দিয়েই ফেলেন, পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত আপনি এ ব্যাপারে আর কিছুই করতে পারবেন না।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এখন মিছিল-সমাবেশের চেয়ে বেশি সক্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান প্রসারের সুযোগে দলগুলো এখন ফেসবুক, ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মেও অর্থ ও সময় ব্যয় করছে। এতে প্রচলিত একমুখী যোগাযোগব্যবস্থার বদলে কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে দলগুলোর বহুমুখী যোগাযোগ গড়ে উঠছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দলগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার আরও বাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গত কয়েক মাসে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমাবেশগুলোতে মানুষের উপস্থিতি যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক মানুষ ওই সব সমাবেশ দেখেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রচার হওয়ার সুবাদে। বিভিন্ন সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যও প্রচারিত হচ্ছে এসব মাধ্যমে। আগে বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগিয়ে প্রচার চালানো হলেও এখন সেগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে।

অন্যদিকে যেসব কর্মী-সমর্থক দলগুলোর সভা-সমাবেশে যোগ দিতে পারেন না, তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমাবেশের দৃশ্য সরাসরি দেখতে পান। সেই সঙ্গে নিজের মন্তব্য জুড়ে দেওয়ারও সুযোগ থাকছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন বড় একটি নিয়ামক হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য। শুরুতে প্রযুক্তির পরিবর্তন কেউ মানতে চায় না। পরে আস্তে আস্তে এটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। গ্রামের একজন মানুষও এখন খুব সহজেই এই মাধ্যমে তথ্য পাচ্ছেন।

দলগুলোর ফেসবুক পেজের চিত্র সোশাল মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম ক্রাউডট্যাংগেল থেকে পাঁচটি প্রধান রাজনৈতিক দলের তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দলগুলো হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি (জাপা), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর ফেসবুক পেজ ভেরিফায়েড।

২০১৩ সালের ৩০ আগস্ট খোলা আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজে অনুসারী ৩৩ লাখ। বিএনপির ফেসবুক পেজে অনুসারী ২১ লাখ। পেজটি খোলা হয় ২০১৯ সালের ১৩ জুন। ২০১৪ সালের ২০ জুন খোলা জামায়াতের ফেসবুকে অনুসারী ২০ লাখ। ২০১৫ সালের ৬ এপ্রিল খোলা সিপিবির ফেসবুকে অনুসারী ১৯ হাজার।

কয়েকটি দল অন্যান্য মাধ্যমেও সক্রিয়। সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া এখন দলের শীর্ষ নেতারা সরাসরি দেখতে বা শুনতে পাচ্ছেন। ফেসবুকে দেওয়া বিভিন্ন পোস্টে সমর্থনের পাশাপাশি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায়ও দেখা যায়।

আওয়ামী লীগের পোস্টগুলোতে ১২ লাখ ১৯ হাজার ৭২৬ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিএনপির পোস্টগুলোতে প্রতিক্রিয়া আছে ৯৮ লাখ ২৬ হাজার ৬৩৪।

ডিজিটাল মিডিয়া একটি চলমান ধারা। এখানে কোনো খরচ হচ্ছে না। পোস্টার লাগাতে গেলে টাকা খরচ হবে, শ্রম যাবে। অনেক ক্ষেত্রে সেটি কেউ ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই সমস্যা নেই। এখানে সহজে অনেক কিছু বলা যাচ্ছে।

ভার্চুয়াল জগতের প্রভাব বাড়ছে রাজনীতিতে। তরুণ প্রজন্ম ব্যাপকভাবে সাইবার নির্ভর হচ্ছে। নানা মাধ্যমের মধ্যে ফেসবুকের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা একদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করছে। কিন্তু, এর খারাপ দিকও আছে। এর কারণে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কমে যেতে পারে। সামাজিক গণমাধ্যমে ঐক্যের চেয়ে বিভেদ বেশি ছড়ায়- বলছেন বিদেশি গবেষকরা।

সামাজিক গণমাধ্যম একটা 'নতুন মিডিয়া'। মালিকপক্ষের নীতি, বিদ্যমান আইন অথবা গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে অনেক বিষয় মূলধারার গণমাধ্যম প্রচার করে না। কিন্তু, ফেসবুক ব্যবহারকারীদের বাধ্যবাধকতা না থাকায় তারা অনেক তথ্য প্রচার করছে। এটা একদিকে মূল ধারার গণমাধ্যমকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। অন্যদিকে এটা মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর খবরের জন্য অন্যতম সোর্স হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণমাধ্যমের এই গবেষক আরো বলেন, সোশাল মিডিয়ার কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই। এটা রাষ্ট্রীয় সীমানার গতানুগতিক ধারণাকে বদলে দিয়েছে। এক দেশের বিষয়ে অন্য দেশের মানুষ মত প্রকাশ করতে পারছে। এক দেশের ইস্যুতে অন্য দেশের নাগরিকরা ক্যাম্পেইনও করছে। আবার বিভিন্ন বিষয়ে প্রবাসী নাগরিকরা বা প্রবাসী বিশেষজ্ঞরাও মতামত দিতে পারছে। তবে, দুঃখজনকভাবে অনেকে একে খারাপ কাজে ব্যবহার করছে। সামাজিক গণমাধ্যমের সৃজনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যবহারকারীদের এসব বিষয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন এই শিক্ষক।

# রাজনৈতিক বাস্তবতা ও অসহযোগ আন্দোলন

## শেখর ভট্টাচার্য

একাত্তরের মার্চের উত্তাল বাংলাদেশে আমরা অসহযোগ আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করেছি স্বাধীনতা অর্জনের একটি কার্যকর কর্মসূচি হিসাবে।এসময় স্বাধীনতার প্রশ্নে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিলো সেরকম ঐক্য ইতিহাসে আর কোন সময় দেখা যায়নি। নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা ছিলো শর্তহীন।আটচল্লিশ থেকে সূচিত আন্দোলন সময়ের দাবিতে অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়।একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন আরোপিত কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিলোনা বরঞ্চ তা'ছিলো তৃনমূল থেকে উঠে আসা জনগণের দাবির প্রতিফলন।একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি দীর্ঘ। আটচল্লিশে সূচিত আন্দোলন বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে যখন অনড়, অটল দুর্বিনীত, স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের সামনে এসে পড়ে তখন অসহযোগ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প কর্মসূচির কথা ভাবা যায়নি। একটি জাতির ভাষা সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা, উপেক্ষা, পূর্ববাংলাকে শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করা এর থেকে পরিত্রানের জন্য ঘোষিত স্বায়ত্ত শাসনের দাবিকে বাস্তবায়নের জন্য অসহযোগ আন্দোলন অবধারিত হয়ে পড়ে। সত্তরের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পরও পূর্ববাংলার মানুষের নিরঙ্কুশ সমর্থিত দল এবং এর নেতা বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে গভীর ষড়যন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাতে অসহযোগ আন্দোলন ছিলো বাংলাদেশের ইতিহাসের সব চেয়ে প্রাসঙ্গিক একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি।

অসহযোগ আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস একটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচি। এই উপমহাদেশে দু'বার এই আন্দোলনের সফল উদাহরণ পাওয়া যায়।একটি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এবং অন্যটি ১৯৭১ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তান সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে। গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন রাজনীতিতে ব্যবহার করেছেন ১৯২০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত।মহাত্মা-গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের চরিত্র ছিলো সবসময় "অহিংস"। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সূচিত এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে "গান্ধী যুগ"-এর সূত্রপাত ঘটায়। ১৯২০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয় কলকাতায়।সেই কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয় যেসব অন্যায় সাধিত হয়েছে তার প্রতিবিধান এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন ছাড়া গতি নেই।

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের সাথে মহাত্মাগান্ধীর প্রবর্তিত অসহযোগের প্রকৃতিগত বেশ বড় মাপের পার্থক্য রয়েছে। মূল পার্থক্য হলো একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন ধাপে ধাপে তৈরি হওয়া জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠার পর চূড়ান্ত দাবি আদায়ের কর্মসূচি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। মহাত্মাগান্ধীর অসহযোগ ছিলো জাতীয় ঐক্য তৈরির একটি মাধ্যম।লক্ষ্য করুন পূর্ববাংলার অসহযোগ আন্দোলন ঘোষিত হয়েছিলো জাতীয় দাবির প্রেক্ষিতে। বঙ্গবন্ধুর দুরদর্শী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে জাতির পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে "স্ট্রাইক দ্য আয়রন হোয়েন ইট ইজ হট"। বাঙালি জাতি যখন মুক্তির জন্য টগবগ করছিলো। স্বাধীনতার দাবি যখন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলেছিলো তখন সঠিক সময়ে এই কর্মসূচি ঘোষিত হয়, জাতির মুক্তি আন্দোলনকে তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে।

একাত্তরে অগ্রসরমান রাজনৈতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত ধাপে অসহযোগ আন্দোলন দিতে স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামীলীগ বাধ্য হয়। নেতাদের ইচ্ছার কারণে অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়নি। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের মূল শক্তি ছিলো জনসমর্থন। রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রে থাকেন জনগণ, জনসম্পৃক্ততা ছাড়া যে কোন আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। নেতৃত্বের কোন অংশে চাওয়ার ওপর ভিত্তি করে যদি অসহযোগের মতো কোন আন্দোলন ঘোষণা করা হয় তাহলে সেটি হয় জনসম্পৃক্ততাহীন একটি অনাকর্ষণীয়, অগণতান্ত্রিক কর্মসূচি।জনগণের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। নেতাদের বুদ্ধিমত্তা কিংবা নেতাদের বিবেচনা এখানে গৌণ।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ২৫ দিন। এই ২৫ দিনে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অসাধ্য সাধন করে দেখায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই ২৫ দিনেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সিংহদ্বার উন্মোচিত হয়।কথাটি একটু অতিরঞ্জন মনে হতে পারে, তবে এই পঁচিশ দিনেই কিন্তু পাকিস্তানী শাসকদের নিয়ন্ত্রনের লাগাম ছুটে যায় পূর্বপাকিস্তান থেকে। মানুষ অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে চূড়ান্ত ভাবে পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে।

> ▶ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের জন্য অসহযোগ আন্দোলন যতোটুকু কার্যকর, আওয়ামী লীগের মতো দেশব্যাপী বিস্তৃত রাজনৈতিক দল কর্তৃক পরিচালিত সরকারকে উৎখাতের জন্য অসহযোগ আন্দোলন ঠিক ততোটুকু কার্যকর হবে বলে ধারণা করা যায়না। বিএনপি'কে যে কোন কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে দলটির কর্মী, সমর্থক সহ সকল শ্রেণির মানুষের আস্থা অর্জনের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।

একাত্তরে পূর্বপাকিস্তানে সামরিক শাসন সম্পূর্ণভাবে কার্যকর ছিল। কিন্তু এই ২৫ দিন পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের মানুষ মুজিবের নির্দেশেই পরিচালিত হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের শাসন ওই সময় সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। সরকারি-বেসরকারি প্রশাসন থেকে শুরু করে পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সামরিক সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করে মুজিবের নির্দেশে চলেছে। পূর্ব বাংলায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ ছিল মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। একজন নেতার প্রতি এমন আনুগত্য বিশ্বইতিহাসে বিরল। ১৯৭১-এর ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করতে না দেওয়ায় বেতার ও টিভি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুটি ভবন তালা দিয়ে সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। সামরিক সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ৮ মার্চ সকালে (সাড়ে ৭টায়) ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করার মাধ্যমে বেতার-টিভির সম্প্রচার শুরু হয়।অবস্থাটা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, বিশ্বের নামিদামি পত্রপত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সঙ্গে তুলনা করে। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান পরবর্তীকালে রাজনীতিবিদ এয়ার মার্শাল আজগর খান ১৯৭১-এর মার্চে ঢাকায় এসেছিলেন। ওই সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। আজগর খান পাকিস্তানে গিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে সেনানিবাসগুলো ছাড়া সর্বত্র মুজিবের শাসন চলছে।' আমরা অর্থাৎ একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ছিলো সঠিক সময়ে ঘোষিত একটি সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্যতম বিরোধীদল বিএনপি ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বর্তমান সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। ৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে নির্ধারিত নির্বাচন বর্জন, কর ও ইউলিটি বিল প্রদান না করার জন্য দলটি আহ্বান জানিয়েছে। দলের মুখপাত্র ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ২০ ডিসেম্বর এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন।তার ভাষায়, "অবৈধ সরকারকে অসহযোগিতার বিকল্প নেই। সাতই জানুয়ারির ডামি নির্বাচন বর্জন করুন।কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকুন"।

বিএনপিকে ধন্যবাদ জানাতে হয় একটি কারণে, দাবি আদায়ের জন্য দলটি একটি প্রমাণিত অহিংস আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিএনপি'র কর্মসূচি কতোটুকু সফল হবে তা' এখনই বলা মুশকিল। একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সাথে বিএনপি'র কর্মসূচির একটি বড় পার্থক হলো জনগণকে উদ্বুদ্ধ করনের একটি পর্যায়ে না নিয়ে অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। জনমত গঠণ না করে, জনসংলাপ সমাপ্ত না করে এরকম একটি চূড়ান্ত পর্যায়ের কর্মসূচি ঘোষণা করা কতোটুকু সমীচীন হয়েছে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। কর্মসূচি প্রদানের ক্ষেত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা। বিএনপি'র অসহযোগ আন্দোলন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা জন-প্রস্তুতি বা উদ্বুদ্ধকরনের জন্য মানুষের হাতে লিফলেট বিতরণ ছাড়া আর কোন কার্যক্রম দেখতে পাইনি। বিএনপি যদি মনে করে থাকে অসহযোগ আন্দোলন প্রক্রিয়ার ফলাফল দীর্ঘ মেয়াদে ঘরে তুলবে তাহলে তাদের ঘোষিত কর্মসূচির বিষয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কথা বলার তেমন সুযোগ নেই। এ'ক্ষেত্রে বিএনপি'র কর্ম প্রক্রিয়া এবং লক্ষ্যের দিকে তাকালে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়না। অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রশ্নে জনগণের শর্তহীন সমর্থন থাকতে হয়। খালেদা জিয়া উত্তর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তা কতোটুকু আছে সেটি এক বিরাট প্রশ্ন, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে।

ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের জন্য অসহযোগ আন্দোলন যতোটুকু কার্যকর, আওয়ামীলীগের মতো দেশব্যাপী বিস্তৃত রাজনৈতিক দল কর্তৃক পরিচালিত সরকারকে উৎখাতের জন্য অসহযোগ আন্দোলন ঠিক ততোটুকু কার্যকর হবে বলে ধারণা করা যায়না।বিএনপি'কে যে কোন কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে দলটির কর্মী, সমর্থক সহ সকল শ্রেণির মানুষের আস্থা অর্জনের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং আওয়ামীলীগ জনগণের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে কর্মসূচি প্রণয়ণের ছাড়া বিকল্প কিছু খোঁজার প্রয়োজন নেই।এ'ক্ষেত্রে একাত্তরের সফল আন্দোলনের কর্মসূচি গুলো আমদের পথ দেখাতে সহায়তা করতে পারে।মনে রাখতে হবে আন্তর্জাতিক মিত্রদের উপর অধিক নির্ভর করলে যে কোন রাজনৈতিক দলের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের মিত্র আমাদের জনগণ। তারা নীরব আগ্নেয়গিরি, যে দল জন-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেবে, সে দলের পক্ষেই তারা জেগে ওঠবে। জনগণকেন্দ্রিক রাজনীতির যে কোন বিকল্প নেই এ'কথাটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে আমাদের রাজনৈতিক দল গুলোকে।

# প্রবাসের সাংবাদিকতা এবং...

## রম্য রচনা

## পার্থ সারথী দেব

দেশে যারা সাংবাদিকতা বা লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলেন প্রবাসে এসেও তারা বিভিন্ন সংবাদপত্রে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি করে অভ্যাসটা ধরে রাখার চেষ্টা করেন। প্রবাসের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রটা যদিও দেশের তুলনায় অনেক ছোট। মূলত নিজ কমুউনিটির বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মকান্ড, বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ, প্রতিথযশা কবি সাহিত্যিকদের জন্মজয়ন্তী, মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদির সংবাদ লেখাই প্রধান। এসব সংবাদ লেখা ও পত্রিকায় প্রকাশের আগে ও পরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মূখীন হতে হয় তার কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সবচেয়ে বেশী যে অভিযোগ আসে সেটা হচ্ছে, কোন সংগঠনের সংবাদ প্রকাশের পর সংগঠনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির নেতার ফোনে সাংবাদিককে প্রশ্ন নিউজে আমার নাম নেই কেন? সাধারণত কোন সংগঠনের সংবাদে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, প্রবীণ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম ও বক্তব্য দেয়া হয়ে থাকে। কোন কোন অনুষ্টানে আলোচক বা বক্তব্য প্রদানকারীর সংখ্যা ত্রিশের কোঠা পেরিয়ে যায়। স্বাভাবিক কারণেই সবার নাম দেয়া সম্ভব হয় না।

পরের অভিযোগ নিউজ যেটা ছাপা হয়েছে তাতে আমার ছবি নেই কেন? ছবি যখন তোলা হয় সাধারণত মূল আলোচক বা সভাপতির বক্তব্যের সময় আশে পাশে যারা থাকেন তাদের ছবিই তোলা ও ছাপানো হয়।

সংবাদ এতো সংক্ষিপ্ত কেন? সাংবাদিকরা ঘটনা যেটুকু ঘটে বা অনুষ্ঠানে যা যা হয় তার খবরই পাঠান, হয়ত পত্রিকায় তাই ছাপানোর জন্য কম্পোজ করা হয় কিন্তু দেখা গেল পত্রিকা প্রেসে যাবার আগে এর চেয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এসেছে তাই সংবাদ সংক্ষিপ্ত করে ঐ জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি দেয়া হয়েছে।

সংবাদে আমার নাম নেই কেন? এই প্রশ্নটা যখন আমাকে কেউ করেন তখন আমার দেশে সাংবাদিকতা করা কালীন একটা ঘটনা মনে পড়ে। এক লোক দলের তৃতীয় সারির পাতিনেতা, প্রায়শই প্রশ্ন করতেন সংবাদে অনেকের নাম দেন কিন্তু আমার নাম নেই কেন? আমি তার প্রশ্ন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এরপর থেকে কোন রাজনৈতিক দলের কোন সভার নিউজ হলে লিখতাম বক্তব্য রাখেন সভাপতি অমুক, সাধারণ সম্পাদক অমুক, প্রমুখ। এই 'প্রমুখ' নাম দেখে ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রমুখ কিভাবে সব সভাতে বক্তব্য রাখেন। আমি প্রতিটি সভায় উপস্থিত থেকে দেখেছি প্রমুখ নামে কোন ব্যক্তি বক্তব্য রাখেননি। একি ব্যক্তিতো তিন মতধারার তিনটি রাজনৈতিক দল করতে পারেন না। আপনি সব জায়গাতেই দেখেছি প্রমুখ'কে দিয়ে বক্তব্য দিয়ে দেন। উনি হয়ত আপনার নিকটজন। সবখানেই স্বজনপ্রীতি ভাই। আমি বললাম ভাই এই প্রমুখের মধ্যে আপনিও আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে? আমি বললাম সেটা না হয় অন্যদিন বুঝাবো।

সবচেয়ে বেশী যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে নাম বা পদবী বিভ্রাট। একবার এক নিউজে এক ভদ্রলোকের নাম লিখলাম বক্তব্য রেখেছেন অমুক রায়। ভদ্রলোকতো আমার উপর মহাক্ষেপা। বললেন আপনি এতদিন আমরিকা থাকেন আপনি জানেন না ইংরেজীতে রায় হয় না। হয় রয়(Roy) নতুবা রে (Ray)। আরেকবার এক নিউজে লিখলাম সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমুক আহমদ। সেই আহমেদ ফোনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন নাম লেখার আগে জিজ্ঞাসা করবেন না আমি কোন আহমেদ। আহমদ নাকি আহমেদ নাকি আহম্মদ। ঠিক এমনটি হয়েছিল এক কীর্তনের নিউজ করায়। আমি লিখেছিলাম কীর্তন পরিবেশন করেন অমুক দাশ। সেই কীর্তনীয়া আমাকে ফোনে বললেন, নামটা পর্যন্ত শুদ্ধ করে লেখতে পারেন না আবার সাংবাদিকতা করেন। আমি বললাম কেন কি হয়েছে। তিনি বললেন, দাশ বানান দাস হবে। এরকম আরো আছে যেমন হোসেন, হোসেইন, হোসাইন, হাসান। এছাড়াও মিয়া হবে নাকি মিঞা। রহমান নাকি রাহমান নাকি রেহমান।

এতো গেল নামের ব্যাপার। এরপর ভূল নাম ঠিক করে দিতে হবে। একটা নিউজ প্রেসে যাওয়ার আগে কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ জন মানুষ দেখে থাকেন। এখন বললেইতো আর চট করে বদলানো যাবে না। সংশ্লিষ্ট বিভাগের যিনি এ বিষয়টা দেখেন তার মাধ্যমে সেটা করতে হবে। দেখা গেল ঐদিন ঐ ব্যক্তির অফডে। অন লাইন পত্রিকায় হয়তো স্বল্প সময়ে পরিবর্তন করে দেয়া যায় কিন্তু ছাঁপা কাগজ হলেতো সময়সাপেক্ষ। এরপরও হয়তো ঠিক করে দিলেন তারপরও অভিযোগের পর অভিযোগ। নিউজ যখন দিলেন বড় করে আমার নাম ভূল করে দিলেন দুনিয়ার মানুষ আমার নামটা ভূল করে জানলো আর সংশোধনী যখন দিলেন ছোট্ট করে যা কারো চোখেই পড়বে না।

এছাড়াও আরো অনেক ব্যাপার আছে যেমন নিউজ কোন পাতায় যাবে, কতটুকু জায়গা দিবেন, কোন ছবি দিবেন কয়টা দিবেন এসব ব্যাপারও সাংবাদিকদের কেউ কেউ বলে দেন।

এ ব্যাপারে মিশিগানে ব্যতিক্রম হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশান অব মিশিগান। তারা তাদের প্রতিটি অনুষ্টানের পর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। এতে ভূলের সম্ভাবনা থাকে না। তাদের এই এগিয়ে থাকাকে সাধুবাদ।

লেখাটা শেষ করার পর আমার অবস্থাও এই পুলিশ অফিসারের মতো। লেখাটা প্রবন্ধ নাকি নিউজ নাকি রম্য রচনা নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। যেমনটি পুলিশ অফিসার বুঝে উঠতে পারছেন না কিসের টিকেট দিবেন গাড়ীর নাকি মোটর সাইকেলের নাকি বাই সাইকেলের।

TUITION FREE TAX SCHOOL *

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

And Join America's Fastest Growing Tax Preparation
Company for the Upcoming Tax Season.

Day, Evening & Weekend Classes are available for your convenience.

Please Contact : 718-297-3500

LIBERTY TAX SERVICE

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435
Email: libertytaxschool101@gmail.com
(তাজমহল রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave.
Train Station, Close by F & E Train)

* The Tuition Fee is Free. The cost for books and materials varies per location.

# বড়দিন বয়ে নিয়ে আসুক স্বর্গীয় শান্তির নববারতা!

## খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল অতি দীনহীন দরিদ্র পরিবারে।

পবিত্র বাইবেলের লেখা আছে, যিহুদিয়া প্রদেশের বেথলেহেমের এক গোয়ালঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। যোসেফের সাথে বাগদত্তা মারীয়া বিয়ের আগেই হয়ে ছিলেন সন্তানসম্ভবা! বিষয়টি জানতে পেরে যোসেফ মারীয়াকে ভাবী স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে চাইলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মারীয়ার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন না। আর সে সময় স্বর্গদূত গাব্রিয়েল স্বপ্নে যোসেফকে বললেন, তিনি যেন ভয় না করেন। তিনি যেন মারীয়াকে ভুল না বোঝেন। মারীয়া এবং যোসেফের বেলায় যা ঘটতে যাচ্ছে, তাতে মানুষের কোন ভূমিকা নেই। এতে মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। মারীয়ার গর্ভে যিনি আসছেন, তিনি শান্তিরাজ, মানুষের মুক্তিদাতা। যাঁর আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন নবী এবং ভাববাদীরা পবিত্র শাস্ত্রে লিখে গিয়েছেন। যোসেফ তাঁর মত পাল্টালেন। এবং যোসেফের জানার আগেই মারীয়া জানতে পারেন, তিনি গর্ভধারণ করেছেন। ধার্মিকা এই বিদুষী পরিশীলিতা সুন্দরী তরুণী নিজেকে ইসরায়েল রীতিনীতির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন। পারিবারিক এবং সামাজিক প্রথামত যুবক পরিশ্রমী ইহুদি কাঠমিস্তিরি যোসেফের সাথে বাগদত্তা হওয়ার পর স্বর্গদূতের কণ্ঠ শুনতে পান তিনি। স্বর্গদূত জানালেন, মারীয়া তাঁর গর্ভে সন্তান ধারণ করেছেন! এতে মারীয়া অবাক হলেন। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, এ ঘটনা কী ভাবে হচ্ছে? তাঁর তো বিয়েই হয়নি! স্বর্গদূত তাঁকে বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের বেলায় কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর মাধ্যমে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছেন। মারীয়া নিজেকে 'প্রভুর দাসী' ব'লে স্বর্গদূতের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন।

সে সময় আদম শুমারিতে নিজেদের নাম যুক্ত করার জন্য, যীশু খ্রীষ্টের মা মারীয়া এবং পালকপিতা যোসেফ সে সময় গালিলিয়ার নাসারেথ থেকে যিহুদিয়াস্থ বেথলেহেমের দাউদ নগরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর প্রসববেদনা শুরু হয়। যোসেফ হন্যে হয়ে নিরাপদআশ্রয় খুঁজে ব্যর্থ হন। মানুষের কোন বাড়িতে বা পান্থশালায় তিনি মারীয়াকে নিয়ে যেতে পারেননি। কোন উপায় করতে না পেরে, অবশেষে বাধ্য হয়েই রাখালদের গবাদিপশুর রাখার জন্য একটি গোয়ালঘরে মারীয়াকে নিয়ে ওঠেন। সেখানেই ইহুদিবংশের অতিদরিদ্র কাঠমিস্ত্রীর পরিবারে শীতার্ত রাতে জন্ম হয় যীশু খ্রীষ্টের। মারীয়া তাঁর নবজাত শিশুকে কোনমতে নিজেদের পরনের কাপড়ে জড়িয়ে গবাদিপশুর খাদ্য খড়কুটোয় তাঁদের আদরের ধনকে জড়িয়ে জাবপাত্রে রেখেছেন প্রচন্ড শীত থেকে রক্ষা করার জন্য। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পরপরই স্বর্গীয়দূত প্রান্তরে অন্যান্য পশুশালায় অবস্থানরত রাখালদের দেখা দিলেন। তাঁর দিব্যমূর্তি দেখে রাখালরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। স্বর্গদূত তাদের অভয় দিয়ে বললেন, 'ভয় করিও না। আমি তোমাদের এক সুসংবাদ জানাইতেছি। এই সংবাদ শুনে পুরো জগতের সকল মানুষ আনন্দিত হইবে। আজ দাউদনগরে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যীশু খ্রীষ্ট! তোমরা যাও সেখানে। তাঁকে তাঁর মা-বাবার সাথে দেখিতে পাইবে। তোমারা দেখিতে পাইবে, তাঁকে কাপড়ে জড়াইয়া পশুদের খাবারের পাত্রে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে।' [ পবিত্র বাইবেলের লূক লিখিত সুসমাচারঃ ২ অধ্যায়, ১০-১২ পদ]

স্বর্গদূতের দেয়া সেই আনন্দবার্তা হল, ঈশ্বর মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিলেন। তিনি মানুষের ত্রাণকর্তা রূপে, এ জগতে আবির্ভূত হলেন।

আনন্দে অভিভূত রাখালরা তৎক্ষণাৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে সকলেই ছুটে যায় সেই গোয়ালঘরে। তারা সেখানে, স্বর্গদূতের বর্ণনা মত ঠিকই দেখে, মা-বাবার সান্নিধ্যে যাবপাত্রে একটি শিশুকে। তারা নবজাত শিশুকে রাজার সম্মান দিয়ে প্রণাম করে। শ্রদ্ধা জানায় এবং নেচে গেয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করে।

সে সময় প্রাচ্যের তিনজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত তাঁদের অধিবিদ্যা মতে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে, বেথলেহেমের উদ্দ্যেশে যাত্রা করেন। তখন তাঁরা দেখতে পান, উর্ধ্বাকাশে একটি নতুন তারকা দেখে পণ্ডিতেরা নিশ্চিত হন, সত্যই পবিত্র শাস্ত্রে বর্ণিত ইসা মসিহ জন্মগ্রহণ করেছেন। এই তারকা তাঁদের প্রতি মহান সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসার ও প্রতাপের নিদর্শন।

যিহুদিয়ায় পৌঁছে পণ্ডিতরা সরাসরি শাসনকর্তা হেরোদের রাজপ্রাসাদে যেয়ে হাজির হন। তাঁরা হেরোদের সাক্ষাতে তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, 'যিহুদীদের যে ভাবী রাজা জন্মিয়াছেন, তিনি কোথায়? আমরা তাঁহার নিদর্শন একটি তারা দেখিয়া নিশ্চিত হইয়াছি! আমরা তাঁহাকে সম্মান জানাইতে এবং প্রণাম করিতে আসিয়াছি। তাঁহার সম্পর্কে আমরা শাস্ত্রে পড়িয়াছি, তিনি ইস্রায়েলের শাসন এবং পালন করিবেন।' হেরোদ পণ্ডিতদের কথা শুনে খুশি হতে পারেননি। 'যিহুদীদের ভাবী রাজা' বলতে তাঁরা যার কথা বলছেন, তিনি নিশ্চিত তাঁরই প্রতিপক্ষ। হেরোদ পণ্ডিতদের গোপনে ডেকে আকাশে উদিত নতুন তারকার বিষয়ে তথ্যতালাশ নিলেন। তিনি পণ্ডিতদের বললেন, 'আপনারা বেথলেহেমে যান। তাঁর খোঁজ করুন। তাঁর সঠিক অবস্থান আমাকে জানান। আমিও, আপনাদের মত তাঁকে সম্মান জানাইতে এবং প্রণাম করিতে চাই।' রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে পণ্ডিতরা, আকাশে আবার সেই তারকা দেখতে পান। তাঁরা দেখেন, তারকাটি তাঁদেরকে পথনির্দেশ ক'রে আগে আগে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। এক সময় তারকাটি স্থির হয়ে যায়। পণ্ডিতরা সামনে একটি জীর্ণ গোয়ালঘর দেখতে পান। তাঁরা আগ্রহ নিয়ে সেই গোয়ালঘরের দিকে এগিয়ে যান। কাছে গিয়ে, মা-বাবা, রাখাল ও গবাদিপশুর পরিবেষ্টিত যাবপাত্রে একটি শিশুকে দেখতে পান। পণ্ডিতরা নিশ্চিত হন, এই শিশুই যীশু খ্রীষ্ট। যাঁর আগমনের কথা শত শত বছর পূর্বেই ভাববাদিরা প্রবক্তারা শাস্ত্রে স্পষ্ট ক'রেই লিখে গেছেন। তাঁরা এগিয়ে যেয়ে মারীয়ার যোসেফকে শুভেচ্ছা জানান। জাবপাত্রে শায়িত শিশুকে প্রণাম করেন। তাঁর জন্য আনা সম্মানের প্রতীক, স্বর্ণ, কুন্দুরু, গন্ধরস, বিভিন্ন উপঢৌকন প্রদান করেন। ফেরার পথে স্বর্গীয়দূত স্বপ্নে তাঁদেরকে রাজা হেরোদের দরবারে যেতে মানা করেন। তাঁদেরকে বলা হয়, অন্য পথে তাঁরা যেন নিজেদের দেশে ফিরে যান। পণ্ডিতরা তাই করেন।

পণ্ডিতদের ফিরতিদেখা না পেয়ে হেরোদ বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি ঘোষণা করেন, রাজ্যের সমস্ত পরিবারে অনুসন্ধান ক'রে প্রথমজাত দুই বৎসর এবং তার কম সমস্ত পুত্রসন্তানদের যেন হত্যা করা হয়। তার আগেই স্বর্গদূত স্বপ্নে মারীয়া ও যোসেফকে আদেশ করেন তাঁরা যেন গোপনে তাঁদের নবজাত শিশুকে নিয়ে মিশরে যেয়ে আশ্রয় নেন। স্বর্গদূত বলেন, 'যতদিন আমি তোমাদের না বলি, ততদিন সেখানে থাক। কারণ, হেরোদ তোমাদের এই শিশুকে হত্যা করিবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে।' মারীয়া যোসেফ স্বর্গদূতের আদেশ মোতাবেক রাতের আঁধারে একটি গাধায় চড়ে যীশুকে নিয়ে মিশরে চলে যান। তাঁরা সেখানে হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেন। এদিকে হেরোদের অনুগত বাহিনী যিহুদিয়ার ঘরে ঘরে তল্লাসি করে এবং তার আদেশমত কাজ করে। এ সময় যিহুদিয়ার ঘরে ঘরে কান্নার ও করুণ আর্তনাদের হাহাকারে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। পরে স্বর্গীয় দূতের বার্তা পেয়ে মারীয়া যোসেফ শিশু যীশুকে নিয়ে, তাঁদের আবাসভূমি গালীলের নাসারতে ফিরে আসেন।

এই জগতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে নস্যাৎ ও প্রতিহত করতে স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াশীলচক্র উন্মাদ হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করতে শিশুহত্যার মত জঘন্য প্রবৃত্তিতে মত্ত হয়ে ওঠে। এমন নজির এখনও এ বিশ্বে চলমান রয়েছে। বর্তমান পৃথিবী যুদ্ধের ডামাডোলে তটস্থ। অতি সাম্প্রতিক কালের রাশিয়া-ইউক্রেন, ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে অগণিত শিশু সহ নারী, পুরুষ তথা শান্তিবাদী সাধারণ মানুষ সংঘাতের বলি হচ্ছে। তারা অবর্ণনীয় দুঃখ, দুর্দশার শিকার হচ্ছে। করোনার রেশ কাটিয়ে ওঠার আগেই, মানুষ ঘুরে দাঁড়াবার আগেই এই যুদ্ধ সারা বিশ্বকে, বিশ্বের সকল মানুষকে ঠেলে দিয়েছে আরেক বিপর্যয়ের মুখে। বিশ্বময়, দেশে দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দিনে দিনে প্রকট আকার ধারণ করছে। ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের চলমানযুদ্ধ বন্ধে দুই পক্ষকে আহ্বান জানিয়েছেন ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস। তিনি বলেন, যুদ্ধ ও সন্ত্রাস শুধু বেসামরিকদের জন্য মৃত্যু ও দুর্দশা ডেকে আনে। একইসঙ্গে বিবদমান দুই পক্ষের কাছে থাকা জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি। বর্তমান বিশ্বে এটা স্পষ্টতই দৃশ্যমান, ধর্ম, ভু-রাজনীতি, ভূ-অর্থনীতি ইত্যাদির আবরণে পেশিশক্তি ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের বলয়ে আবদ্ধ করে নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়ার হীনপ্রবৃত্তিতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে পরাশক্তিগুলো। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে হতাশা ব্যক্ত ক'রে বলেছেন, 'যুদ্ধ বন্ধে, নিরাপত্তাপরিষদ কার্যত কিছুই করতে পারছে না!' আসলেই, গোটা বিশ্ববাসী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাদের উপর নির্ভর করে, তাঁরাই এখন গোটা বিশ্বে নিজদের ক্ষমতার ও শক্তির অক্ষ এবং বলয় তৈরি করে তার প্রসার ঘটাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ক্ষমতার ও শক্তির মহড়া দেখাচ্ছে! হুমকি দিচ্ছে! কেহই ছাড় দিতে রাজী নয়! এই দৃশ্য দেখে সততই মনে হচ্ছে, বিশ্ববাসীর আকাঙ্ক্ষিত 'বিশ্বশান্তি' সুদুরপরাহত হয়েই আছে! প্রকৃত অর্থে, বিশ্ববাসী এখন দেখতে চায় দোদুল্যমান এই বিশ্বের ভাগ্যাকাশে উদিত শান্তির নতুন তারকা! এই তারকা বিশ্ব প্রাজ্ঞজনদের সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এই বিশ্বে শান্তির পক্ষে সমস্ত প্রতিষ্ঠান একযোগে রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দ সবাইকে একই ঐকমত্যে সমবেত করতে পারেন কায়মনোবাক্যে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলেই। প্রাচ্যের তিন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত যেমন দীর্ঘ বন্ধুরপথ পাড়ি দিয়ে 'শান্তিরাজ' যীশুর সন্ধানে ছুটে গিয়েছিলেন এবং তাঁর পাদমূলে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন, ঠিক তেমনই তাঁদের ভুমিকায় বর্তমান বিশ্বনেতাদের অগ্রসর হতেই হবে। এই বিশ্বকে, বিশ্ববাসী সবাইকে স্বর্ণ, কুন্দুরু এবং গন্ধরসের মোড়কে 'বিশ্বশান্তি' উপঢৌকন দিতে হবে। এই বড়দিনের পর পরই বিশ্ববাসী সকলেই নতুন বছর ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দকে বরণ করবে। আগামী বছর আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অনেক দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকল দেশেই উত্তেজনা, শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার শংকা বিস্তারলাভ করে। এই সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল এবং শান্তিবিঘ্নকারী মহল তৎপর হয়ে ওঠে। তারা অতি সহজেই রাজনীতিকদের নিজেদের আয়ত্তে ঘিরে ফেলে। পক্ষের, প্রতিপক্ষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। এক সময় তা হানাহানিতে পর্যবসিত হয়। তাতে, দেশের সাধারণ ভোটার ও জনমানুষ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। সমাজের পরতে পরতে দেখা দেয় অস্থিরতা। দেশের সকলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয় বিঘ্নিত।

তাই যুদ্ধ বিগ্রহ স্তিমিত এবং অর্থনৈতিক সমস্যা আশু সমাধান করে, শান্তি রক্ষায় আমাদের নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল্যবোধে চলা এবং ধর্মীয় প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সাথে তাঁদের সকলের জীবনে আশার আলো জ্বালাতে পারা হল মহান সৃষ্টিকর্তার কাজ। মানুষ সবাইকে শান্তির একই শামিয়ানার ছায়াতলে দাঁড় করিয়ে এই জগতে ঈশ্বরের শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই হল বড়দিনের মূল শিক্ষা। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের মূলভিত্তি হল প্রেম এবং অনুগ্রহ। ঈশ্বর চূড়ান্তভাবে তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাঁর একজাত পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে জগতের পরিত্রাণের জন্য দান করে। তাই বড়দিন, মহান ঈশ্বরের ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। অনুগ্রহের মহিমায় সমুজ্জ্বল। তাঁর সেই ত্যাগ ও অনুগ্রহ অতীব মূল্যবান। কেবলমাত্র ক্ষমা করতেই যীশু খ্রীষ্ট তাঁর জীবন দেননি। তিনি মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে জীবন দিয়েছেন। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে মানুষের জন্য নিশ্চিত স্বর্গীয়মুক্তি ক্রয় করেছেন।

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের কার্যকারিতার ফল, পাপের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করে, মহান সৃষ্টিকর্তা, মহাপবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত করতে। স্বর্গীয় অনন্তজীবনের আধিকারিক করতে। এই বড়দিনে আমাদের সকলের প্রত্যাশা, প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে যেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। জনগণ যেন বাধাহীন উৎসবমুখর পরিবেশে, দ্বিধাহীনভাবে তাঁদের পছন্দের ভোটপ্রার্থীদের পক্ষে ভোট প্রদান করতে পারেন। নির্বাচন পূর্ববর্তী, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী পরিবেশ যেন জনগণের আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে থাকে। এবং প্রকাশিত ফল যেন তাঁদের সকলের পছন্দের এবং আশাপ্রদ হয় এই শুভ কামনা করি। একই সাথে আমাদের দেশ সহ বিশ্বের সর্বত্র ধর্মীয়সদ্ভাব এবং সহাবস্থান আরও বিকশিত হতে পারে, তার জন্য আমাদের সবাইকে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সর্বক্ষেত্রেই সকল রাজনৈতিক দল, দলীয়প্রার্থী, সমর্থক এবং নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশীজন সবাইকে 'শান্তিরদূতের' ভুমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

এবারের বড়দিনের পুণ্যলগ্নে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে জানাই 'শুভবড়দিন' শুভেচ্ছা! আসন্ন নববর্ষ ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ সকলের জন্য বয়ে নিয়ে আসুক, শান্তি ও সমৃদ্ধির নববারতা!

# মাওলানা হাবিব, তসলিমা নাসরিন ও সাংবাদিক ফতেহ

## হেলাল উদ্দীন রানা

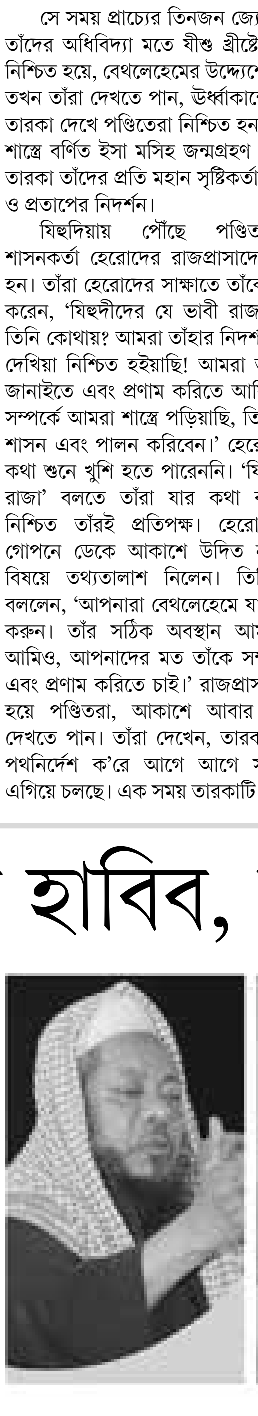

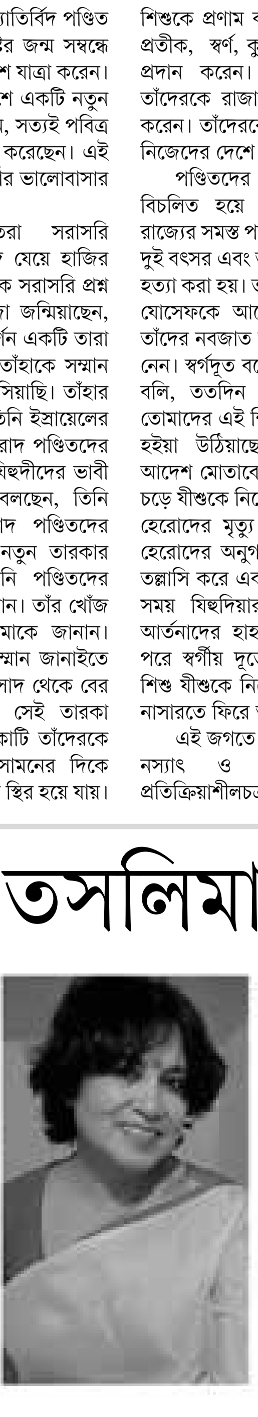

প্রায় ত্রিশ বছর আগের একটি ঘটনা। সিলেটের একটি প্রতিবাদ সভায় জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখছেন তখনকার জনপ্রিয় বক্তা মাওলানা হাবিবুর রহমান। সেই সভা কভার করা সাংবাদিক কিংবা উপস্হিত শ্রোতা কেউই জানেন না এই সভা কারো জীবনকে বদলে দেবে, একদিন ইতিহাস হবে। ! বলছি একজন তসলিমা নাসরিনের আন্তজাতিক পরিমন্ডলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠার গল্প !

তসলিমা নাসরিন। বাংলাদেশের নির্বাসনে থাকা কবি ও লেখিকা।আজ দেশে-বিদেশে স্বনাম খ্যাত তসলিমা নাসরিন যে রিপোর্টের কারনে বিখ্যাত হয়ে উঠেন-সেই রিপোর্টটির পেছনের গল্প শোনাতেই এই লেখা। অথচ সেই অকাল প্রয়াত সাংবাদিক ফতেহ ওসমানী অখ্যাতই থেকে গেছেন আজো। বন্ধু ফতেহ ওসমানীকে সিলেটেও তেমন স্মরণ করা হয়না।

সময়টা ১৯৯৪ সাল। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক-কলামিষ্ট দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী তখন একটি নতুন ধারার কাগজ দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। অল্পসময়ে ব্যাপক পাঠক প্রিয় হওয়া এই কাগজের সিলেট ব্যুরোর রিপোর্টার ফতেহ ওসমানী। অকাল প্রয়াত সাংবাদিক-কবি ফতেহ ওসমানী ২০১০ সালের ১৮ এপ্রিল আততায়ীর হামলায় গুরুতর আহত হন এবং ২৮ এপ্রিল ঢাকার অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

নাস্তিক-মুরতাদের বিচার ও দেশে ব্ল্যাসফেমি আইন প্রণয়নের দাবীতে সিলেটের ঐতিহাসিক কোর্ট পয়েন্টে প্রতিবাদ সভা ডেকেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। খেলাফতের কেন্দ্রীয় আমীর প্রয়াত প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবিবুর রহমান। সিলেটে তুমুল জনপ্রিয় কাজির বাজার মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল তিনি । সব ঘরানার রাজনীতিবিদরা তাকে মান্য করেন, সমীহ করেন। রাজনীতির মাঠেও প্রভাব প্রতিপত্তি ব্যাপক। জেলা প্রসাশনসহ সকল মহল তাকে খাতির-তোয়াজ করে চলেন। তাঁর ভক্ত-মুরিদ, শিষ্যের সংখ্যা প্রচুর ।

তাঁর সভা মানে একটা বিরাট কিছু। তাঁর নিজের হাতে গড়া কাজির বাজার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও মাওলানার এক বড় অনুসারী গৌষ্ঠী রয়েছে। অনেক রাজনৈতিক দলের চেয়ে তাঁর সভা-সমাবেশে লোক সমাগম হয় বেশী। মাওলানার ভাষণও জ্বালাময়ী এবং সিলেটের মানুষ তাঁকে পছন্দ করে। একটা টান-টান উত্তেজনা থাকে তাঁর সভা সমাবেশ ঘিরে। বাম ঘরানার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সিলেটের সুশীলরা তাঁকে আদর করে "বুলবুলি"মাওলানা বলে ডাকতেন। তীব্র জামায়াত বিরোধী হওয়ার কারণে মাওলানা হাবিবুর রহমান বাম ও প্রগতিশীলদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। সিলেটের প্রায় সকল সংবাদিকের সাথে তার ছিল গভীর সখ্যতা।

সভায় মাওলানা হাবিবুর রহমান তাসলিমা নাসরিন সালমান রুশদী সহ অনেক স্বঘোষতি নাস্তিকদের কঠোর সমালোচনা করলেন।বললেন এরা মুরতাদ।দীর্ঘ বক্তৃতায় মাওলানা সেদিন বলেন,আমাদের দেশে ইসলামিক আইন থাকলে এদের মৃত্যুদন্ড হত। শরিয়া আইন বা বিধান না থাকায় চাইলেও এদেরকে সর্বোচ্চ দন্ডে দন্ডিত করতে পারিনা।এদের হত্যার জন্য পঞ্চাশ হাজার বা একলক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করতে পারিনা । নাস্তিকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন,দেশে ইসলামী আইন থাকলে ইসলাম ও বিশ্বনবীকে অবমাননা এবং দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আবেগ অনুভূতিতে আঘাত হানার অপরাধে তাদের ফাঁসি হতো। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হলেও দুঃখজনক ভাবে ইসলাম ধর্মকে আঘাত করেও নাস্তিক মুরতাদরা বারবার পার পেয়ে যায়। আমরা ইসলাম ধর্মকে অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রেখে কঠোর আইন চাই। এসকল নাস্তিকদের কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করি। তওবা করে ধর্মে ফিরে আসারও আহবান জানান তিনি সকলের প্রতি। শেষে তিনি বলেন, দেশে ইসলামী শাষণ ব্যাবস্হা থাকলে আমি প্রত্যেক নাস্তিকের বিপরীতে ৫০ হাজার টাকা করে "ইনাম" ঘোষণা করতাম।

পরেরদিন বাংলাবাজার পত্রিকায় ওসমানীর নামে রিপোর্টটি "তসলিমার মাথার দাম ৫০ হাজার ঘোষণা" শিরোনামে মাওলানা হাবিবুর রহমানকে উদ্ধৃত করে প্রথম পাতায় লীড নিউজ হিসাবে প্রকাশিত হলে সারাদেশে হুলস্হুল পড়ে যায়। নিন্দা-বিবৃতি ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে সর্বত্র। সকল জাতীয় পত্রিকায় দেশের শীর্ষস্হানীয় বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য বিবৃতিও আসতে থাকে। শুরু হয় মিছিল-মিটিং। মাওলানা হাবিবুর রহমান রাতারাতি দেশের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হন। পরেরদিন এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানতে কাজির বাজার মাদ্রাসায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন সিলেটের সকল সাংবাদিক। কিন্তু মজার বিষয় সব সময় আলোচনায় থাকতে পছন্দ করা মাওলানা বক্তব্যটি স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করলেন না। খুবই কৌশলী জবাব দিলেন সাংবাদিকদের। মাওলানা এটিকে তাঁর একটি বড় অর্জন হিসাবে নিলেন মনে হলো। পরে ওসমানীর কাছে এব্যাপারে জানতে চাইলে সেও একগাল হেসে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলত দ্রুত।

অথচ আমরা যাঁরা সভায় ছিলাম তাঁরা জানি কাগজে যে ভাবে মাওলানার বক্তব্য এসেছে এরকম সরাসরি কিছু তিনি বলেননি।আমাদের অন্যকারো রিপোর্টে আমরা এভাবে উল্লেখও করিনি। সভা কভার করতে সেদিন আমরা কয়েকজন সাংবাদিক একসাথে ছিলাম।ছিলেন তৎসময়ের ভোরের কাগজের সিলেট করসপন্ডেন্ট ইব্রাহীম চৌধুরী (বর্তমান সম্পাদক সাপ্তাহিক প্রথম আলো,উত্তর আমেরিকা), দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার প্রয়াত অজয় পাল, ফতেহ ওসমানী, এই নিবন্ধের লেখক (ইনকিলাবের তৎকালীন ব্যুরো চীফ) এবং আরো কজন সহকর্মী বন্ধু। পরে একান্তে মাওলানাকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করলে একগাল মুচকি হেসে এড়িয়ে গেছেন প্রসঙ্গ। এই সভার প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক তসলিমাকে এই গল্প শোনালে তিনিও বিষয়টি উপভোগ করেছেন প্রাণ ভরে ।

এরপরের ঘটনা সকলের জানা,তীব্র আন্দোলনের মুখে তসলিমা দেশ ছেড়ে যান এবং সুইডেনে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন।

# Law Offices

# এক্সিডেন্ট কেইসেস

## মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

# 917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

## IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

# Law offices of Timothy Bompart

**37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372**

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

**Immigration Petitions & Adjustment of Status.**

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

# বোয়ালখালীতে বড়দিন উপলক্ষে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিনয়বাঁশী শিল্পীগোষ্ঠীর শুভেচ্ছা বিনিময়

**দোলন জলদাশ**, চট্টগ্রাম

বোয়ালখালীতে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিনয়বাঁশী শিল্পীগোষ্ঠীর শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর সোমবার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব 'শুভ বড়দিন' উপলক্ষে বোয়ালখালী পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডস্থ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঢোল বাদক লোকশিল্পী বিনয়বাঁশী জলদাসের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত লোক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিনয় বাঁশী শিল্পী গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ। এসময় ধর্মীয় যাজক ফাদার পিন্টু বেন্জামিন ডিকস্টা এর পরিচালনায় সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা শেষে বক্তব্য রাখেন বিনয়বাঁশী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি অনুপম বড়ুয়া পারু, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শিল্পী ও সংগঠক শ্রী বিপ্লব জলদাস, সহ-সাধারণ সম্পাদক বকুল বড়ুয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আশুতোষ দাশ, কোষাধ্যক্ষ কালিপদ দাস, পাঠাগার সম্পাদক শিক্ষক প্রদুল কান্তি দে, সদস্য অদিতি দাশ মৃত্তিকা। বক্তব্যে নেতৃবৃন্দ বলেন, মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতেই প্রভু যিশুর পৃথিবীতে আগমণ ঘটেছিল এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য স্থাপনসহ অশান্ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যীশুখ্রিষ্টের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণীয়।

# খুবই কঠিন সময় অতিক্রম করছি: কাদের

**ঢাকা অফিস**

আমরা খুবই কঠিন সময় অতিক্রম করছি—এমনটা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে পোলিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনে এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের।

কাদের বলেন, 'আমরা খুবই কঠিন সময় অতিক্রম করছি। সারা বিশ্বই সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশ্বসংকটের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন নই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন আছে।' ইউক্রেন, সুদান ও মাধ্যপ্রাচ্য-সংকটের কথা তুলে ধরে কাদের বলেন, 'এরকম পরিস্থিতিতে আমরাও সংকটে আছি। দোষটা বড় বড় দেশগুলোর, কিন্তু দায় পড়ছে আমাদের ওপর, শাস্তি পাচ্ছি আমরা। দেশে আমাদের গরিবেরা সাফার করছে, প্রান্তিক মানুষ কষ্ট পাচ্ছে।

বিএনপির নির্বাচন বর্জনের আন্দোলনের কথা তুলে ধরে কাদের বলেন, তারা নির্বাচন বানচাল করতে চায় মিছিল-বিক্ষোভ সমাবেশ করে নয়।

# ৯২ হাজার কোটি টাকা লোপাট কে কত নিয়েছে জানাল সিপিডি

**সিপিডির সংবাদ সম্মেলন**

**ঢাকা ডেস্ক**

২৩ ডিসেম্বর শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডির নিজস্ব কার্যালয়ে চলতি অর্থবছরে দেশের অর্থনীতি নিয়ে পর্যবেক্ষণ জানাতে প্রতিষ্ঠানটির সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন আর্থিক অনিয়মের মাধ্যমে ২০০৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ব্যাংকিং খাত থেকে ৯২ হাজার ২৬১ কোটি টাকা লোপাট হয়েছে। 'বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০২৩-২৪: চলমান সংকট ও করণীয়' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়।

সিপিডি জানায়, গত ১৫ বছরে সরকারি-বেসরকারি ১৯ ব্যাংকে ২৪টি বড় ঋণ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে এসব টাকা আত্মসাৎ হয়েছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মোট খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকায়।

**কে কতো নিয়েছে**

সিপিডির হিসাবে, রাষ্ট্রায়ত্ব সোনালি ব্যাংক থেকে ৪ হাজার ৩৫৭ কোটি টাকা নিয়েছে হলমার্ক গ্রুপ। জনতা, প্রাইম, যমুনা, শাহজালাল ও প্রিমিয়ার ব্যাংক থেকে বিসমিল্লাহ গ্রুপ নিয়েছে ১ হাজার ১৭৪ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। ২০১৫ সালে বেসিক ব্যাংক থেকে জাল করে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার ঋণ নেয়া হয়। জালিয়াতির মাধ্যমে জনতা ব্যাংক থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে এননটেক্স গ্রুপ।

২০১৬ সালে এলসি জালিয়াতির মাধ্যমে জনতা ব্যাংক থেকে ৮১৬ কোটি টাকা ঋণ নেয় থার্মেক্স গ্রুপ। ২০২০ সালে ব্যাংকটি থেকে ১ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা ঋণ নেয় এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ। আর ২০২৩ সালে ১ হাজার ৭০ কোটি টাকা ধার নেয় গ্লোবাল ট্রেডিং।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি জানায়, এবি ব্যাংকে ১৬৫ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং হয়েছে। ২০২১ সালে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকে হালদার ৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ অনিয়ম করেন। ২০১৬ সালে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকে ৭০১ কোটি টাকার ঋণ বিতরণে অনিয়ম হয়।

সিপিডি জানায়, বেনামি কোম্পানির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে এস আলম গ্রুপ।২০২২ সালে অখ্যাত ৯ কোম্পানিকে নিয়ম লঙ্ঘন করে ৭ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা দেয় ইসলামী ব্যাংক। রাজশাহীর নাবিল গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানিকে এই ঋণ দেয়া হয়।

# সিলেটের নাট্যসংগঠক রওশান আরা মনির রুনা আর নেই

ডেস্ক রিপোর্ট

মঞ্চ ও বেতার নাটকের খ্যাতিমান শিল্পী, নাট্য সংগঠক রওশান আরা মনির রুনা আর নেই।

(ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজিউন)। ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা একটার দিকে সিলেট শহরে নিজ বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সিলেটের প্রাক্তন পরিচালক ও নাট্যায়ন সিলেটের প্রতিষ্ঠাতা নাট্যকর্মীদের একজন ছিলেন রওশান আরা রুনা।

প্রবীণ নাট্যকর্মী রওশান আরা মনির রুনা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে নাট্যায়ন সিলেট। এক শোক বার্তায় তারা, মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে।

রওশান আরা রুনা শৈশব থেকে আমৃত্যু থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। তিনি সহস্রাধিক মঞ্চ ও পথ নাটকে অভিনয় করে গেছেন সিলেটের বিবিসাব কান্দুনি খ্যাত রুনা। তিনি চলচ্চিত্র টেলিভিশনসহ ভিজ্যুয়াল মিডিয়ায় অভিনয় করে গেছেন দাপটের সঙ্গে। পেয়েছেন সিলেট জেলা শিল্পকলা পদক, সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সম্মাননা পদক সহ অজস্র সম্মাননা। নাট্যায়ন সিলেট এর নাট্যকর্মী হলেও সিলেটের বিভিন্ন নাট্য সংগঠন এর সাথে তিনি কাজ করে গেছেন। মৃত্যু'র আগ পর্যন্ত তিনি নাট্যায়ন সিলেট এর উপদেষ্টা ছিলেন।

নাট্যায়ন সিলেট এর সাধারণ সম্পাদক, সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সিলেট এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এখলাছ আহমেদ তন্ময় বলেন, রওশান আরা মনির রুনা ছিলেন নাটকের তথা নাট্যায়ন সিলেট এর প্রাণ। উনার মৃত্যু তে নাট্যায়ন সিলেট একজন অভিভাবক হারিয়েছে। এ-ই ক্ষতি অপূরণীয়।

# নিউইয়র্কে এ কে মোমেনের সমর্থনে মতবিনিময়

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সিলেট-১ আসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সমর্থনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউইয়র্কে। স্থানীয় সময় ১৬ ডিসেম্বর রোববার রাতে এস্টোরিয়া জালালাবাদ ভবনে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিলেটবাসীর আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৭ জানুয়ারী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের জন্য ভোট চাইতেই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ইয়ামিন রশীদের সভাপতিত্বে এবং সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনি আসাদ ও হুমায়ূন চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি শেলী মোবদি, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবুল মোমিত ফুয়াদ, অ্যাডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলাম, এমাদ চৌধুরী, সৈয়দ ফজলুর রহমান, আব্দুল মালেক খান (লায়েক), মইনুজ্জামান চৌধুরী, গোলাম রব্বানী খান, মঞ্জুর চৌধুরী, দুরুদ মিয়া রনেল, হাসনাতসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত মিজানুর রহমান শেফাজ। সহ বিপুল সংখ্যক মৌলভীবাজারবাসী।

সমাবেশে বক্তারা উন্নয়নের ধারা অব্যাত রাখতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে আওয়ামীলীগ মনোণীত প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনকে আবারো নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সর্বক্ষেত্রে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আজ সারাবিশ্বের কাছে বিস্ময় ও রোল মডেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার জন্য নানাবিধ যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছেন। দেশে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ বড় বড় মেগা প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে বলে তারা উল্লেখ করেন।

# 'পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি মানুষকে ঘুম থেকে ওঠানোর জন্য'

**ঢাকা অফিস**

নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের প্রার্থী শামীম ওসমান বিএনপিকে ইঙ্গিত করে বলেন, আমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি মানুষকে ঘুম থেকে ওঠানোর জন্য। চট্টগ্রাম থেকে গত বুধবারও বিজিবি ৫৯ কার্টুন অস্ত্র উদ্ধার করেছে? তারা কিন্তু ওরাই যারা জাহাজ ভর্তি অস্ত্র নিয়ে এসছিল। আপনি আমাকে সাপোর্ট করেন বা না করেন নো প্রবলেম। এই দেশ আপনার আমার সবার মা। আমাদের সবার দায়িত্ব হচ্ছে মাকে রক্ষা করা।

মঙ্গলবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের ৫ নং ওয়ার্ডের বিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকায় নির্বাচনি উঠান বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন তিনি।

শামীম ওসমান বলেন, ৭০-এর ভোটটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবারের ভোটটাও তেমন দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কাকে ভোট দেবেন আপনি তো আর বলবেন না, শুধু ভোটটা দিতে আসবেন। আমাদের সকলের দায়িত্ব আমাদের দেশ তথা আমাদের মাকে রক্ষা করা। তিনি বলেন, এই দেশে এখন যা ঘটছে আপনি যেটা ঘুমের মধ্যেও চিন্তা করবেন না বাঁ চিন্তা করছেন না, এই কারণেই করছেন না কারণ বিষয়টা আপনার জানা নেই।

# Wasi Choudhury & Associates LLC

## আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

**Wasi Choudhury, EA**
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377



## এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

# MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

**Appointment:**
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

| ASTORIA OFFICE: | JAMAICA OFFICE: |
|---|---|
| 30-04, 36th Avenue<br>LIC, NY 11106<br>Tel: 718-383-4500 | 170-12 Highland Avenue<br>Jamaica Estates, NY- 11432<br>www.drmrahman.com |



# Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

**INCOME TAX**
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

**IMMIGRATION SERVICES**
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

**REAL ESTATE**
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

## PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com



দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

# সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

**Auto Home Business & TLC Insurance**

# TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

## জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

**TAX FILING 2023**
**WE DO ALL TYPES OF TAXES**

**CONTACT**
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

## জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

**এম এ জামান** (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মান্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

## বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
**646 284 4776**
**Abu Zaman**
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

**Silver & Gold Realty**

## MITU DISABILITY CENTER
### MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
### MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

**MITU DISABILITY CENTER**
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

**MITU PHYSICAL THERAPY P.C.**
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, মেরুদন্ডের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ঘোরা এবং সাইয়াটিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
**Nagah A. Alaidy**
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

**MITU HOME CARE LLC.**
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে আপনি সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

**3747, 73rd Street, Suite # 215**
**Jackson Heights, NY 11372**
**(Kings Plaza)**
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

## আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

### B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

| | |
|---|---|
| H1B | L1A VISA |
| EB5 | E2 VISA |
| POLITICAL ASYLUM | |

**Captor USA, Inc.**
**Franchise & Business Consulting Firm**
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

# গ্লাসগোতে মহান বিজয় দিবস ও বিসিপি অ্যাওয়ার্ড

**বকুল খান**

যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে দি বাংলা সেন্টার এসসিআইও গত ১৭ই ডিসেম্বর যথাযথ মর্যাদায় এবং উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন করে বিজয় দিবস এবং বিসিপি অ্যাওয়ার্ড ২০২৩। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় দি বাংলা সেন্টার এসসিআইও এর অঙ্গসংগঠন বাংলা স্কুলের স্বাধীনতার মর্ম পাঠদান কর্মসূচি দিয়ে যেখানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। পাশাপাশি ছিল বাচ্চাদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও মহান বিজয় দিবসের বীরত্ব গাঁথার ইতিহাস তুলে ধরে আলোচনা।

উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব আশরাফুল্লাহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ডক্টর শাহরিয়ার আল-আহমেদ এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো: শাহীনুর হোসেন রুবেলের যৌথ পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডক্টর জসিম আহমেদ। অনুষ্ঠানটিতে দেশাত্মবোধক গান, কবিতা আবৃত্তি এবং বিজয় দিবসের নাটক "বিজয় কেতন" পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানটির শেষ পর্বে কমিউনিটিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বাংলাদেশিদের মাঝে বিসিপি অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

# 'প্রভাবশালী রিজিওনাল ভয়েস' ইমরান ইমন

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

ইমরান ইমন

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত বিশ্ববিখ্যাত প্রভাবশালী ফরেইন পলিসি ম্যাগাজিনে যুক্ত হলো খ্যাতিমান লেখক, গবেষক ও কলামিস্ট ইমরান ইমনের নাম। ফরেইন পলিসি ম্যাগাজিনের সাউথ এশিয়া ব্রিফ সেকশনের 'প্রভাবশালী রিজিওনাল ভয়েস' হিসেবে ইমরান ইমনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেখানে তার বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের সহিংস রাজনীতি নিয়ে লেখা "For a Politically Violence-Free Educational Institutions" শীর্ষক শিরোনামে আর্টিকেলটি কোট করা হয়েছে এবং রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ফরেইন পলিসি ম্যাগাজিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী, ভূরাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে কাজ করে থাকে।

# মাহবুব লীলেন ও দিনা ফেরদৌসের সাথে এক সন্ধ্যা

**রওশন হক**

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এবারের বৃহস্পতিবারের আড্ডা হয়েছে শুক্রবারে । উপলক্ষ্য, লেখক মঞ্চ নাটক গবেষক মাহবুব লীলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন ভিন্ন ধাঁচের লেখক দিনা ফেরদৌস। নিজ নিজ নামে ও কর্মে পরিচিত এ দম্পতির নিউইয়র্কে আসা নিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সান্ধ্যকালীন আড্ডা । আমার উদ্দেশ্য ছিলো গল্পের ছলে দু'জনের লেখা লেখির বিষয়ে জানা । বড়দিনের সাথে দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে ফুরফুরে মেজাজে ছিলাম। তাই দিনের ক্লান্তির ছাপিয়ে দৌড়ে আড্ডায় যুক্ত হয়েছি। ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় জনাকীর্ণ আড্ডা জমে উঠেছিল দুই আলোকিত সতীর্থকে নিয়ে।

মাহবুব লীলেন এবং দিনা ফেরদৌস দুই সন্তান নিয়ে ডিসি মেট্রো এলাকায় বসবাস করেন। এলাকাটি আমেরিকার জন্য খুবই গুরুত্বের। রাজনীতি সচেতন এবং তারকাখ্যাত আমাদের বেশ কিছু লেখকের বসবাস ওখানে।

দিনা ফেরদৌস একজন শিক্ষিত মা। অত্যন্ত সুন্দর ভাবে গুছিয়ে সংসার করেন আর পাশাপাশি করেন নারী জীবনের উপর সমাজ সংস্কৃতি সংস্কার ও কুসংস্কার নিয়ে লেখালেখি। জীবনের নানান সংগতি অসংগতি নিয়ে তিনি লিখে যাচ্ছেন। অত্যন্ত সাবলীল, জীবন ধর্মী লেখক হয়েও তিনিও এখানে স্বামীর বহুল পরিচিতির কারণে গুলতেকিন খানের মতো কিছুটা মার খেয়ে যাচ্ছেন। এই শহরে অনেকের মতো আমিও দিনা ফেরদৌসের নারী জীবনবোধের লেখার একজন ভক্ত। হুমায়ূন আহমেদের কারণে মেধাবী লেখিকা গুলতেকিনের লেখক সত্ত্বা এখনো তেমন পরিচিতি পায়নি। তাই আমি চাই দিনা আরও বেশী বেশী লিখুক এবং নিজস্ব পরিচয় নিয়ে এগিয়ে যাক।

মাহবুব লীলেন মূলত মঞ্চ নাটকের লোক।১৯৮৯ সালে সিলেট শহরে হাবিবুল ইসলাম হাবিবের পথ নাটক ব্যারিকেড চারিদিকে নিয়ে প্রথম মঞ্চে উঠেন। উনার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে তিনি মঞ্চ নাটকের সাথেআষ্টেপৃষ্ঠে লেপ্টে ছিলেন। প্রবাসী হয়ে সেখানে কিছুটা ভাটা পড়েছে। তবে নিয়মিত পড়াশুনা করতে ভুলেন না। তিনশোর উপরে বই তিনি পড়েছেন। সিলেটের চা বাগানের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে বেড়ে উঠা মাহবুব লীলেন এখনো তাদেরকেই ধারণ করেন। গল্প হলো সেসব দিনের কথা। শুনলাম তাঁকে, আত্মকথার ভিন্ন বলার ভঙ্গিতে।

মাহবুব লীলেন সম্পর্কে বলতে আমি নিজেকে নিয়ে আগে বলে নিতে হবে। আমার পড়াশুনা ভীষণ রকমের কম। এরমধ্যেই আমি প্রথম পেলাম বাঙাল ভাষায় একটা সম্পূর্ণ গবেষণা ধর্মী বই। মহাভারত নিয়ে আগে দু'একটা বই পড়েছি কিন্তু এমন ভাবে আর কোনো বই পড়িনি। এই কথ্য ভাষা কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। জি,মাহবুব লীলেন কথ্য ভাষায় লিখেছেন "অভাজনের মহাভারত"।

-" গীতারে মহাভারতের কুরুযুদ্ধ চ্যাপ্টারে ঢুকাইয়া কৃষ্ণ অর্জুনের ডায়ালগ আকারে উপস্থাপন করায় প্রাথমিকভাবে এইটা হত্যার দর্শন মনে হইলেও এর মূলমন্ত্র কিন্তু ভক্তিবাদ; এই জিনিসটা বেদে আছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ।"

লেখক একজন বাঙালি মুসলমান হয়ে দুর্দান্ত যুক্তি দিয়ে কল্পনাকে ভেঙে খান খান করেছেন।নৃতত্ব নিয়ে মাহবুব লীলেনের ব্যাপক লেখাপড়ার কথা অবশ্য সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী আগে থেকেই বলে আসছিলেন। পাঠে ও আড্ডায় এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

আড্ডায় আগত সকলেরই জানার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মাহবুব লীলেন ও তাঁর চলতি ভাষায় লেখালেখি বিষয়। উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর উত্তর আমেরিকা সম্পাদক সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরী, মনজুরুল হক, শেলী জামান খান, কবি লেখক এইচ বি রিতা, কবি স্বপ্ন কুমার, সাংবাদিক তোফাজ্জল লিটন, লেখক জহির খান, কবি ও লেখক মাসুম আহমদ ,কবি সুলতানা ফেরদৌসী, তোফায়েল আহমেদ, জাকির হোসেন, রওশন জাহান, জাকির হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট আখতারউল ইসলাম, আহমদ হোসেন প্রমুখ।

বারী সিদ্দিকীর দেহতত্ত্বের গান গেয়ে আড্ডার ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন শিল্পী তোফায়েল আহমেদ এবং মুখরোচক খাবার রান্না করে আমাদের অতি মাত্রায় লোভায়িত করেন কবি সুলতানা ফেরদৌসী । গানের সাথে খাবারের এমন চমৎকার কম্বিনেশন উপহার দেবার জন্য উনাদেরকে ধন্যবাদ। সব শেষে আমার বড় কন্যা সামি এসে আমাদের আড্ডায় যুক্ত হয়েছে। আমার আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছে।

# যথাযোগ্য মর্যাদায় নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি উত্তরের বিজয় দিবস উদযাপন

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশের ৫৩ তম বিজয় দিবস উদযাপন করেছে নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির (উত্তর)। এই উপলক্ষে গত ২০ ডিসেম্বর বুধবার ব্রঙ্কসের এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন। সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট । বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেট জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি এডভোকেট এ টি এম ফয়েজ ও সিনিয়র সহ সভাপতি এডভোকেট আতিকুর রহমান সাবু।

বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মহানগর উওর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এজি এম জাহাঙ্গীর হোসেন, ইমরান শাহ রন, মানিক আহমদ , ব্রঙ্কস (পূর্ব) বিএনপির আহবায়ক লিয়াকত আলী, ব্রঙ্কস (পশ্চিম) বিএনপির আহবায়ক আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, ব্রঙ্কস (পূর্ব) বিএনপির সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোহাম্মদ সোলেমান ,যুবদল নেতা উত্তম কুমার বনিক, বিএনপি নেতা মমতাজ উদ্দীন, মোঃ ফুল মিয়া মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, ডাঃ মোহাম্মদ মোতাহার, তোফাজ্জল হোসেন তোতা, আজিজুল হক মন্টু,হাজী ইসহাক শেখ,শেখ নানু মিয়া, হাজী আব্দুর রহমান, মোহাম্মদ রানা, মারুফ আহমদ, গোলাম হোসেন, আহাদ হেলাল, ফখরুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুল লতিফ সম্রাট বলেন, এই নিশি রাতের সরকার সারা দেশকে এখন মৃত্যু উপত্যক্ষায় পরিণত করেছে। দেশে আইনের শাসন নেই, মানবাধিকার নেই। এই অবস্থায় দেশনায়ক তারেক রহমান দেশ পুনঃগঠনের যে ডাক দিয়েছেন তাতে সকলকে ঝাপিয়ে পড়ে এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে জনগনের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে ।

বিশেষ অতিথি এডভোকেট এ টি এম ফয়েজ বলেন, এমন একটি বাংলাদেশকে দেখার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেননি। এই সরকার মানুষের স্বপ্ন সাধ ধ্বংস করে দিয়েছে এই অবস্থায় সময় এসেছে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের।

সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন তার সমাপনি বক্তব্যে বলেন কাগজ কলমে ১৬ ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালিত হলেও দেশের মানুষ সত্যিকার অর্থে আজও বিজয় অর্জন করতে পারেনি । যে বিজয় মানুষকে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছিলো সেই স্বপ্ন এই নিশীরাতের ভোট চোর সরকার গুম করেছে।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি আব্দুল লতিফ সম্রাট ও বিশেষ অতিথি এডভোকেট এ টি এম ফয়েজ ও আতিকুর রহমানকে সম্মাননা ক্রেষ্ট উপহার প্রদান করা হয়।অনুষ্ঠানে কোরআন তেলওয়াত করেন শাহব সিদ্দিকি।

# আর্মি মোতায়েনে রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য নেই: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

**ঢাকা অফিস**

আসাদুজ্জামান খাঁন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন বলেন, 'একটি দল নির্বাচন বানচালের ঘোষণা দিয়েছে। সে কারণে হয়তো ইসি মনে করেছে স্বশস্ত্র বাহিনী ভোটের নিরাপত্তায় থাকবে। প্রশাসন, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী সমন্বয় করে আইনমত ইসির নির্দেশ মেনে ভোটে দায়িত্ব পালন করবে। ভোটে আর্মি থাকবে। এটার সাথে রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য নেই।'

মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে ১০ হাজার তিনশ ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র চিহ্নিত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পাঠানো তালিকার বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ভোটে ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রের তালিকা নির্বাচন কমিশন আর নিরাপত্তাবাহিনী মিলেই করে। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। ইসি চেয়েছে সেটা সংশ্লিষ্টরা তৈরি করে দেবেন।'

ভোটে সহিংসতার বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ভোটের প্রচারণায় বিচ্ছিন্ন দুয়েকটি ঘটনা যা ঘটছে। নিরাপত্তাবাহিনী তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছে। নির্বাচনের প্রচারণার পরিবেশ ভাল আছে।'

আসাদুজ্জামান খাঁন বলেন, নির্বাচনের পরিবেশ এখন পর্যন্ত ভালো আছে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা আগামীকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ইসিতে যাবে। সংখ্যা এখনও ঠিক হয়নি, তবে সংখ্যা অনেক।' এর আগে সকালে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে ১০ হাজার তিনশ ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র চিহ্নিত করে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) তালিকা পাঠায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

# আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির বন্ধনে নিউইর্য়কে পালিত হলো শুষ্ক ক্রিসমাস

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

প্রিয় নবী হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের পবিত্র জন্মদিন-মীলাদে ঈসা বা বড়দিন, যাকে বিশ্ববাপী ক্রিসমাস বলা হয়ে থাকে, নিউইয়র্ক এবার তা পালিত হলো তুষার পাত ছাড়াই। প্রবাদ আছে যে স্নো এন্ড ক্রিসমাস কাম টুগেদার ইন নিউইর্য়ক। সাদা সাদা থোকা থোকা তুষারে আবৃত হবার কারনে যাকে হোয়াইট ক্রিসমাসও বলা হতো। মূলধারার সংবাদে এসেছে, 'সান্তা সেইজ নো হোয়াইট ক্রিসমাস'। অর্থাৎ খ্রিস্টান ধর্মমতে ক্রিসমাস উদযাপনে সান্তার যে প্রভাব রয়েছে, সেই সান্তাই নাকি নিউইর্য়কে এবার হোয়াইট ক্রিসমাস চান নাই, তাই তুষার পাত হয়নি। খৃষ্টান বিশ্বাস মতে মধ্যপ্রাচ্যের জেরুজালেম শহরের ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত পবিত্র শহর বেথেলহেমে, আজ যেখানে চার্চ অব নেটিভিটি বিদ্যমান, সেখানেই শেষ নবী হজরত মোহাম্মদের (সা) জন্মের অন্তত ৫৩৩ বছর পূর্বে নবী ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। নবী মোহাম্মদের (সা) জন্ম যেভাবে হিজরী চন্দ্রমাস রবীউল আউয়ালের ১২ তারিখ বলে প্রসিদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে থাকে, তদ্রূপ ভাবে ২৫শে ডিসেম্বরই নবী ঈসার জন্মদিন ছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে ও ব্যাপক ধুম আয়োজনে তা পালিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত ও দু:খজনক ভাবে যদিও নবীদের জন্মদিন পালনে অনীহা প্রকাশকারী কিছু চরমপন্থী ১২ই রবীউল আউয়াল কি সত্যি সত্যিই নবী মোহাম্মদের (সা) জন্মদিন ছিল বলে বিভেদ ও ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করতে চান, তদ্রূপ ভাবে তথা কথিত এসব অতি উৎসাহীরা ২৫শে ডিসেম্বর কি সত্যিই ঈসা আঃ এ দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন বলে সোসাল মিডিয়া ও বয়ান-বক্তৃতায় প্রশ্ন উত্থাপন করে বিবেদ সৃষ্টি করার পঁয়তারা করে থাকেন।

আন্তধর্মীয় বিজ্ঞজনরা মনে করেন, ধর্মে ধর্মে এরাই ধর্মীয় লেবাসধারীরা বিভেদ সৃষ্টিকারীর দল। যাদের থেকে কেবলই সাবধান থাকা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। ক্রিসমাস পালনকারী খৃষ্টান ও মীলাদুন্নবী উদযাপনকারী মুসলমান এদেরকে বয়কট করে চলা মানেই হলো শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত থাকা। কেননা, নবী মোহাম্মদের জন্মের দিন শয়তান দু:খ করে যেভাবে কেঁদেছিল, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের সময়ও ইবলীস তাঁর মা হজরত মারইয়ামের (আ) প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। ধর্মে বিভ্রান্তি ও লেবাসধারী ভদ্রবেশী বিবেদ সৃষ্টিকারীদের সকল ষড়যন্ত্রকে পিছনে ফেলে পবিত্র মাহে রবীউল আউয়াল আগমনের সাথে সাথে মাসটির ১২ই তারিখ সহ মাসব্যাপী নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী ও যুগোপযোগী ও উন্নত মানানুযায়ী বিবেকবান ও সত্যিকারের শান্তিপ্রিয় নবীর উম্মত দাবীদার মুসলমানরা যেভাবে মীলাদের আয়োজন করে থাকেন, হজরত ঈসার (আ) অনুসারী খৃস্টান জাতি ডিসেম্বরের ১লা তারিখ থেকেই নিজ নিজ বাড়িঘর ও গীর্জাগুলোতে মনোরম ও দৃষ্টি নন্দন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে থাকেন। কেননা এ মাসেই একদিন আসবে সেই আনন্দের 'বড়দিন' ২৫শে ডিসেম্বর। যেভাবে মুসলমানদের কাছে আসে 'মহাদিন' ১২ই রবীউল আউয়াল। বড়দিন ও মহাদিনের আনন্দ উদযাপনের ধুম ছাড়া যেনো ধর্মদুটোর আধ্যাত্মিকতা সচলই থাকনা...।

নিউইয়র্কে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শহরের উডসাইড-কুইন্সে অনুষ্ঠিত এখানের বাংলাদেশী-আমেরিকান খৃষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত ইউনাইটেড বেংগলী লুথারান চার্চ অব আমেরিকায় গত ২৫ ডিসেম্বর সোমবার ব্যাপক আডম্বরে বড়দিনের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

| সরকারি জব | বেসরকারি জব | এপ্লিকেশন প্রসেসিং |
| --- | --- | --- |
| ১.পোস্টাল জব | ১.কাস্টমার সার্ভিস | ১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন |
| ২. সিটি জব | ২.অফিস অ্যাডমিন | ২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ |
| ৩.সিভিল সার্ভিস জব | ৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব | ৩.পাসপোর্ট কারেকশন |
| ৪.ইউ, এস, এ জব | ৪. ডেলিভারি জব | ৪. ফুড স্ট্যাম্প |
| ৫.এম, টি, এ জব | ৫. রেস্টুরেন্ট জব | ৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল |
| ৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার | ৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব | ৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার |

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ------------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা )
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ------------------------মঙ্গলবার ------------(দু :১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------------ -------শনিবার------------(বি:৩ টা --বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)----------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স ) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd Fl), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES
আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন বুলভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

2024
HAPPY
New
YeAR
Mohammad Istiaque Hossain, CEO
Essential Home Care
ESSENTIAL HOME CARE
এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
Head Office
170-10 Hillside Ave , Jamaica NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com
Bronx Office
2166/B Sstarling Avenue, Bronx, NY 10462
929-386-6805
jacshaheen1@yahoo.com
Jackson Height Office:
3718 73nd St. 2nd Fl. Suite 202
Jackson Heights-11372
971-300-6463

# আটাবের নতুন কমিটির শপথ

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্টস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইন্‌ক (আটাব) এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০ ডিসেম্বর বুধবার। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভা শেষে এটাব'র ২০২৪-২৫ সালের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন কর্নফুলী ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মো: সেলিম হারুন এবং সিলেকশনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মাসুদ মোরশেদ। এই সাধারণ সভায় অংশ নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং মতামত ব্যক্ত করেছেন সংগঠনের ৩৩ জন সদস্য।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন মেঘনা ট্রাভেলস'র স্বত্ত্বাধিকারী মো: এম রহমান, নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন ইউনির্ভাসেল ট্রাভেলস'র স্বত্ত্বাধিকারী কে এম রেজওয়ান এবং বাংলাদেশ ট্রাভেলস'র স্বত্ত্বাধিকারী জাফর ফেরদৌস।

সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও রহমানিয়া ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ কে. রহমান (মাহমুদ)। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন নাবিলা এয়ার ট্রাভেল্‌স-এর সত্ত্বাধিকারী আবুল কালাম আজাদ। মঞ্চে সভাপতি মো: কে.রহমান (মাহমুদ) এর সাথে আসীন ছিলেন সংগঠনের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স এর সত্ত্বাধিকারী মো: সেলিম হারুন।

১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তারা হলেন: প্রেসিডেন্ট: কর্নফুলী ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মো: সেলিম হারুন,ভাইস প্রেসিডেন্ট: রহমানিয়া ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ কে. রহমান (মাহমুদ),স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী মাসুদ মোরশেদ,কোষাধ্যক্ষ ওয়ার্ল্ড ট্যুর এন্ড ট্রাভেল্‌স-এর সত্ত্বাধিকারী সামসুদ্দিন বশির, জয়েন্ট সেক্রেটারি নাবিলা এয়ার ট্রাভেল্‌স-এর সত্ত্বাধিকারী মো: এ কালাম আজাদ, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এ্যাংকর ট্রাভেলসের সত্ত্বাধিকারী এএসএম উদ্দিন, এডুকেশন এন্ড সোসাল কালচারাল সেক্রেটারি এসএস ট্রাভেল্‌স-এর সত্ত্বাধিকারী শ্যামল তালুকদার। কার্যকরী পরিষদ সদস্যরা হলেন, ডিজিটাল ট্রাভেল্‌স এস্টোরিয়া'র সত্ত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম।

# ইউএসবিসিসিআই এবং অ্যাকম্পানি ক্যাপিটালের মধ্যে সমঝোতা স্মারক

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) এবং অ্যাকম্পানি ক্যাপিটালের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক ১৪ ডিসেম্বর স্বাক্ষর করা হয়। এই সহযোগিতাটি ইউএসবিসিসিআই-এর সদস্য এবং নিউইয়র্ক সিটিতে বৃহত্তর বাংলাদেশী আমেরিকান সম্প্রদায় উভয়ের জন্য নতুন সুযোগ এবং উন্নত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরী করবে। ইউএসবিসিসিআই –এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোঃ লিটন আহমেদ এবং অ্যাকম্পানি ক্যাপিটাল-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিজ. ইয়াঙ্কি শেরিং স্বাক্ষরিত এই সমঝোতা স্মারকটি ভবিষ্যতের জন্য একটি সহযোগিতার কাঠামো ও রূপরেখা সম্বলিত একটি চুক্তি। মিজ. শেরিং গুরুং, ব্যবসা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের সিনিয়র ম্যানেজার; জেসন কোহল, এসবিএ কমিউনিটি অ্যাডভান্টেজ প্রোগ্রামের পরিচালক; ইউএসবিসিসিআই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট বখত রুম্মান বির্তিজ; শেখ ফরহাদ, পরিচালক; আহাদ আলী, পরিচালক এবং ইউএসবিসিসিআই-এর চেয়ারপারসন উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির রুমা আহমেদ প্রমূখ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

**ইউএসবিসিসিআই সদস্যদের সুবিধাসমূহ**

১. অ্যাকম্পানি ক্যাপিটালের পরিষেবা: ইউএসবিসিসিআই সক্রিয়ভাবে অ্যাকম্পানি ক্যাপিটালের পরিষেবাগুলিকে প্রচার করবে, সদস্যদের জন্য তাদের উদ্ভাবনী আর্থিক সেবাসমূহ গ্রহণে উৎসাহিত করবে। ২. ডিজিটাল ক্ষমতা বৃদ্ধি: ইউএসবিসিসিআই একম্পানি ক্যাপিটালর প্রয়োজন ও চাহিধামত ডিজিটাল মার্কেটিং সেবা প্রদান ও তাদের দক্ষতা উন্নয়ন সেবা প্রদান করবে।৩. সুদৃঢ় অংশীদারিত্ব: সুদৃঢ় অংশীদারিত্বের লক্ষ্য বাংলাদেশী আমেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, আরও আন্তঃসংযুক্ত এবং সহায়ক ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি: অ্যাকম্পানি ক্যাপিটাল তার ক্লায়েন্টদেরকে ইউএসবিসিসিআই-এ যোগ দিতে উৎসাহিত করবে, যার ফলে চেম্বারের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পাবে। ৪. ইভেন্ট সহযোগিতা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব: ইউএসবিসিসিআই-এর বিভিন্ন ইভেন্টে একম্পানি ক্যাপিটালের অংশগ্রহণ অনন্য নেটওয়ার্কিং এবং সহযোগিতার প্রদান করবে। ৫. যৌথ কর্মসূচির উদ্যোগ: উভয় সংস্থাই যৌথ কর্মসূচিতে সহযোগিতা করবে, তাদের আর্থিক ও সাংঘঠনিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

**ভবিষৎ সহযোগিতার দ্বার উম্মুচন:** এই চুক্তিটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের দিকে একটি পদক্ষেপ, যা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের ক্ষমতায়ন এবং ব্যবসায়িক উৎকর্ষের জন্য একটি অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে। উভয় সংস্থাই এই অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে উৎসাহী এবং একটি ফলপ্রসূ এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্কের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করবে।

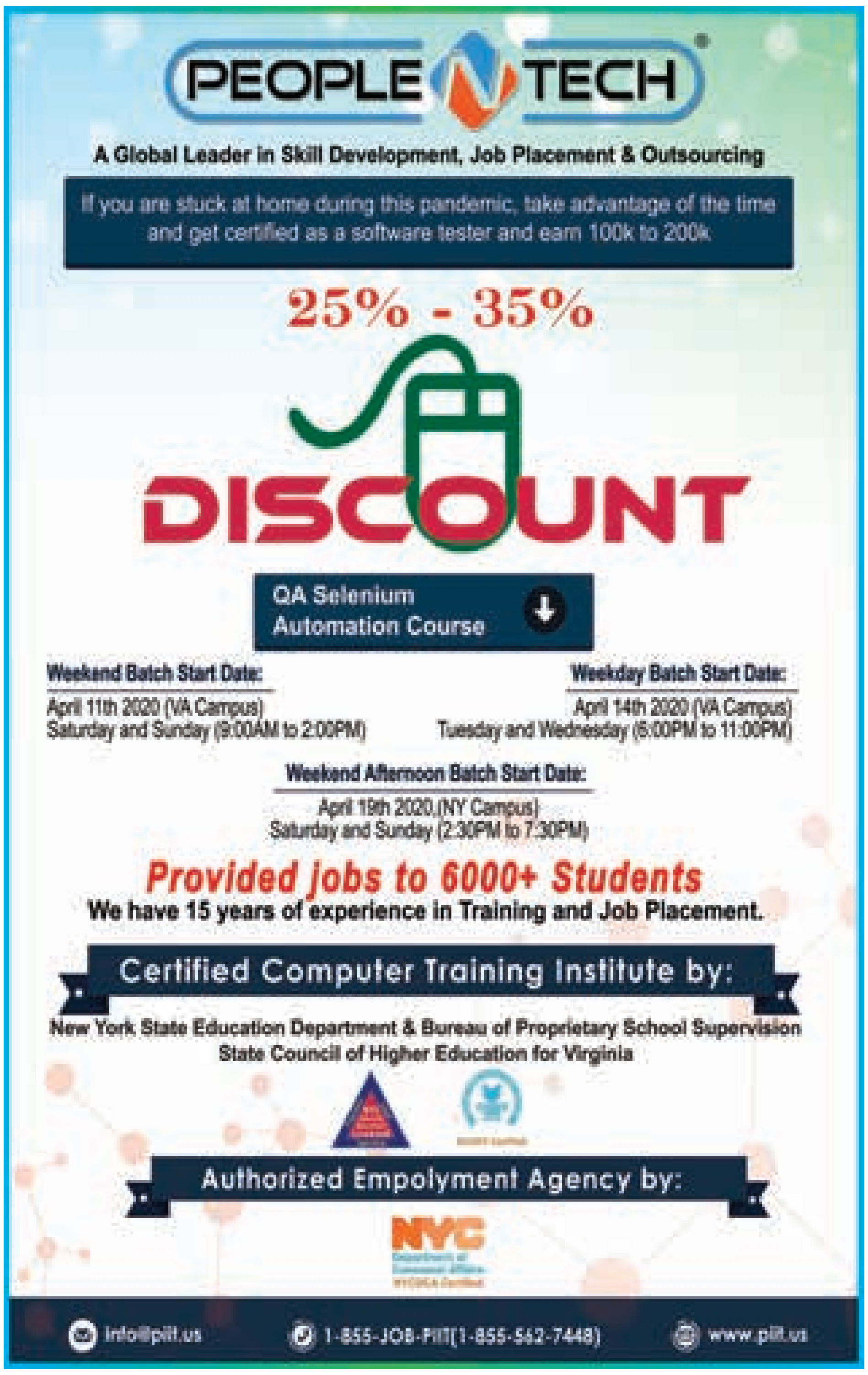
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

# রুজভেল্ট এভিনিউর বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে ডেমোক্রেটিক লীডার এটর্নী মঙ্গন

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্কের কুইন্সের রুজভেল্ট এভিনিউর বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঙ্গন চৌধুরী, তাঁর সাথে ছিলেন কুইন্স এর এসেম্বলী মেম্বার স্টিভেন রাগা, কুইন্স চেম্বার অফ কমার্স এর প্রেসিডেন্ট টম গ্রিজ, জজ এবং চিজ অফ স্টাফ সহ আরো অনেকেই।

এই সময় তারা ৭৮ স্ট্রিট থেকে ৬৭ স্ট্রিট পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এর মধ্য উল্লেখযোগ্য ছিলো রেষ্টরেন্ট, গ্রোসারী, বার বার শপ, ক্লথিং স্টোর । এ পরিদর্শন কালে তাঁরা ব্যবসায়ীদের সমস্যা গুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেন। ব্যবসায়ীরা নানা সমস্যা তুলে ধরেন যেমন-গার্বেজ সমস্যা, ফুটপাত সমস্যা, অনেক ধরনের ক্রাইম ইত্যাদি।

এসময় ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা জানতে চান এবং সেই অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। এ সময় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঙ্গন চৌধুরী বলেন, ব্যবসায়িক সমিতি যারা আছেন,তারা প্রোএক্টিভ থাকবে।আপনাদের সমস্যা গুলো জনপ্রতিনিধির কাছে তথা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে যাতে করে তারা সমাধান করতে পারে। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, আশা করি আপনারা তার সুফল পাবেন।

# কারাগারে বসে নাভালনি লিখলেন—‘দুশ্চিন্তা করো না, ভালো আছি’

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

কারাবন্দী রাশিয়ার বিরোধী নেতা আলেক্সাই নাভালনি বলেছেন, তিনি এখন ভালো আছেন। তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করতে সমর্থকদের অনুরোধ করেছেন তিনি। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে তিনি এসব কথা লিখেছেন।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ার জানিয়েছেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কট্টর সমালোচক হিসেবে পরিচিত অ্যালেক্সাই নাভালনি চলতি মাসের প্রথম দিকে কারাগার থেকে নিখোঁজ হন। প্রায় কুড়ি দিন পর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়। নাভালনির মুখপাত্র কিরা ইয়ারমিস গত সোমবার বলেন, তাঁর খোঁজ পাওয়া গেছে। তিনি রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের ইয়ামালো–নেনেটস জেলার খার্প এলাকার আইকে–৩ বন্দিশিবিরে রয়েছেন। সেখানে আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগও পেয়েছেন নাভালনি।

# জ্যাকসন হাইটসে খলিল বিরিয়ানির ৩য় শাখা, উদ্বোধন ২১ ফেব্রুয়ারী

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

খলিলুর রহমান

খলিল বিরিয়ানী হাউজের ৩য় শাখার উদ্বোধন হতে যাচ্ছে নিউইয়র্কের বাঙালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের ৭৪-১০ ব্রডওয়ে এলাকায়। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী এই শাখার উদ্বোধন হবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী শেফ মো. খলিলুর রহমান।

শেফ খলিলুর রহমান সকলকে তাঁর তৃতীয় শাখার গ্র্যান্ড ওপেনিংয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, দীর্ঘ্যদিন থেকে অনেকেই দাবী জানিয়ে আসছিলেন জ্যাকসন হাইটসে একটি শাখা খোলার। সেই চাহিদার প্রেক্ষিতেই আমরা জ্যাকসন হাইটসে শাখা চালু করতে যাচ্ছি। ২১ ফেব্রুয়ারীকে সামনে রেখে নতুন শাখার ডেকোরেশনসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ দ্রততার সাথে এগিয়ে চলছে। তিনি আরো বলেন, জ্যাকসন হাইটস শাখায় খাবারে বৈচিত্র থাকবে। পর্যায়ক্রমে সিটির অন্যান্য বরোতেও খলিল বিরিয়ানী হাউজের শাখা খোলা হবে।

উল্লেখ্য, বিগত ২০১৭ সালের ২১ জুলাই ব্রঙ্কসের স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় ১৪৪৫ ওলমাস্টেড এভিনিউতে যাত্রা শুরু করে শেফ মোঃ খলিলুর রহমানের মালিকানাধীন রেষ্টুরেন্ট খলিল বিরিয়ানী হাউজ। বাংলাদেশী ঐতিহ্যবাহী খাবারসহ ইন্ডিয়ান, আমেরিকান, চায়নিজ খাবারের সমন্বয়ে যাত্রা শুরু করা খলিল বিরিয়ানী হাউজ গত বছরের ১৯ অক্টোবর জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর ১৬৭ স্ট্রীটে চালু করে ২য় শাখা।

খলিল বিরিয়ানীর খাবার সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে খলিলুর রহমান সাথে যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছেন। ফোন: ৯২৯-৬২৪-৮৩৯৮। ওয়েব সাইট : http://www.khalilsfood.com

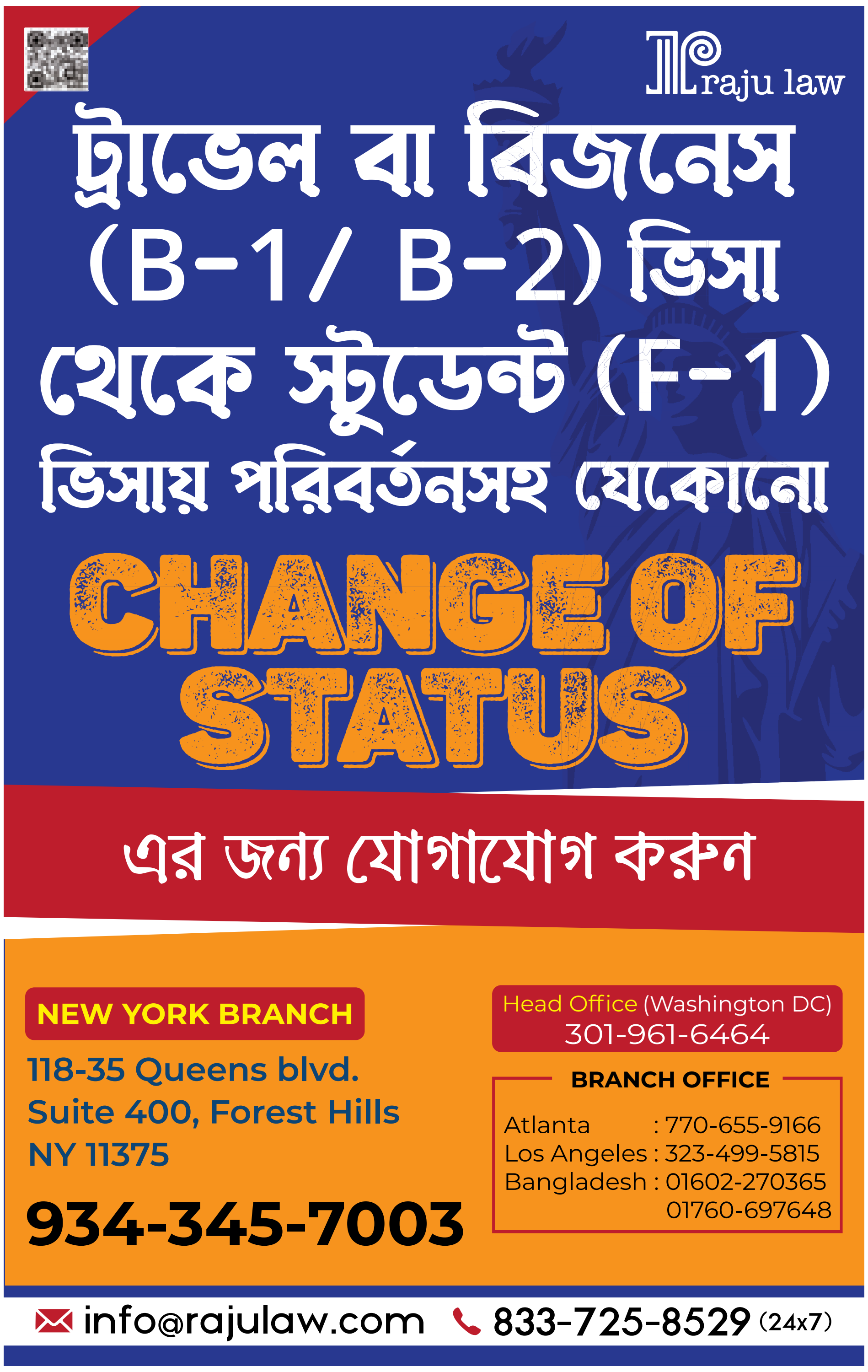

WE ACCEPT EBT
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462
TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 29, 2023 - January 04, 2024) | Promo Code : PSP12
WE ACCEPT EBT CARDS
WE ACCEPT OTC CARDS
FREE
PURCHASE OF $75 AND UP
1 BAG ONION FREE
SALE $3.49/LB BEEF WITH BONE SINA MIX
SALE $6.49/LB REGULAR WHOLE GOAT
SALE $2.69/LB REGULAR WHOLE CHICKEN
SIZE 1000-1200 SALE $17.99/EA HILSHA
4 KG SALE $3.29/LB MRIGEL
100-200 SALE $4.99/LB RUPCHANDA
SALE $4.99/EA 400 GM HAOR CHIRING BLOCK
SALE 3/$5.00 200 GM KESKI TRAY SHAHJALAL
SALE $6.99/EA 2 LB BAG HAOR PANGASH STEAK
SALE $8.99/EA 31/40 2LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA RAW SHRIMP
SALE $4.99/EA 500 GM CK FARMS BAILA BLOCK
SALE $6.99/EA 400 GM SHAHJALAL CHELAPATA
SALE $4.99/EA 500 GM SHAHJALAL KOI BLOCK
SALE $5.99/EA 500 GM PER PACK TAPOSHI LOOSE
SALE 2/$6.99 2 KG TEER ATTA / MAIDA
SALE $19.99/EA 20 LB SHAHJALAL KATARIVOG
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $10.99/EA 3 LTR ZVIJEZDA SUNFLOWER OIL
SALE $13.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE 2/$5.99 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 29, 2023 - January 04, 2024) | Promo Code : PSP52
SALE $6.99/LB REGULAR WHOLE GOAT
SALE 99¢/LB NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG
SALE $2.79/LB REGULAR WHOLE CHICKEN
SALE $14.99/EA SIZE 8/10 HILSHA
SALE $4.99/EA 100/200 (3 IN 1) HILSHA
SALE $15.99/EA SIZE 3 KG ROHU
SALE $2.49/LB 7-10 KG KATLA
SALE $5.99/LB 100/200 WHITE POMFRET
SALE $3.99/LB 2-3 KG CHITOL
SALE 2/$5.00 250 GM CK/HAOR GURA ESA
SALE 2/$5.00 250 GM CK/HAOR ROHU EGG TRAY
SALE $7.99/EA 2 LB BAG HAOR PANGASH STEAK
SALE $4.99/EA 500 GM CK/HAOR BAILA BLOCK
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE
SALE 3/$2.00 EACH .99¢ MAGGI THAI & VEGETABLE SOUP
SALE 2/$6.00 1 LITR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $14.99/EA 5 LTR KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
SALE 2/$3.00 300 GM SHAHI KACHUR LATI
SALE $5.99/EA 25 PCS FAMILY PACK SHAHI GHEE PARATHA
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER
SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW
SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY
ADI'S BRONX
9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023
SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKKUR ALI
9TH WEEK WINNERS PICTURES
12TH WEEK LUCKY WINNERS 02 DECEMBER, 2023
RABBANI | UTTAM SAHA | POLLY
12TH WEEK WINNERS PICTURES
10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023
ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN
10TH WEEK WINNERS PICTURES
আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT
EBT OTC Network CARDS
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462
TEL: 718-684-2135

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW
Premium Supermarket
11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023
BELLEROSE
THARU
TAZ
TEL: 347-657-8911
BRONX
TANEEZA RAZO
BIBI MOURIFF, MD S ALI
TEL: 347-658-0134
JACKSON HEIGHTS
ALAMGIR
SHARIF KHAN
TEL: 347-658-4362
JAMAICA
JAMAL ISLAM
MOHAMMED KHAN, MD HASSAN
TEL: 347-626-8798
OZONE PARK
PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL
EMRAN HUSSAIN
TEL: 347-658-0972
10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE
BELLEROSE
BRONX
JACKSON HEIGHTS
JAMAICA
OZONE PARK
THARU, TAZ
RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM
MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN
ANTHONY JOHNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM
ISHTIAQUE ALI, MUHAMMAD A. NUSRAT TANZIA
SHOP TODAY... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

raju law

www.rajulaw.com

অ্যাসাইলাম ফাইলের পর ইন্টারভিউয়ের তারিখ পাচ্ছেন না?

Plaintiff for an asylum interview on 3/13/2024.

2. The Arlington Asylum Office agrees to diligently work towards completing adjudication within 120 days of the interview date, absent unforeseen or exceptional circumstances that would require additional time for adjudication. Regardless, if adjudication is not complete within 120 days, the Arlington Asylum Office will provide a status report to the court.

3. Plaintiff agrees to submit all supplemental documents and evidence to USCIS 7 to 10 days prior to the agreed upon scheduled interview. Plaintiff recognizes that failure to submit these documents 7 to 10 days prior to the interview may result in the interview being rescheduled at no fault of USCIS;

4. "If needed by Plaintiff or their dependent(s), Plaintiff shall bring their own interpreter to their asylum interview. See https:// www.uscis.gov/newsroom/alerts/ affirmative-asylum-applicants-must-

WRIT OF MANDAMUS

ফাইল করে আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট দ্রুত ইন্টারভিউয়ের তারিখ পেয়েছেন। এমনকি ইন্টারভিউয়ের ১২০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিতে বলেছেন ASSISTANT U.S. ATTORNEYS (AUSA).

HEAD OFFICE (WASHINGTON DC)
301-961-6464

চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন-

NEW YORK OFFICE
118-35 Queens blvd
Suite 400, Forest Hills
NY 11375

BRANCH OFFICE
ATLANTA : 770-655-9166
LOS ANGELES : 323-499-5815
BANGLADESH : 01602-270365
01760-697648

934-345-7003

info@rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

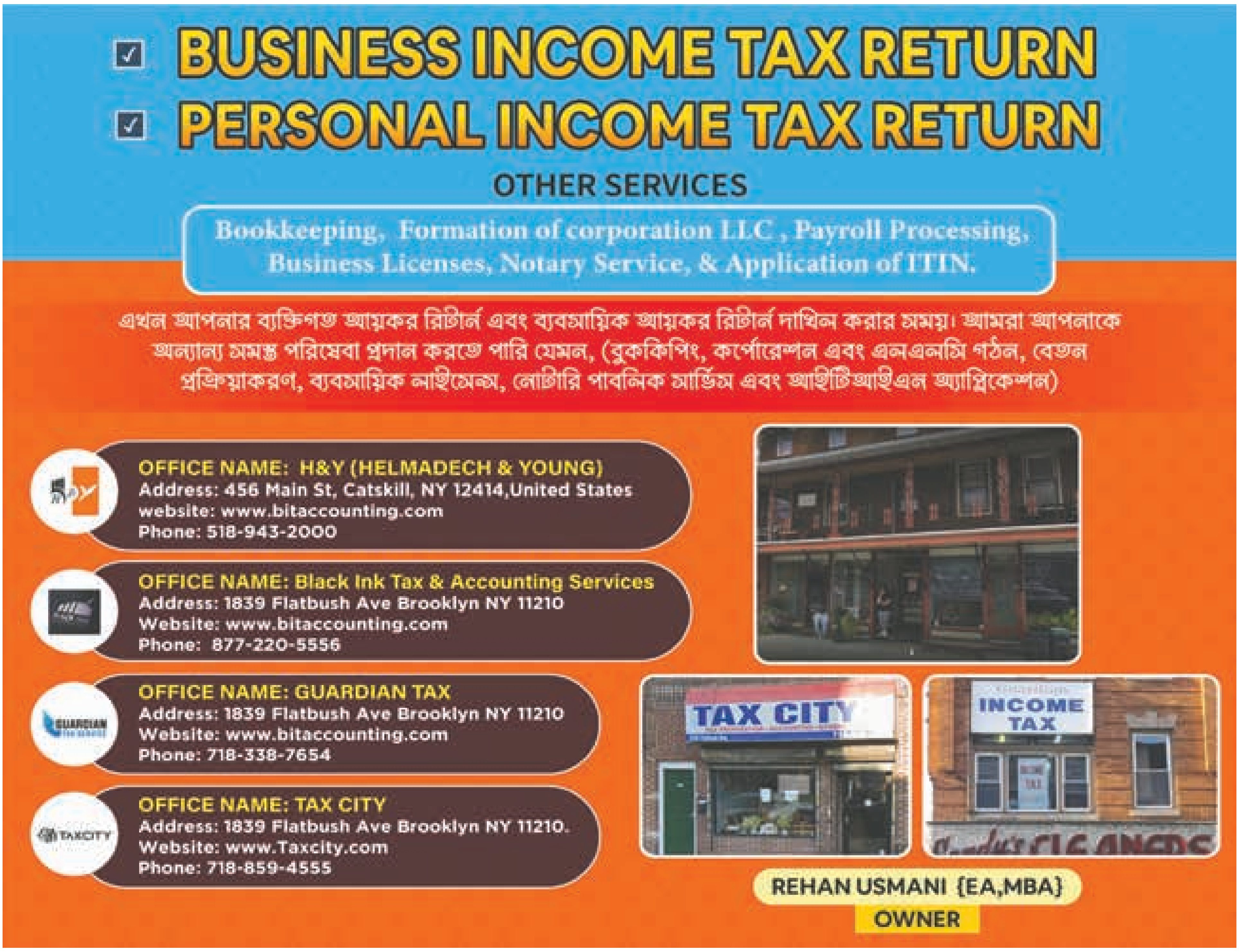
BUSINESS INCOME TAX RETURN
PERSONAL INCOME TAX RETURN
OTHER SERVICES
Bookkeeping, Formation of corporation LLC, Payroll Processing, Business Licenses, Notary Service, & Application of ITIN.
এখন আপনার ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন এবং ব্যবসায়িক আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময়। আমরা আপনাকে অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা প্রদান করতে পারি যেমন, (বুককিপিং, কর্পোরেশন এবং এলএলসি গঠন, বেতন প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, নোটারি পাবলিক সার্ভিস এবং আইটিআইএন অ্যাপ্লিকেশন)
OFFICE NAME: H&Y (HELMADECH & YOUNG)
Address: 456 Main St, Catskill, NY 12414,United States
website: www.bitaccounting.com
Phone: 518-943-2000
OFFICE NAME: Black Ink Tax & Accounting Services
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 877-220-5556
OFFICE NAME: GUARDIAN TAX
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210
Website: www.bitaccounting.com
Phone: 718-338-7654
OFFICE NAME: TAX CITY
Address: 1839 Flatbush Ave Brooklyn NY 11210.
Website: www.Taxcity.com
Phone: 718-859-4555
TAX CITY
INCOME TAX
REHAN USMANI {EA,MBA}
OWNER

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
JAMUNA BANK
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

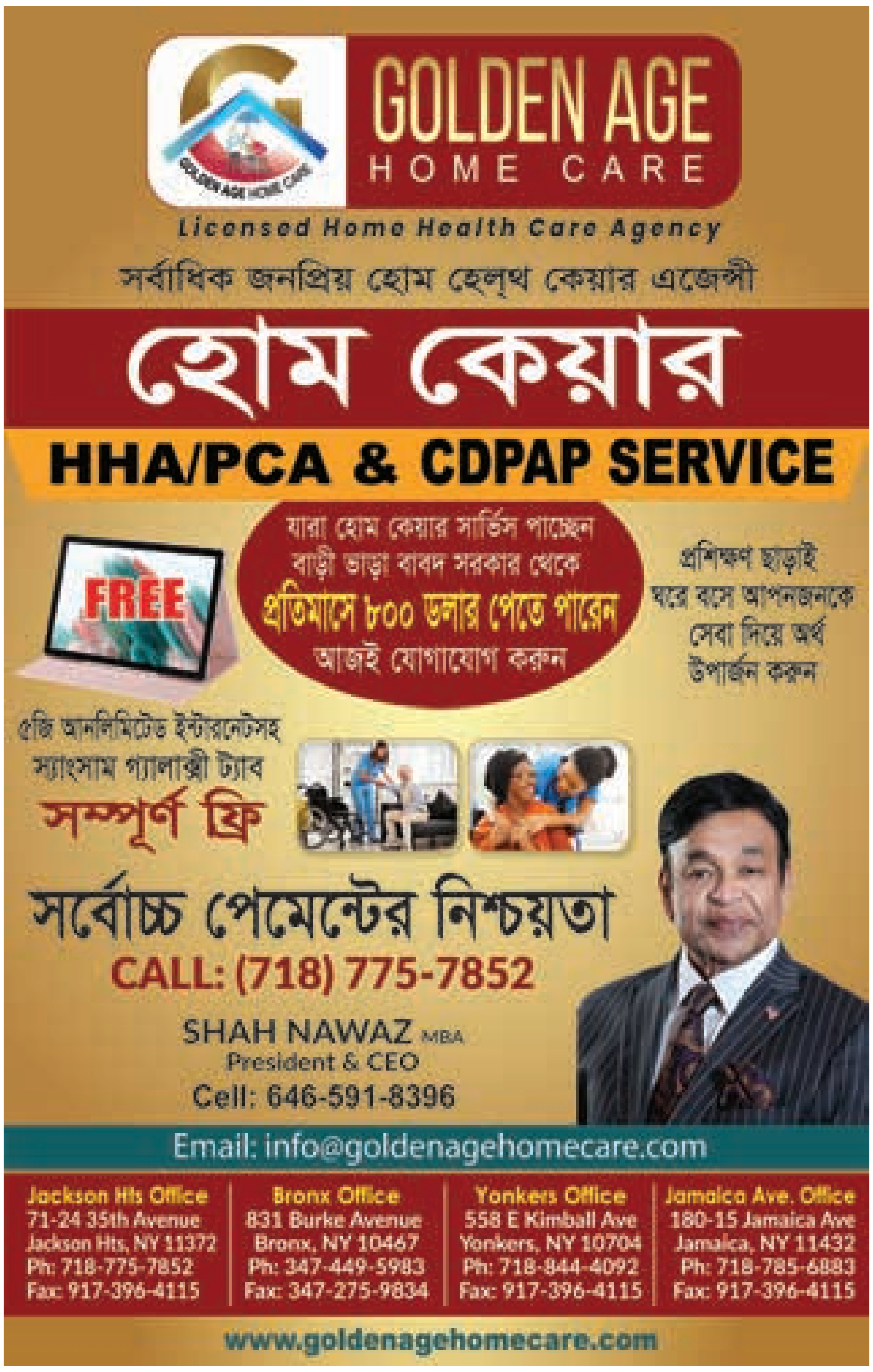
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

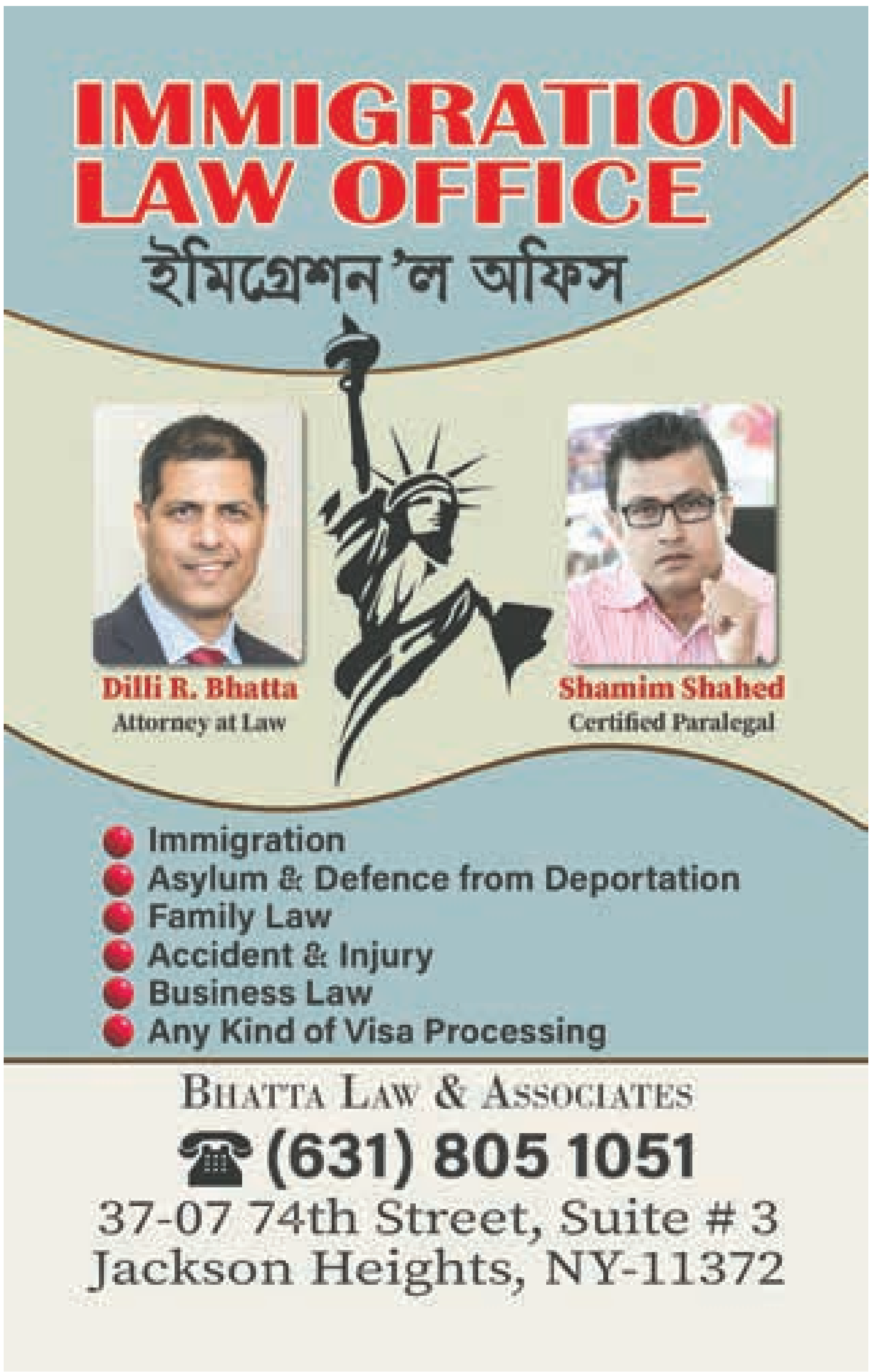
IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন 'ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও
মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

# এনওয়াইপিডি'র সার্জেন্ট আব্দুর রহিমের সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

এনওয়াইপিডির সার্জেন্ট হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় আবদুর রহিমকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। ২০ ডিসেম্বর বুধবার রাতে ওজনপার্কের মোমো'স পার্টি হলে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক নাইম টুটুল ও রাসুল আমিন।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক নাইম টুটুলের সভাপতিত্বে এবং হারুন অর রশিদ সিআইপির পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত সার্জেন্ট আবদুর রহিম ছাড়াও অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল খান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি'র সাবেক সভাপতি হাজী সালামত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ জসিম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী, মোশাররফ হোসেন সবুজ, সালেহ আহমেদ মানিক, জাহাঙ্গীর হোসেন, অধ্যাপক আজাদ, রহমত উল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন। এসময় এনওয়াইপিডি সার্জেন্ট আবদুর রহিমকে আয়োজকরা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান হয়।

সংবর্ধনা দেওয়ায় নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের সার্জেন্ট আবদুর রহিম আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সব সময় কমিউনিটির পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশী বংশদ্ভূত আবদুর রহিম বলেন, শেকড় ভুলে যাইনি। তাই পেশাগত জীবনের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও কমিউনিটির সেবা করতে চাই। কমিউনিটির ভাগ্য উন্নয়নের অংশীদার হতে চাই।

অন্যতম আয়োজক নাইম টুটুল বলেন, সার্জেন্ট আবদুর রহিমকে নিয়ে বাংলাদেশী প্রবাসীরা গর্বিত। এনওয়াইপিডিতে আবদুর রহিমের সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি হওয়া নতুন প্রজন্মকে উৎসাহ জোগাবে।

আবদুর রহিমের মত নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশকে আরো অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। বক্তারা বলেন, নিউইয়র্ক পুলিশে এখন বাংলাদেশিদের জয়-জয়কার। কমান্ডিং অফিসারসহ নিউইয়র্ক পুলিশের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশি আমেরিকানরা। আয়োজক নাইম টুটুল ও রাসুল আমিন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান।

# পাশে থাকায় বাইডেনের প্রশংসায় নেতানিয়াহু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নেতানিয়াহু

ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়েছে। যাদের বেশির ভাগই শিশু ও নারী। এরপরও এই যুদ্ধের ইস্যুতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বরাবরই ইসরায়েলের পাশে ছিল যুক্তরাষ্ট্র। এই ইস্যুতে পাশে পেয়ে গত শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশংসা করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বাইডেনের সঙ্গে ফোনালাপে এসব প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেন তিনি।

সৌদি সংবাদমাধ্যম আরব নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ফোনালাপের পর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, সব উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েল এই যুদ্ধ চালিয়ে নেবে।

বিবৃতিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, তিনি প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং ফ্রান্স, ব্রিটেন ও বিশ্বের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বাইডেনকে বাইডেনকে তাঁর 'নিঃশর্ত সমর্থনের' জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে নেতানিয়াহু দাবি করেন, তিনি ইসরায়েল যা করছে তা করার জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন পেয়েছেন।

এদিকে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত মহাসাগরে রাসায়নিক একটি ট্যাংকারে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। গত শনিবার মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর এই দাবি করেছে। ওই ঘটনায় বিস্ফোরণের পর অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও কেউ হতাহত হয়নি। রয়টার্সকে পেন্টাগনের এক মুখপাত্র বলেন, লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী, জাপানের মালিকানাধীন এবং নেদারল্যান্ডসের পরিচালিত রাসায়নিক ট্যাংকারটি গত শনিবার সকাল ১০টার দিকে হামলার শিকার হয়। ঘটনাস্থলটি ভারতের উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল দূরে।

পেন্টাগন এক বিবৃতিতে বলেছে, ২০২১ সাল থেকে বাণিজ্যিক জাহাজে এটি ইরানের সপ্তম হামলার ঘটনা।

# মা ফাউন্ডেশনের শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে মা ফাউন্ডেশন ইউএসএ এর উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতির বিকালে ডাইভারসিটি প্লাজায় এ কম্বল বিতরণ করা হয়। মানুষরা লাইনে দাঁড়িয়ে উদ্যোক্তাদের হাত থেকে কম্বল নিয়ে যান। একশ শীতার্ত নারী পুরুষের হাতে কম্বল তুলে দেন ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ডা. শাহাজাদী পারভীন ও চেয়ারম্যান ডা. জি.সি. প্যাট। এ সময় ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, স্থানীয় সমাজ কর্মী, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ডা. শাহাজাদী পারভীন জানান, ফাউন্ডেশনটি একটি নন প্রফিট অর্গানাইজেশন। শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মহৎ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

# মৃত্যুর পর এলদৌসের খ্যাতি ইউটিউবে

রোমেনা রোজী

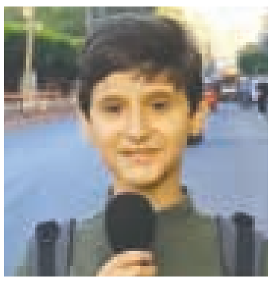

ফিলিস্তিনি ছোট্ট কিশোর আউনি এলদৌস, স্বপ্ন দেখেছিলো তার ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে। কিশোর আউনির সেই স্বপ্ন পূরণ হলো তার মৃত্যুর পর। ২০২২ সালের আগস্টে মাইক্রোফোন হাতে একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলো কিশোর আউনি এলদৌস। সেখানে সে ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে তার স্বপ্নের কথা জানায়।

পোস্ট করা ওই ভিডিওতে আউনি বলেছিলো, আমি একজন ফিলিস্তিনি, গাজা থেকে বলছি। আমার বয়স ১২ বছর। আমার লক্ষ্য আমার ইউটিউবে চ্যানেলে ১ লাখ সাইস্ক্রাইবার অর্জন করা। পরবর্তীতে সেটি ৫ লাখ থেকে ১ মিলিয়নে নিয়ে যাওয়া।

ওই ভিডিওটি শেষ করার আগে আউনি এলদৌস বলেছিলো, ১ হাজার সাবস্ক্রাইবার না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

মাত্র এক বছর পর ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই হামলায় তার মৃত্যু হয়। ফিলিস্তিনি শিশুদের মধ্যে সেই প্রথম শহীদ হয়।

তার পরিবারের লোকজন জানান, গত ৭ অক্টোবর ইরায়েলের চালানো বিমান হামলায় আউনি নিহত হয়। আউনি এলদৌসের ভিডিও এখন ১ মিলিয়ন ভিউ হয়েছে। এছাড়া তার ভিডিও গেম খেলার ভিডিওগুলোর ভিউ এক মিলিয়ন অতিক্রম করেছে। এছাড়া তার ইউটিউবের সাবস্ক্রাইবার ১৫ লাখ অতিক্রম করেছে এবং তা বেড়েই চলছে।

# ল সোসাইটির নেতৃত্বে মতিউর-রশিদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ ইনকের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৭৯ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এডভোকেট এম মতিউর রহমান। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ পেয়েছেন ৪৪ ভোট। অন্যদিকে ৭৫ ভোট পেয়ে সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন এডভোকেট আব্দুর রশিদ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এডভোকেট মো. সাইদুর রহমান পেয়েছেন ৪৭ ভোট।

২৩ ডিসেম্বর শনিবার জ্যাকসন হাইটসের মামাজ পার্টি হলে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

নিবাচনে ১৭৫ জন ভোটারের মধ্যে ১২৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ১৭ টি পদের বাকি ১৫ টি পদে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় ১৫ জন বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বীয় নির্বাচিত হন।

**অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা:** সহ-সভাপতি এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল ও এডভোকেট রুবিনা মান্নান, যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট সোনিয়া সুলতানা ও এডভোকেট সাব্বীর আহমদ মাসার, কোষাধ্যক্ষ এডভোকেট মাহবুর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুর রহমান সাবু, প্রমুখ।

# দুর্নীতিবাজদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

হবে। দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাঁদের অবৈধ অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। খেলাপি ঋণ আদায়ে কঠোর আইন প্রয়োগের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

**উন্নয়নের অন্তরায় দুর্নীতি**

দুর্নীতি প্রসঙ্গে ইশতেহারে বলা হয়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও জাতির নৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির মূলোৎপাটনে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, প্রশাসনে দুর্নীতি নিরোধ ও পাঠ্যক্রমে দুর্নীতি রোধে করণীয় সংযোজন করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এতে।

আর্থিক লেনদেনসংক্রান্ত অপরাধ ও অবৈধ সুযোগ কঠোরভাবে দমন, ঋণ-কর-বিলখেলাপিদের শাস্তি দেওয়া, খেলাপি ঋণ বারবার পুনঃ তফসিল করা নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রভাবমুক্ত করা, বিদেশে অর্থ পাচার রোধ করা, মজুতদারি ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি ও অতিমুনাফা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার কথা বলেছে আওয়ামী লীগ।

**বিশেষ অগ্রাধিকার**

ক্ষমতায় গেলে আগামী পাঁচ বছরের কোন কোন বিষয়ে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, সেই তালিকাও দিয়েছে আওয়ামী লীগ। এর মধ্যে রয়েছে, দ্রব্যমূল্য সবার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

**প্রধান অঙ্গীকার:** এবার দেওয়া আওয়ামী লীগের অন্য প্রধান অঙ্গীকারগুলোর মধ্যে রয়েছে: সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থায় সবাইকে যুক্ত করা, দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন বেতনকাঠামো নির্ধারণ, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বাধা দূর করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো, শিক্ষিত ও দুর্নীতিমুক্ত মানুষদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলা, ভারতের সঙ্গে ট্রানজিট ও নিরাপত্তা সহযোগিতা অব্যাহত রাখা, সশস্ত্র বাহিনীকে দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নীতি অব্যাহত রাখা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে স্থানীয় প্রশাসন ইউনিটগুলোর কাজের পরিসর বাড়ানো।

**কর্মসংস্থান**

সরকারি হিসাবে প্রতিবছর দেশে ২০ লাখের বেশি মানুষ শ্রমশক্তিতে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে। তাই নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য উদ্যোক্তাদের আগ্রহী করা, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পকারখানাকে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করা, অনলাইন শ্রমের বাজার উন্নত করা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে জোর দেওয়ার কথা বলছে আওয়ামী লীগ।

**খাদ্য ও কৃষি**

কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বাণিজ্যিক কৃষি ও প্রযুক্তির নানামুখী ব্যবহার বাড়ানো, রেয়াতি সুদের কৃষিঋণ অব্যাহত রাখা, ভ্যালু-চেইন উন্নয়ন ও কর্মক্ষম কৃষিবিজ্ঞানীদের চাকরির বয়সসীমা বাড়ানোসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ইশতেহারে বলা হয়েছে।

**শিক্ষা-স্বাস্থ্য**

শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বাধা দূর করা, বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির কার্যক্রম বাড়ানো, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গ্রামপর্যায় পর্যন্ত ল্যাবরেটরি সম্প্রসারণ এবং নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আওয়ামী লীগ।

সব নাগরিকের জন্য একই রকম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রত্যেককে ইউনিক হেলথ আইডি প্রদান, স্বাস্থ্য ব্যয় সহজ করতে স্বাস্থ্যবিমা চালু ও জনসচেতনতা বাড়াতে একটি পাবলিক হেলথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি এসেছে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে।

**বিদ্যুৎ ও জ্বালানি**

পর্যায়ক্রমে ভাড়াভিত্তিক ও অদক্ষ বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ বন্ধ করে দেওয়ার অঙ্গীকার রয়েছে এই ইশতেহারে। আর রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ২৪ হাজার সার্কিট কিলোমিটারে উন্নীত করা ও দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি।

**যোগাযোগ**

সড়ক নিরাপদ করার জন্য একটি সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

# নির্বাচন নয় নাটক হচ্ছে

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

অন্যদের স্বতন্ত্র প্রার্থী করেছে, যাদের ডামি প্রার্থী বলা হচ্ছে। আবার অনেক দলের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্বাচন বর্জনের দাবিতে আন্দোলনে থাকা বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোর ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নগ্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সার্বিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে বিশেষজ্ঞ দলের কাছে।

বিএনপির প্রতিনিধিদলের অন্যরা হলেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক হুমায়ুন কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক আসাদুজ্জামান অংশ নেন।

আর ইইউ প্রতিনিধিদলে ছিলেন রেবেকা কক্স ও শার্লোট সুয়েবেস।

বেলা ৩টা থেকে বৈঠক শুরু হয়ে ৪টার পর শেষ হয় বলে জানা গেছে।

এর আগে দুপুর ১২টায় সিলেটের স্থানীয় একটি হোটেলে সিলেট বিভাগীয় বিএনপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন ইইউর দুই নির্বাচন বিশেষজ্ঞ। বৈঠকে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য খন্দকার আবদুল মুক্তাদির, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সিলেটের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এবং সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী অংশ নেন।

জানতে চাইলে সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'ইলেকশনের আগেই আমাদের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে হামলা-মামলা দিয়ে রেখেছে। সিলেট শহরেরই ৩০০ নেতা-কর্মী জেলে রয়েছেন। দেশে কোনো নির্বাচনী পরিবেশ নেই। এই নির্বাচন জনগণের কোনো প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে না। এই নির্বাচনে মানুষের কোনো আগ্রহ নেই। এটা শুধু আওয়ামী লীগের একটা কাউন্সিল। এ ছাড়া আমরা সিলেট অঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেছি।'

# বাংলাদেশে ভুয়া

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

তবে বৈঠক শেষে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা গণমাধ্যমে কোনো কথা বলেননি। এ সময় ইইউ প্রতিনিধি দল সিলেট-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আব্দুল মোমেনের প্রধান নির্বাচনি কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কোনো মতামত ব্যক্ত করেননি তারা।

বাংলাদেশে ভুয়া ভোট হবে না জানিয়ে প্রতিনিধি দলকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "দেশে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য সরকারের শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। ইসি এমন নির্বাচন করবে যা দুনিয়ার সবাই দেখে শিখবে। সিলেটে সব প্রার্থী নির্বাচনি বিধি মেনে নিজেদের মত করে ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে; কেউ কাউকে বাধা দিচ্ছে না। সিলেটের রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য আছে।"

বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের অভিযোগের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক কারণে বিএপির কোনো নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

# জরিপে হতাশ ডেমোক্র্যাট আশাবাদও

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

কোনো কোনো জরিপে ৩৪ শতাংশ জনপ্রিয়তার রিপোর্ট বের হয়েছে। আমেরিকার জরীপ নির্ভর রাজনৈতিক পূর্বাভাষ প্রেসিডেন্টের জন্য এবং ডেমোক্র্যাটদের জন্য মোটেই সখুবর নয়।

এখন পর্যন্ত সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই মনে করা হচ্ছে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে। রিপাবলিকান দলের মধ্যে প্রার্থিতার জনপ্রিয়তায় তিনি বেশ ব্যবধানেই এগিয়ে রয়েছেন। মামলার মাধ্যমে ট্রাম্প নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না, এমন সম্ভাবনাও বেশ ক্ষীণ হয়ে উঠেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সম্ভাব্য প্রার্থী ধরে পরিচালিত জরিপের ফলাফলেও দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পিছিয়ে পড়েছেন। দ্যা হিল নামের রাজনৈতিক সংবাদ মাধ্যমের জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, এখনই ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে জাতীয়ভাবে দুই শতাংশ এগিয়ে রয়েছেন।

অনেকেই মনে করছেন ৮১ বছর বয়সে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজের রাজনৈতিক ভিত্তির সাথে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। দলের সমর্থকরা তাঁর উপর আর আস্থা রাখতে পারছে না। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে নিজের রাজনৈতিক সমর্থকদের কাছেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে। শিক্ষা ঋণ মওকুফ থেকে শুরু করে আমেরিকা জুড়ে বাসা ভারা বৃদ্ধি, গৃহ ঋণের চড়া সুদের হার আমেরিকার মধ্যবিত্তের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। এর বাইরে ইসরাইল- হামাস নিয়ে খোদ ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যেই বিভক্তি রয়েছে। ইসরাইল বিরোধী মনোভাবের ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের কাছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর সমর্থন হারিয়েছেন। এর প্রভাব পড়েছে আমেরিকার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সর্বত্র ফিলিস্তিনের বিপন্ন মানুষের সমর্থনে বড় বড় সমাবেশ হয়েছে। এসব বিক্ষোভ সমাবেশে মার্কিন সমর্থন নিয়ে ব্যাপক জনমতও সৃষ্টি হয়েছে। এ জনমত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিপক্ষেই অবস্থান করছে।

দ্যা ওয়াশিংটন পোস্ট গত সপ্তাহে করা এক রিপোর্টে বলেছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একান্ত লোকজনকে নিয়ে গত থ্যাংকস গিভিং এর আগে হোয়াইট হাউসেই সভা করেছেন। সে সভায় জনমত জরিপের এমন নিম্নগামী অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট মনে করছেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের বার্তা ঠিকমতো জনগণের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে না। অর্থনৈতিক চাঞ্চল্য এবং প্রায় বেকারত্বহীনতার বার্তাটি জনমত জরিপের জন্য ইতিবাচক না হওয়ার কারণেই প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে কথা বলেছেন। এমন একটি সভার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যান্ড্রু বেইটস বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডি তাদের একান্ত জনদের নিয়ে এমন সভা নিয়মিতই করছেন। এসব সভায় রাজনৈতিক সহ সব বিষয়ে হালনাগাদ থাকছেন এবং নিজেদের আগামীদিনের পরিকল্পনা করছেন।

ডেমোক্র্যাট দলের এক সাবেক কৌশলবিদ আইভান জেপিয়েন বলেছেন, তিনি নিজেও ভেবে পাচ্ছেন না জনমত জরিপে কেন এমন ফলাফল আসছে। যদিও তিনি মনে করেন, ২০২৪ সালের নির্বাচন যতই সামনে আসবে ততই জনমত জরিপে পরিবর্তন আসবে। জেপিয়েন বলেছেন, ২০২৪ সালের নির্বাচন হবে খুবই জটিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার। এরপরও ট্রাম্পকে হারিয়ে জো বাইডেন পুনর্নির্বাচিত হবেন বলে তিনি মনে করেন।

হোয়াইট হাউস থেকেও দীর্ঘদিন থেকে একই আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যখনই আমেরিকার লোকজন সরাসরি ট্রাম্পের সাথে বাইডেনের তুলনা শুরু করবে তখনই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। নির্বাচনের এক বছর আগে এমন জরিপের কোন ভিত্তি নেই। এসব জরীপ পাল্টে যাবে বলে মনে করছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একান্ত সমর্থকরা।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাম্প্রতিক এক মন্তব্যে বলেছেন অভিবাসীরা আমেরিকার রক্তকে দূষিত করে ফেলছে। অভিবাসীদের বিরুদ্ধে এমন উস্কানিমূলক বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে এবং ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষ থেকে এ নিয়ে ট্রাম্প বিরোধী ব্যাপক প্রচারণাও চালানো হচ্ছে। শুধু যে আইন আদালত করে সাবেক প্রেসিডেন্টকে ঠেকানোর চেষ্টা চলছে, এমন নয়। রাজনৈতিক ফ্রন্টেও ট্রাম্প বিরোধী প্রচারণায় ডেমোক্র্যাট দল সক্রিয় রয়েছে।

ম্যারিল্যান্ড থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট সিনেটর ক্রিস ভ্যান হলেন বলেছেন, জনমতে দ্রুত পরিবর্তন আসতে শুরু করবে। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেমন বলেছেন আমাকে সর্বশক্তিমানের সাথে তুলনা করবেন না, তুলনা করবেন আমার বিকল্পের সাথে। ক্রিস হলেন বলেছেন, যখনই আমেরিকার জনগণ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিকল্প হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেখবে, তখনি জনগণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ হয়ে পড়বে।

প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাট সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন বলেছেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অর্জন, সার্বজনীন স্বাস্থ্যবিমার পক্ষে জো বাইডেনের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয় তিনি কার পক্ষের লোক। এরপরও জনমত জরিপে কেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ভালো করছেন না তা সিনেটর ওয়ারেনের বোধগম্য নয়। তবে তিনি বলেছেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে দেখলে আমি চিত্রটি দেখতে পারছি।

# সিডিপ্যাপ রক্ষায় আইনগত উদ্যোগ

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

সদস্যদের জন্য সিডিপ্যাস ও হোম কেয়ার সেবা অন্যতম মানবিক সহযোগিতা। এই সহযোগিতা বাতিলের পক্ষে কাজ করছে বড় বড় কর্পোরেট পুঁজির মালিক। নিউইয়র্ক স্টেট এর এই সহযোগিতা রক্ষার জন্য সকল জনপ্রতিনিধির সমর্থন চাই। তাদের যে ভোটাররা আছে, এদের সমর্থনও তাদের পক্ষে থাকা দরকার। সেদিক বিবেচনায় মানুষগুলোর স্বার্থে ভূমিকা রাখা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উল্লেখ্য, কতিপয় করপোরেট ব্যবসায়ীদের অশুভ তৎপরতায় পক্ষপাতমুলকভাবে ২০২৩ এর শুরুতে স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্ট ১৬০টি হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানকে লিড এফ আই অর্ন্তভূক্ত করে তালিকা প্রকাশ করে। নীতিমালা অনুযায়ী ২০০ মেডিকেইড পেশেন্ট থাকার পরও অনেক হোম কেয়ার লিড এফ আই সার্টিফিকেট পান নি। এতে কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে যায়। গেল জুনে হঠাৎ করে স্টেট থেকে ২৭০টি হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রম বন্ধের চিঠি দেয়া হয়। এতে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর হাজার হাজার সেবা গ্রহীতা সিনিয়র সিটিজেনের হোম কেয়ার সেবা নিয়ে সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। একেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারি ও মালিক পথে বসার উপক্রম হন। লিড এফআই সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্ট সঠিক নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুসরন করেনি বলে অভিযোগ উঠে। অনেক বাংলাদেশি কনজুমার ডাইরেক্টটেড পারসোনাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রাম (সিডিপ্যাপ) প্রতিষ্ঠান মালিক লিড এফআই পাবার যোগ্যতা থাকার পরও তা পান নি। এ সিদ্ধান্তের বাংলাদেশি হোম কেয়ারের পক্ষে কেবলমাত্র আবু জাফর মাহমুদ ও অন্য কমিউনিটির হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান আইনের আশ্রয় নিয়েছে। যে কারণে লিড এফআই নীতিমালা এখনও কার্যকর হয়নি।

বাংলাদেশি কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রথিকৃৎ আবু জাফর মাহমুদ সকল সিডিপ্যাপ এজেন্সীর পক্ষে এটর্নি ও প্রফেশনাল লবিষ্ট নিয়োগ করেছন। তিনি বলেন, স্টেটের এসেমব্লিম্যান ও সিনেটরদের সাথে যোগাযোগ করছি লবিষ্টদের সহযোগিতা দেবার জন্যে। কমিউনিটি বেজড হোম কেয়ার সার্ভিস ক্ষতিগ্রস্থ হলে আমাদের কমিউনিটির হাজার হাজার সিনিয়র সিটিজেন এবং তাদের পরিবার সমস্যার মুখোমুখি হবেন। তাদের ভাষাগত সমস্যা রয়েছে। একজন বয়স্ক বাংলাদেশি যেভাবে বাংলাদেশি হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানে মনের কথাটি সহজে খুলে বলতে পারবেন, অন্য ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিশ্চয়ই সেভাবে পারবেন না। মনে রাখতে হবে, এটি শুধু ব্যবসা নয়। কমিউনিটিকে সেবা দেবারও একটি মাধ্যম। কমিউনিটি হোম কেয়ার সার্ভিস রক্ষায় সকলকে নিয়ে কাজ করতে হবে।

বিষয়টি গুরুত্ব ও মানবিকতার সাথে বিবেচনা করছেন নিউইয়র্ক স্টেট এর আইন প্রণেতারাও। তারা মনে করছেন, এতে ছোট ছোট হোম কেয়ার ব্যবসায়ীরা পথে বসবেন। বিশেষ করে মাইনোরিটি বা এথনিক সম্প্রদায় ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এই সেবা ও ব্যবসা করপোরেট ব্যবসায়ীদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব নির্মুল হয়ে যাবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলোর টিকে থাকার অবলম্বন। এই সযোগ কেড়ে নিলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের বসবাস ঝুঁকিতে পড়বে। যা নিউইয়র্ক স্টেট এর জন্যই হবে অবশ্যই বিপদজনক। নিউইয়র্ক স্টেটকে সুদুরপ্রসারি নিরাপত্তা ও শান্তির কথা বিবেচনায় রেখেই তাদের সিদ্ধান্ত পুণর্বিবেচনা করা জরুরি।

উল্লেখ্য, নিউ ইয়র্ক স্টেট এর সিনেটর ও অ্যাসম্বিলবলম্যানদের অনেকেই ইতোমধ্যে ছোট ও মাঝারী ধরনের হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানের পাশে দাঁড়িয়েছেন।


# জরিপে হতাশ ডেমোক্র্যাট আশাবাদও

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

কোনো কোনো জরিপে ৩৪ শতাংশ জনপ্রিয়তার রিপোর্ট বের হয়েছে। আমেরিকার জরীপ নির্ভর রাজনৈতিক পূর্বাভাষ প্রেসিডেন্টের জন্য এবং ডেমোক্র্যাটদের জন্য মোটেই সখুবর নয়।

এখন পর্যন্ত সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই মনে করা হচ্ছে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে। রিপাবলিকান দলের মধ্যে প্রার্থিতার জনপ্রিয়তায় তিনি বেশ ব্যবধানেই এগিয়ে রয়েছেন। মামলার মাধ্যমে ট্রাম্প নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না, এমন সম্ভাবনাও বেশ ক্ষীণ হয়ে উঠেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সম্ভাব্য প্রার্থী ধরে পরিচালিত জরিপের ফলাফলেও দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পিছিয়ে পড়েছেন। দ্যা হিল নামের রাজনৈতিক সংবাদ মাধ্যমের জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, এখনই ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে জাতীয়ভাবে দুই শতাংশ এগিয়ে রয়েছেন।

অনেকেই মনে করছেন ৮১ বছর বয়সে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজের রাজনৈতিক ভিত্তির সাথে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। দলের সমর্থকরা তাঁর উপর আর আস্থা রাখতে পারছে না। বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে নিজের রাজনৈতিক সমর্থকদের কাছেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে। শিক্ষা ঋণ মওকুফ থেকে শুরু করে আমেরিকা জুড়ে বাসা ভারা বৃদ্ধি, গৃহ ঋণের চড়া সুদের হার আমেরিকার মধ্যবিত্তের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। এর বাইরে ইসরাইল- হামাস নিয়ে খোদ ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যেই বিভক্তি রয়েছে। ইসরাইল বিরোধী মনোভাবের ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের কাছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর সমর্থন হারিয়েছেন। এর প্রভাব পড়েছে আমেরিকার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সর্বত্র ফিলিস্তিনের বিপন্ন মানুষের সমর্থনে বড় বড় সমাবেশ হয়েছে। এসব বিক্ষোভ সমাবেশে মার্কিন সমর্থন নিয়ে ব্যাপক জনমতও সৃষ্টি হয়েছে। এ জনমত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিপক্ষেই অবস্থান করছে।

দ্যা ওয়াশিংটন পোস্ট গত সপ্তাহে করা এক রিপোর্টে বলেছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একান্ত লোকজনকে নিয়ে গত থ্যাংকস গিভিং এর আগে হোয়াইট হাউসেই সভা করেছেন। সে সভায় জনমত জরিপের এমন নিম্নগামী অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট মনে করছেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের বার্তা ঠিকমতো জনগণের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে না। অর্থনৈতিক চাঞ্চল্য এবং প্রায় বেকারত্বহীনতার বার্তাটি জনমত জরিপের জন্য ইতিবাচক না হওয়ার কারণেই প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে কথা বলেছেন। এমন একটি সভার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যান্ড্রু বেইটস বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডি তাদের একান্ত জনদের নিয়ে এমন সভা নিয়মিতই করছেন। এসব সভায় রাজনৈতিক সহ সব বিষয়ে হালনাগাদ থাকছেন এবং নিজেদের আগামীদিনের পরিকল্পনা করছেন।

ডেমোক্র্যাট দলের এক সাবেক কৌশলবিদ আইভান জেপিয়েন বলেছেন, তিনি নিজেও ভেবে পাচ্ছেন না জনমত জরিপে কেন এমন ফলাফল আসছে। যদিও তিনি মনে করেন, ২০২৪ সালের নির্বাচন যতই সামনে আসবে ততই জনমত জরিপে পরিবর্তন আসবে। জেপিয়েন বলেছেন, ২০২৪ সালের নির্বাচন হবে খুবই জটিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার। এরপরও ট্রাম্পকে হারিয়ে জো বাইডেন পুনর্নির্বাচিত হবেন বলে তিনি মনে করেন।

হোয়াইট হাউস থেকেও দীর্ঘদিন থেকে একই আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যখনই আমেরিকার লোকজন সরাসরি ট্রাম্পের সাথে বাইডেনের তুলনা শুরু করবে তখনই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। নির্বাচনের এক বছর আগে এমন জরিপের কোন ভিত্তি নেই। এসব জরীপ পাল্টে যাবে বলে মনে করছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একান্ত সমর্থকরা।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাম্প্রতিক এক মন্তব্যে বলেছেন অভিবাসীরা আমেরিকার রক্তকে দূষিত করে ফেলছে। অভিবাসীদের বিরুদ্ধে এমন উস্কানিমূলক বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে এবং ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষ থেকে এ নিয়ে ট্রাম্প বিরোধী ব্যাপক প্রচারণাও চালানো হচ্ছে। শুধু যে আইন আদালত করে সাবেক প্রেসিডেন্টকে ঠেকানোর চেষ্টা চলছে, এমন নয়। রাজনৈতিক ফ্রন্টেও ট্রাম্প বিরোধী প্রচারণায় ডেমোক্র্যাট দল সক্রিয় রয়েছে।

ম্যারিল্যান্ড থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট সিনেটর ক্রিস ভ্যান হলেন বলেছেন, জনমতে দ্রুত পরিবর্তন আসতে শুরু করবে। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেমন বলেছেন আমাকে সর্বশক্তিমানের সাথে তুলনা করবেন না, তুলনা করবেন আমার বিকল্পের সাথে। ক্রিস হলেন বলেছেন, যখনই আমেরিকার জনগণ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিকল্প হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেখবে, তখনি জনগণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ হয়ে পড়বে।

প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাট সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন বলেছেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অর্জন, সার্বজনীন স্বাস্থ্যবিমার পক্ষে জো বাইডেনের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয় তিনি কার পক্ষের লোক। এরপরও জনমত জরিপে কেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ভালো করছেন না তা সিনেটর ওয়ারেনের বোধগম্য নয়। তবে তিনি বলেছেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে দেখলে আমি চিত্রটি দেখতে পারছি। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারিয়ে জো বাইডেন আবারও নির্বাচিত হবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।


# নাম্বার ওয়ান আমেরিকা!

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

তূলনায় প্রায় দ্বিগুণ বড়।

গত ত্রিশবছরের অগ্রগতি অর্থনীতির দিক থেকে অসাথারণ অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশিষ্ট ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাঙ্গাস ম্যাডিসিন যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট শক্তি সেই সময়ের (সপ্তদশ শতাব্দীতে) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিতে শক্তিশালী ছিল নেদারল্যান্ডস,উনিশ শতকে ইউনাইটেড কিংডম, এবং বিংশ শতাবাদীতে ইউনাইটেড স্টেটস। একবিংশ শতাব্দীর চেয়েও যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীতে আরও বেশী শক্তিশালী ছিল। ১৯৭০-৮০ দশকে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃস্থানীয় প্রযুক্তি কোম্পানীগুলো কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স গাড়ি,কম্পিউটার তৈরী করেছিল। জার্মান,জাপান,নেদারল্যান্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়াতেও তৈরী হতো। ১৯৮৯ সালে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান দশটি কোম্পানীর মধ্যে ৪টি ছিল আমেরিকান এবং বকি ছয়টি কোম্পানী জাপানী। আজ শীর্ষ ১০টির মধ্যে ৯টি আমেরিকান। যুক্তরাষ্ট্র তার ইতিহাসে যেকোন সময়ের তূলনায় সবচেয়ে বেশী অপরিশোধিত তেল উৎপাদন করেছে। তারপরে রয়েছে রাশিয়া ও সৌদি আরব। যুক্তরাষ্ট্র দিনে ১৩.২ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন করে। বর্তমানে আউটপুট ১০.৯মিলিয়ন ব্যারেলের বেশী;২০২০ সালে বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রাক মহামারী সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সময় ছিল ১৩.১মিলিয়ন ব্যারেল (নিউজ উইক)। জনসংখ্যার প্রোফাইল অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে একটি উজ্বল স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যত। এমনকি সাম্প্রতিক - বছরগুলোতে এটি আরও খারাপ হলেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রজনন হার প্রতি মহিলার প্রায় ১.৭শিশু। ২.১ এর প্রতিস্থাপন স্তরের নীচে। কিন্তু জার্মানির জন্য ১.৫, এর সাথে অনুকূলভাবে তূলনা করে চীনের জন্য ১.১ ,এবং দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য ০.৮।

যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসনের মাধ্যমে তা প্রতিবছর সফলভাবে পূরন করে। এদিকে প্রতিবছর ১মিলিয়ন অভিবাসী গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় কোভিড-১৯ আমেরিকা ১০লাখ মানূষ হারিয়েছিল। জন্মের পর থেকে দেশের বাইরে থাকা সমস্ত লোকের মধ্যে ৫জনে ১জন আমেরিকায় বাস করেন। এ অভিবাসী জনসংখ্যা জার্মানির প্রায় ৪গুণ। আগামী পৃথিবীর বৃহত্তম অভিবাসন কেন্দ্র ( ইমিগ্রেশন হাব) হবে আমেরিকা। এবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন ৮ লাখেরও বেশী মানুষ । যা ২০২২ অর্থবছর থেকে ৬৩শতাংশ বেড়েছে। প্রায় ২মিলিয়ন অভিবাসি তাদের আম্রয় দাবরি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে। জুলাই ২৩ ফেডারেল সরকার বন্ধ হওয়া প্রতিটি মামলার জন্য নয়টি আশ্রয়ের আবেদন পেয়েছে। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)। আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রায় ৯০ শতাংশ ডলার ব্যবহার করা হয়। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলারের রিজার্ভ গত বিশ বছরের তূলনায় কমে গেছে। তবুও অন্য কোন প্রতিযোগী মুদ্রা এমনকি কাছাকাছি আসেনি। ফোর্বেস এর জরিপে দেখা যায়- ২০১৬-২০২২ যুক্তরাষ্ট্রে বিলিনিয়রের সংখ্যা প্রায় সাড়ে৮শজন,চীন৩৮০জন,জার্মানীতে ১৯০জন,যুক্তরাজ্যে ১০০ জন, ভারতে ১০০ জন,রাশিয়া ১০০শজন,হংকং ১০০জন ও সুইজ্যারলেন্ড ১০০জন। একটি নির্দলীয় আমেরিকান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক পিউ রিসার্চ সেন্টার ২০১৮সালে আমেরিকানদের ওপর জরীপ করেছিলেন- ২০৫০ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি কেমন হতে পারে;এব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ কি ভাবছেন-৫৪শতাংশ আমেরিকান মনে করেন-যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি দূর্বল হবে। ৬০ শতাংশ একমত ছিল যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এটা অবাক হবার কোন কারণ নেই যে -দেশ ভূল পথে এগুচ্ছে -এমন ভাবনায় কিছুদিন ধরে রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করছিল।

কিছুদিন পর এরই ধারাবাহিকতায় গ্যালপ এর তথ্যে উঠে আসে- বর্তমান পরিস্থিতিতে শতভাগ আমেরিকান সন্তুষ্ট। ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর বক্ততায় যুক্তরাষ্ট্রকে অধ:পতনের জাতি হিসেবে বলেছিলেন। বর্তমানে তিনি নির্বাচনী ক্যাম্পিংয়ে বলেছেন – নেশন ইন ডেক্লাইন। যার ভিডিও স্যোসাল মিডিয়ায় রয়েছে। সবকিছু ছাপিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা জ্যাক সুলেভান বলেন- আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নীতিতে বিশ্বায়ন-উদারিকরণের কিছুটা দূর্বল দিকের সমলোচনার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রধান শক্তি হিসেবে রয়ে গেছে। যদিও তার অত্যাবশকীয় কিছু পেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।বিশ্বজুড়ে অনেক শক্তি আত্মবিশ্বসে বেড়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রধান প্রতিদ্বন্ধি ও প্রতিদ্বন্ধিদের তূলনায় একটি কমান্ডিং অবস্থানে রয়েছে। তিনি বলেন- ওয়াশিংটনকে দ্রুত দৌড়াতে হবে,তবে ভয় পেয়ে দৌড়াতে হবে না (Washington is to run fast but not run Scared) ।

# সাংবাদিক আফতাব চৌধুরীর ২৫তম গ্রন্থ প্রকাশিত

**মাসুদ চৌধুরী**

সিলেটের প্রবীণ সাংবাদিক আফতাব চৌধুরীর ২৫ তম গ্রন্থ দেশ বিদেশ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতি, পরিবেশ, জলবায়ু, মাটি ও পানিদুষণ, পরিবেশ সংরক্ষণে গাছপালার ভূমিকা পরিবেশ সুরক্ষায় পাখির প্রভাব ও অবদান, প্লাস্টিকের আগ্রাসন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, নদ নদীর প্রয়োজনীয়তা এবং বিভিন্ন দেশ ও খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানসহ গুনী মানুষের জীবন ও কর্ম নিয়ে লেখা " দেশ বিদেশ " বইটি প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মোট ৪০টি লেখা স্থান পেয়েছে বইটিতে। মুখবন্ধ লিখেছেন আমেরিকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট সংবাদিক , কলামিস্ট, কবি ও লেখক ইব্রাহিম চৌধুরী। তিনি লিখেছেন ইতিহাস ও উৎস সচেতন আফতাব চৌধুরী একজন সব্যসাচি সাংবাদিক ও লেখক। তাঁর লেখা সংবাদ ও লেখায় বিতর্কের সুযোগ থাকেনা, এটা একটা বৈশিষ্ট , নিরপেক্ষ ভুমিকা নিয়েই তাঁর পথচলা । আর এ জন্যই তাঁর লেখা দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়ে থাকে।

বৃক্ষরোপণে জাতীয় স্বর্ণপদক ও শ্রেষ্ঠ করদাতা পুরস্কার , লন্ডন থেকে বিএনএসএ, ভারত থেকে হুসল অ্যাডুকেশনাল ফাউন্ডেশন, নেলসন ম্যান্ডেলা পুরস্কার ছাড়াও দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য পুরস্কারে ভুষিত আফতাব চৌধুরীর লেখা অন্যান্য বই যেমন প্রকৃতি ও জীবন, হাসতে নেই মানা, চেতনায় আলো অনির্বাণ, অবদানে অমলিন, কালের সাক্ষী, কৌতুক , স্বাস্থ্যকথা, নজরুল প্রতিভার নানা দিগন্ত দেশ দেশান্তর প্রভৃতি গ্রন্থ দেশ বিদেশের পাঠকমহলে বহুল প্রশংসিত হয়েছে।

# ৭ জানুয়ারি আতিকুর রহমান সালুর স্মরণ সভা

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

আগামী ৭ জানুয়ারি রোববার বিকেল ৩টায় উডসাইডের গোলশান টেরেসে আতিকুর রহমান সালু স্মরণে এক সার্বজনীন শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সেক্রেটারি,আর্ন্তজাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা, সাবেক ছাত্রনেতা , বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান ইউসুফজাই সালুর মৃত্যুতে সার্বজনীন এই শোকসভার আয়োজন করেছে প্রবাসী নাগরিক সমাজ। এই উপলক্ষ্যে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট একটি সার্বজনীন শোকসভা কমিটি গঠিত হয়। এতে আহ্বায়ক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট সৈয়দ টিপু সুলতান, সদস্য সচিব হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মোহাম্মদ আলী ইমাম সিকদার । কমিটির অন্যরা হচ্ছেন যুগ্ম সদস্য সচিব ইমরান আনসারী ও কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, প্রধান সমন্বয়কারী: মোহাম্মদ হোসেন খান, সমন্বয়কারী আবদুর রহিম।

# পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়ে পুলিশের গুলিতেই মৃত্যু!

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

সহিংসতার শিকার হওয়ার পর অভিযোগ জানাতে এবং নিরাপত্তার জন্য পুলিশের কাছে ফোন করেছিলেন এক মার্কিন নারী। পুলিশ সেই ফোনের জবাবও দেয়। এমনকি ওই নারীর বাসায়ও আসেন তিনি। সেখানে গুলির ঘটনা ঘটলে একসময় পুলিশের গুলিতে মারা যান ওই নারী।

আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে গত ৪ ডিসেম্বর এই ঘটনা ঘটে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বলছে, ওইদিন সন্ধ্যায় ২৭ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ নারী নিয়ানি ফিনলেসন জরুরি পরিষেবা ৯১১ এ ফোন করেন। তিনি বলেন, তাঁর প্রেমিকের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি।

লস অ্যাঞ্জেলসের কাউন্টি শেরিফ বিভাগ থেকে জানানো হয়, এই ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইষ্ট অ্যাভিনিউয়ের বাসায় যান বিভাগের কর্মকর্তারা। সেখানে গিয়েই তারা মানুষের চিৎকার শুনতে পান। ঘরের ভেতর থেকে আসছিল আওয়াজ। পুলিশ ঘরের দরজা খুলে দেখতে পায়, এক নারী হাতে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

পুলিশ জানায়, ৯ বছর বয়সী একটি মেয়েকে নিয়েই প্রেমিকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছিলেন ওই নারী। ওই সময় দুজনের হাতেই ছিল ধারালো অস্ত্র। পরিস্থিতি শান্ত করতে পুলিশ গুলি চালালে ওই নারী গুলিতে আহত হন।

# আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি

**জলি আহমেদ**

একযোগে কাজের সংকল্প, কমিউনিটি বিনির্মাণের সংকল্পে যুক্তরাষ্ট্র অঞ্চলে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন 'আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব' (এবিপিসি)'র বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের নয়া কার্যকরী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন হলো। সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন চ্যানেল আই টিভির যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বিডিইয়র্ক ডটকমের সম্পাদক শাহ ফারুক রহমান। ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির অপর কর্মকর্তারা হলেন : সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পপি চৌধুরী (সম্পাদক-নারী), ভাইস প্রেসিডেন্ট আলিম খান আকাশ (বিশ্ববাংলা টোয়েন্টিফোর টিভি), যুগ্ম সম্পাদক আজিমউদ্দিন অভি (যমুনা টিভি), কোষাধ্যক্ষ পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন জামান তপন (ফ্রিল্যান্সার), সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম (এনআরবি কানেক্ট টিভি), প্রচার সম্পাদক-আনিসুর রহমান (বাংলাদেশ প্রতিদিন), নির্বাহী সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার (বাংলাদেশ প্রতিদিন), কানু দত্ত (ডিবিসি টিভি), রাজুব ভৌমিক (বাংলাদেশ প্রতিদিন)।

রাশেদ আহমেদ

শাহ ফারুক

## বাসা ভাড়া

বেইজমেন্টে দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে।৯২৯৩২৮৫০৪২

## বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৪৬ ষ্ট্রিট ও ৫০ এভিনিউর ওয়াকিং বেইসমেন্টের ৩ বেডরুম বাসা অধুমপায়ি মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮

## বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন বুলেভার্ড আট-লান্টিক এভিনিউ এর সাথে (৭৯৩০৮) এ এবং জে ট্রেন ৫ ব্লক এর দূরত্ব। ঘরের সামনে কিউ-১১, কিউ-২১,কিউ-৫৩ এবং কিউ-৫২ বাস আছে। ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন বাথরুম। যোগাযোগ: 347-248-0925

## লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

## আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

## ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

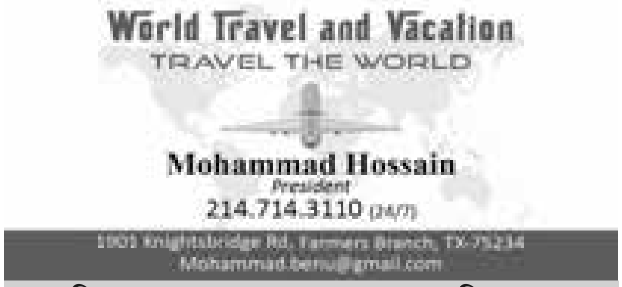


ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

## পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

## রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৯৭-২৭৯০।

## লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোনঃ 917-745-0949

## হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ )অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

## পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

## আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

## ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

## পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

## পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

## পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6 ) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

## পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

## পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাএী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

## পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

## মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

## জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

## সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

Wishing you a joyous and prosperous New Year! As we usher in another year, may it bring with it new opportunities, exciting adventures, and abundant happiness.
Happy New Year

**Shah Nawaz MBA**

President & CEO
Golden Age Home Care
NY Insurance Brokerage
Former President
Jackson Heights Business Association (JBBA)

# জর্জিয়া মহানগর আ' লীগের বিজয় দিবস উদযাপন

**বিশেষ প্রতিনিধি**

২৩ ডিসেম্বর শনিবার জর্জিয়া মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জর্জিয়ার বাংলাদেশি অধ্যুষিত বিউফোর্ড হাইওয়ে এলাকার একটি রেষ্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডা.মুহম্মদ আলি মানিক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জর্জিয়া আওয়ামী লীগেরর সাবেক সভাপতি দিদারুল আলম গাজী।

পবিত্র কোরআন ও পবিত্র গীতা থেকে পাঠ এবং বাংলাদেশে ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস ও বাংলাদেশ শীর্ষক বক্তব্য রাখেন নেহাল মাহমুদ,শাহাদাৎ চৌধুরি, কায়েদুজ্জামান, মাহাবুবুল আলম সাগর, মোস্তাফা জাহিদ টিটু, এম মাওলা দিলু, ইফতেখার আমল জুলু, মোহাম্মদ হোসেন লাল মিয়া, আব্দুল হক,আসাদুজ্জামান প্রমুখ। বক্তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য নেতৃত্ব এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বক্তারা বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও বিজয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনার পাশাপাশি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিতে দলমত নির্বিশেষে প্রবাসীদের সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

একাত্তরের রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত কতিপয় মুক্তিযোদ্ধাকে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে শিশু কিশোরদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ শীর্ষক চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগীতারও আয়োজন করা হয় । প্রতিযোগীতার অংশ গ্রহনকারীদের হাতে বিশেষ পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে দেশাত্নবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসী শিল্পী হোসনে আরা বিন্দু, তানজিলা ইসলাম তৃষা, রফিকুল ইসলাম বাবুসহ আরো অনেকে । অনুষ্ঠানে দেশাত্নবোধ কবিতাও আবৃত্তি করেন অনেকে। পরিশেষে সকলে ঐ দিনের নৈশভোজে মিলিত হন।

# ক্রিসমাস এলেই সেই মা'কে খুঁজে বেড়াই যদি তার দেখা পাই

**পার্থ সারথী দেব**

ক্রিসমাস। এ দিনটি যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে পালন করা হয়। ক্রিসমাস মানে নানা স্বাদের কেক, ঘন্টার টুংটাং আওয়াজ, উপহার, ক্রিসমাস ট্রি, সান্তা ক্লজ। কিন্তু আমি গত ১০/১২ বছর যাবৎ ক্রিসমাস এলেই এক মা'কে খোঁজে বেড়াই। যে মা আজ থেকে ১২/১৩ বছর আগে ক্রিসমাসের কয়েকদিন আগে একটি ইন্টারসেকশানে বসে ভিক্ষা করছিলেন। তার হাতে ছিল বড় আকারের একটি হার্ডবোর্ড, যাতে লেখা ছিল খুব সুন্দর একটি পংক্তিমালা, একেবারে কবির ভাষায়। এ মূহূর্তে হুবহু আমার মনে পড়ছে না তবে এটুকু আমার মনে আছে যা লেখা ছিল তার অর্থ হচ্ছে, 'আসছে ক্রিসমাসে আপনি আপনার ছেলে, মেয়ে, পরিবার, পরিজন নিয়ে ক্রিসমাস পালন করবেন, উপহার দিবেন, ভাল খাবার খাবেন, আনন্দ উদযাপন করবেন, আমারোতো ইচ্ছে হয় আপনাদের মতন আমার বাচ্চাদের নিয়ে ক্রিসমাস উদযাপন করি।' আমি একটি হাইওয়ে থেকে নেমে লোকাল রাস্তা ধরতেই এই ইন্টারসেকশান।

সেখানে লালবাতি থাকায় গাড়ী দাঁড় করাতেই বামে চোখে পড়লো সেই মা'য়ের হাতের লেখাটি। মিশিগানের ওয়ারেন সিটিতে তখন সন্ধ্যা নামছে, রাস্তার নিয়ন বাতিগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। সেই আলোয় পংক্তিমালা পড়ে মনের মধ্যে মাতৃভক্তির একটা আবেগে কাজ করলো। পকেট থেকে একটা ডলার বের করে দিতে চাইলাম কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডায় গাড়ীর জানালার কাঁচ এমন শক্ত হয়েছে যে সেটা আর খুলতে পারলাম না, এদিকে সবুজ বাতি চলে আসায় অফিস থেকে বাড়ী ফেরার তাড়ায় পেছনের গাড়ীগুলোর লোকজনের একসাথে হর্ণ দিতে থাকায় গাড়ী ধীরে ধীরে আগ বাড়াতে লাগলাম ফলে সেই মা'কে আর সাহায্য করা হল না। কিন্তু মায়ের হাতে হার্ডবোর্ডে লেখা পংক্তিমালা ভূলতে পারলাম না। মনে হল কোন বিখ্যাত কবির বিখ্যাত দুটি লাইন। গুগলে অনেকবার সার্চ দিয়েও সেই পংক্তিমালা পেলাম না তবে সেই পংক্তিমালা বুকের গভীরে একটা রেখাপাত করলো। পরদিন ঐ ইন্টারসেকশানে গেলাম দেখি সেই মায়ের দেখা পাই কি না।

এভাবে ক্রিসমাসের দিনটি পর্যন্ত প্রতিদিন সেখানে এবং এর আশপাশে তাকে খুঁজি কিন্তু তার আর দেখা পেলাম না। গত ১০/১২ বছর যাবৎ ক্রিসমাস এলে এটাই আমার এক রুটিন যদি তার দেখা পাই। এবারো সেই মা'কে বারবার খুঁজেছি সেই ইন্টারসেকশানের আশেপাশে যদি তার দেখা পাই। না, পেলাম না।

# আটলান্টিক সিটিতে গীতা জয়ন্তী পালিত

**সুব্রত চৌধুরী**

হিন্দু ধর্মে বেদ-পুরাণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে ভাগবত গীতা। এটি একমাত্র গ্রন্থ যার জয়ন্তী পালিত হয়। এবছর গীতার ৫১৬০তম বার্ষিকী ।

প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি অর্থাৎ মোক্ষদা একাদশী তিথিতে গীতা জয়ন্তী পালিত হয়।

উল্লেখ্য, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই তিথিতেই অর্জুনকে গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন শ্রী কৃষ্ণ । গীতার মাধ্যমে ব্যক্তিকে জীবনে সাফল্যের পথ দেখিয়েছেন শ্রী কৃষ্ণ। হিন্দু ধর্মে বেদ-পুরাণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে ভাগবত গীতা। ভাগবত গীতার আক্ষরিক অর্থ হলো "পরমেশ্বরের গান"। এটি বিশ্বের সর্বাধিক পরিচিত বৈদিক শাস্ত্র।এ শাস্ত্রকে বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে এই বিশেষ তিথিতে ভাগবত গীতা পাঠ করলে কিংবা গীতা পাঠ শুনলে পূণ্য লাভ করা সম্ভব।এছাড়া গীতা দানের মাধ্যমেও পূণ্য অর্জন সম্ভব। ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার ছিল গীতা জয়ন্তী। নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে গীতা জয়ন্তীতে ভক্তরা সারাদিনব্যাপী শ্রীকৃষ্ণর আরাধনা করেন, তুলসী মালা জপেন, সঙ্গে পাঠ করেন হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ভাগবত গীতা।

গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে ওইদিন সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির ১৪১১, পেনরোজ এভিনিউর প্রার্থনা হলে কৃষ্ণভক্তদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল পবিত্র গীতার সাতশত শ্লোক পাঠ, সমবেত প্রার্থনা, ভজন, কীর্তন ইত্যাদি।

# ৬ জানুয়ারি সিরাজুল আলম খানের জন্মদিন পালন করবে পিপল আপ

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

সিরাজুল আলম খান

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রধান রূপকার, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের প্রধান উদ্যোক্তা, সাবেক ছাত্রনেতা ও রাজনীতিবিদ সিরাজুল আলম খানের জন্মদিন উদযাপন করবে রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনুশীলনের সংগঠন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস 'পিপল আপ'। আগামী ৬ জানুয়ারি আজীবন বিপ্লবী নেতার জন্মদিনে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্ এর কর্পোরেট অফিসে ৭২-২৬ ব্রডওয়ে জ্যাকসন হাইটস-১১৩৭২ কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও পিপল আপ এর প্রেসিডেন্ট স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

# সেই মন্ত্রী সাইফুজ্জামান

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

বিদেশে সক্রিয়ভাবে আবাসন নির্মাণ (রিয়েল এস্টেট) ব্যবসা পরিচালনা করছে। সেগুলোর মূল্য ১৬ দশমিক ৬৪ কোটি পাউন্ড বা ২ হাজার ৩১২ কোটি টাকা। মন্ত্রী তার হলফনামায় বিদেশে থাকা সম্পদের ব্যাপারে তথ্য দেননি।

মঙ্গলবার টিআইবি'র সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মন্ত্রী ২০১০ সালে প্রথমে একটি কোম্পানি খোলেন, যার বর্তমান সম্পদ মূল্য ১ দশমিক ৭৩ কোটি পাউন্ড। এরপর ২০১৬ সালে আরেকটি কোম্পানি খোলেন, যার বর্তমান সম্পদ মূল্য ৭ দশমিক ৩১ কোটি পাউন্ড।

২০১৯ সালে তৃতীয় কোম্পানি খোলেন, যার বর্তমান সম্পদ মূল্য দশমিক ৭৯ কোটি পাউন্ড। তিনি ২০২০ সালে চতুর্থ কোম্পানি চালু করেন, যার সম্পদ মূল্য ২ দশমিক ১৫ কোটি পাউন্ড এবং ২০২১ সালে পঞ্চম ও ষষ্ঠ কোম্পানি খোলেন, যেগুলোর বর্তমান সম্পদ মূল্য ৩ দশমিক ২২ কোটি পাউন্ড।

সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রীর নাম জানতে চাইলে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, যেহেতু তথ্য গোপনের ব্যাপার রয়েছে এবং তিনি (মন্ত্রী) নিজে তা প্রকাশ করেননি। সে কারণে তার নাম প্রকাশ করা টিআইবি'র এখতিয়ারবহির্ভূত।

এমপি-মন্ত্রীদের পাচার করা অর্থের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে কোনো অর্থ নেয়ার সুযোগ নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক যাচাই-বাছাই করে যতটুকু অনুমোদন করবে ততটুকুই যে কেউ নিতে পারবে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য আখতারুজ্জামান চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে উপনির্বাচনে বাবার আসনে এমপি হন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। পরে দশম ও একাদশ সংসদেও আনোয়ারা আসন থেকে এমপি হন তিনি। গত ৫ বছর ধরে তিনি ভূমিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগের ৫ বছর একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

# উত্তেজনাহীন নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

ক্ষমতাসীনদের। বিরোধী দল বা জাতীয় পার্টির কোন প্রচার নেই। ক্যাম্প নেই। পুরো শহর ঘুরলে হয়ত কষ্ট করে লাঙ্গলের পোস্টার বের করা যাবে। কিন্তু সব জায়গায় নৌকার পোস্টারে ভরা। এমন নিরুত্তাপ নির্বাচন বোধ হয় ঢাকাবাসী কখনো দেখেনি। তবে ঢাকার বাইরে শতাধিক আসনে নির্বাচনের উত্তাপ আছে। তাও নির্বাচন বর্জনকারীদের ভাষায় " মামু-খালুদের নির্বাচন" অর্থাৎ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ যুদ্ধ। এমন কোন আসন নেই যেখানে আওয়ামী লীগের সাথে কোন রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ৩০০ আসনে কেবল জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের সাথে এবার তৃতীয় লিঙ্গের একজন ভোট যুদ্ধে নেমেছেন। সবাই জানে এবার জাতীয় পার্টিকে ২৬টি সিট এবং জোট প্রার্থীকে ৬টি সিট ছেড়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ। তবে ১০০ মত আসনে ভেঅট যুদ্ধ শুরু হয়েছে । এগুলো হচ্ছে স্বতন্ত্র এর সাথে আওয়ামী লীগ বা জাতীয় পার্টি বা জোট প্রার্থীর সাথে স্বতন্ত্র। এ স্বতন্ত্র হচ্ছে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা। যারা কেন্দ্র থেকে নৌকা প্রতীক পায়নি। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন জানান, এবার হয়ত স্বতন্ত্র বা ঈগল প্রতীকের প্রার্থীরা বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন। সরকার নির্বাচনকে জমজমাট এবং নিরপেক্ষ করতে চাইছে। যার কারণে আওয়ামী লীগের দুই প্রার্থী কুমিল্লার বাহাউদ্দিন বাহার এবং শম্ভু নাথকে জরিমানা করেছে নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নিজে নির্বাচনী ইশতেহার আড়াই ঘন্টাব্যাপী পাঠ করেছেন। আওয়ামী লীগ সূত্র জানিয়েছে, ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী বরিশাল, গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর সফরে যাবেন। তিনি এ সময়ে নির্বাচনী প্রচারণায় থাকবেন।

**ইশতেহারে কি আছে**

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দ্রব্যমূল্য সব মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্য রাখা, কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় সবাইকে যুক্ত করাসহ ১১টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করছে আ.লীগ। বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) সকালে দিকে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে ইশতেহার ঘোষণা করা হয়।

তিনি বলেন, "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তি সক্ষমতা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য আমরা 'স্মার্ট নাগরিক', 'স্মার্ট সরকার', 'স্মার্ট অর্থনীতি' ও 'স্মার্ট সমাজ'– এই চারটি স্তম্ভের সমন্বয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার ঘোষণা দিই।

"স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করছি। আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্মার্ট সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ।"

এবারের ইশতেহারে দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মত ১১টি বিষয়ে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে আওয়ামী লীগ।

তবে যাই বলুক এ ধরণের নির্বাচনের পর আগামী সরকারকে বড় ধরণের চ্যালেঞ্চ নিতে হবে অর্থনীতি নিয়ে। এখানে উল্লেখ্য এখন এলসি বা আমদানি করতে ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের কাছে ১২৮ টাকা প্রতি ডলার নিচ্ছে। এ টাকা দিয়েও অনেক ব্যাংকে ডলার দিতে পারছে না। অনেক ব্যাংকে তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে। চেক জমা পড়লে নগদ টাকা দিতে পারছেনা। এ পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য এর লাগাম ধরে রাখা বড়ই কঠিন হবে সরকারের জন্য।

**ভোটার কি কেন্দ্রে আসবে**

সবার এক কথা কেন ভোট কেন্দ্রে যাবো। দেশের ৩০০ আসনের মধ্যে ২০০ আসনে তেমন কোন প্রতিযোগিতা নেই। যেগুলো ডামি আছে তাদের কেউ চেনেন না। এ অবস্থায় ৫০/৬০ ভাগ ভোট কাষ্ট করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা কঠিন। আওয়ামী লীগ প্রায় ৩/৪ লাখ স্বেচ্ছা সেবক দিয়ে ভোটার আনার ব্যবস্থা করছে।

অনেকে মাঠের হিসাবে দেখে বলছেন, -৩০০ আসনের মধ্যে অন্তত ৭৫টিতে কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী নেই। এসব আসনের দু-চারটি ছাড়া বাকিগুলোকে অন্যান্য দলের প্রার্থীরাও আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের সঙ্গে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারছে না। আবার প্রায় অর্ধশত আসন আছে যেখানে প্রার্থী থাকলেও তারা আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খুব বেশি সুবিধা করতে পারবে না। এসব আসনেও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভবনা কম। ফলে সব মিলিয়ে অন্তত শতাধিক আসনে নির্বাচন অনেকটাই আমেজহীন। এসব আসনে ভোটারদের ভোট নিয়ে আগ্রহও কম। ফলে এ আসনগুলোতে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনি আমেজ ধরে রাখা এবং সন্তোষজনক ভোটার উপস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হলে ভোটার কেন্দ্রে আসতে চায় না। তারা মনে করে যে আছে সে জিতে যাবে অথবা ভাবে আমার প্রার্থী তো নেই কেন্দ্রে গিয়ে কাকে ভোট দেব। এসব বিষয় মাথায় রেখেই এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধি, ভোটগ্রহণের হার বাড়ানো, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোট করাসহ নানা কারণে দলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের ছাড়া দেওয়া হচ্ছে। ধরে নেওয়া হচ্ছে এরাই কেন্দ্রে ভোটার আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু এক-চতুর্থাংশ আসনে স্বতন্ত্র শূন্য হওয়ায় এসব আসনের ভোটকেন্দ্রে কিভাবে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো যাবে তা নিয়ে চিন্তিত সংশ্লিষ্টরা।

রাজনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন-নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হলে ভোটারদের আগ্রহ থাকে না। ফলে আওয়ামী লীগের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ তারা কত ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে আনতে পারে। তবে আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা মনে করেন-এবারের নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ভালো হবে। এ বিষয়ে রোববার সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সারা দুনিয়ার মতো আমাদের এখানেও নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে ভোটারের স্ট্যান্ডার্ড উপস্থিতি হবে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে তুলনা করলে হতাশ হতে হবে না, ভালো উপস্থিতি হবে।

আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করেন, ২০১৪ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রে ভোটারদের আসতে বিএনপির নেতাকর্মীরা যেভাবে বাধা দিয়েছিলেন, এবার তাদের সেই সক্ষমতা নেই। এবার অবরোধে সহিংসতাও সেই সময়ের তুলনায় কম বলে মনে করছেন তারা। এছাড়া এবার নির্বাচনে ভোটার বাড়ানোর কৌশল হিসাবে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মাঠে রেখেছে দলটি। শরিক ও মিত্রদের সঙ্গে আসন সমঝোতার বেলাও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের বিষয়টি মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আওয়ামী লীগ। কারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নির্বাচনে বিতর্কমুক্ত রাখতে কমপক্ষে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ভোটার উপস্থিতির লক্ষ্য ক্ষতাসীনদের।

এদিকে অনেকে মনে করেন, অন্তত ১০০ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে দলীয় প্রতীকের প্রতিযোগিতা হবে। সেখানে হয়ত ভোটার আসবে পছন্দের প্রার্থী ভোট দিতে। রাজধানীর ঢাকার বাইরে সব বিভাগে আওয়ামী লীগ বা জাতীয় পার্টির প্রার্থীর সাথে এ প্রতিযোগিতা হবে। এ সব আসনে সবার নজর। এ ছাড়া ক্রিকেটার মাশরাফী, সাকিব আল হাসান, মাহিয়া মাহী, ব্যারিষ্টার সুমন, শিল্পপতি একে আজাদসহ বেশ কয়েকটি আসনের খবর রাখছেন অনেকে।

**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি চুপ হয়ে গেল**

মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস অনেক দিন ধরে চুপ। তাদের কোন কার্যক্রম তেমন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। পিটার হাস ছুটিতে দিল্লি গেছেন। অনেকে বলছেন, ছুটিতে গেছেন না অফিসের কাজে গেছেন তা বলা কঠিন। তবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য মার্কিন এনডিআইসহ কয়েকটি সংস্থা এখন ঢাকায় আছে। তারা নির্বাচন পর্যন্ত থাকবে। নির্বাচনে সহিংসতা, প্রচারণাসহ বিভিন্ন কাজ তারা পর্যবেক্ষণ করবেন।

এদিকে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের সঙ্গে তলে তলে কোনো আপস হয়নি। আর নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বেশি হলেও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকবে না। যদি ভোটার ভোট দেয় তাহলেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে। বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। ড. মোমেন বলেন, বিদেশিদের সঙ্গে কোনো টানাপোড়েন নেই। কারণ, আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু এবং সংঘাতহীন নির্বাচন করার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তলে তলে কিছুই হয়নি। এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারত, আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা আমাদের বন্ধু। তারা আমাদের উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের সম্পর্ক। আমেরিকা সঙ্গে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক। একাত্তরে আমেরিকা আমাদের বিপক্ষে থাকলেও যেদিন আমরা স্বাধীনতা পেলাম তারপর থেকে আমেরিকা আমাদের প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বন্ধু রাষ্ট্রগুলো আপত্তি জানালেও হঠাৎ করে চুপ হয়ে যাওয়া কূটনৈতিক সাফল্য কি না—জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা আমাদের নীতেতে বিশ্বাসী। যারা নীতিতে বিশ্বাস করে সব দেশ তাদের পছন্দ করে। আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাই। আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সামনে নিয়ে যেতে চাই। আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র নষ্ট করতে চাই না, আমরা সন্ত্রাস চাই।

ড. মোমেন বলেন, আমরা কখনও চাপ অনুভব করি না। আপনারা মিডিয়া আমাদের চাপ দিয়েছেন। আমাদের যে চাপ সেটা নিজেদের চাপ। আমরা নিজেরা চাপ অনুভব করি, যাতে একটা গ্রহণযোগ্য এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়। আমরা দুনিয়াকে দেখাতে চাই। অন্যদের তাগিদে না। অন্যরা আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছে।

তিনি বলেন, আমেরিকা আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছে। সাহায্যটা হলো এই—যারা নির্বাচন বর্জন করবে বা প্রতিহত করবে আমরা (যুক্তরাষ্ট্র) তাদের আমাদের দেশে (যুক্তরাষ্ট্র) নেব না। তাদের দেশে নেওয়া না নেওয়া তাদের বিষয়। এতে আমরা খুব খুশি। মোমেন বলেন, আমেরিকা যেটা বলেছিল, যারা নির্বাচন প্রতিহিত করবে বা বর্জন করবে তাদের তারা ভিসানীতি প্রয়োগ করবে। আমি খুব খুশি হবো, যদি তারা সত্যি সত্যি প্রয়োগ করে। তারা (বিএনপি) তো নির্বাচন বর্জন করছে। যাতে নির্বাচন না হয় তার জন্য প্রচার...। আমেরিকা যে কমিটমেন্ট করে সেটা করলে ভালো।

এদিকে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র , ইউরোপসহ অনেক প্রভাবশঅলী দেশ পর্যবেক্ষণে আসছে না। সুতরাং এ নির্বাচন কতটুকু গ্রহণযোগ্য হয় তা দেখার বিষয়।

# যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলেন জামাল খাসোগির স্ত্রী

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি আরবের কনস্যুলেটের ভেতরে হত্যার শিকার সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসোগির স্ত্রী হানান এলাতার যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছেন।

সৌদি রাজতন্ত্রের সমালোচক খাসোগিকে ২০১৮ সালের অক্টোবরে হত্যা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, খাসোগি হত্যাকাণ্ডের পেছনে দেশটির সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দাদের ধারণা, সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ বিন সালমানের নির্দেশে খাসোগিকে হত্যা করা হয়।

হানান এলাতার ২০২০ সালের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। দেশটিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেন। হানান জানান, তিনি জীবন সংশয়ে ভুগছেন। নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন।

বিবিসির পক্ষ থেকে নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, হানান এলাতারের রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন গত ২৮ নভেম্বর মঞ্জুর করেছে মার্কিন প্রশাসন।

হানান এলাতার বিবিসিকে বলেন, ‘আমরা জয়ী হয়েছি। হ্যাঁ, ওরা জামালের জীবন কেড়ে নিয়েছে। আমার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা জয়ী হয়েছি।’২৫ বছরের বেশি সময় হানান এলাতার সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাস করেছেন। এরপর তিনি মিসরে ছিলেন। খাসোগি হত্যাকাণ্ডের পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। জানান, মিসরে ফিরে গেলে তাঁর জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না।

হানান এলাতার এমিরেটস এয়ারলাইনসের ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ছিলেন। চাকরি ছেড়ে এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে বসবাস করছেন বলে এক সাক্ষাৎকারে জানান হানান এলাতারের অ্যাটর্নি রান্দা ফাহমি।

ফাহমি আরও জানান, ২০২১ সালে হানান এলাতার যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতি পেয়েছেন।

# ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মশালা

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের কম্পিউটার ও ইংরেজী কোর্সের সফলতার পর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মশালা শুর হয় ১২ ডিসেম্বর বুধবার। এতে নারী পুরুষের সবার অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

নিউ ইয়র্ক হেলথ ডিপার্টমেন্টের কমিউনিটি ট্রেনিং স্পেশালিস্ট মি. ম্যাথিউ মিত্র ও মিস জেনিয়ান সেমিনারে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। মানুষ মাত্রই তো মানসিক সমস্যায় ব্যতিগ্রস্ত। কিন্তু সেই সমস্যা থেকে নিজেকে কিভাবে বের করা যায়, কি কি পন্থা অবলম্বন করলে সুস্থ থাকা যায় তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয় এই সেমিনারে।

সেমিনারের আয়োজক ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জি. আব্দুস সোবহান বলেন, আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে ইংরেজি ও কম্পিউটার কোর্সের পর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মশালা পরিচালনা করলাম। কারণ শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতাও যে প্রয়োজন তা আমরা অনেকসময় উপলব্ধি করতে পারিনা। আজকের সেমিনারে তা স্পষ্ট যে আমরা অনেক সময় এসব নিয়ে কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করি। আমরা চাই এখানে অনেক মানুষ এলেও কিছু মানুষেরও যদি এই সেমিনারে এসে তাদের সামাজিক চিন্তা চেতনার পরিবর্তন হয় জীবনে, তাতেই আমাদের স্বার্থকতা।

সেমিনারের অতিথি বক্তা ছিলেন তুহিন আকন্দ (অ্যাডাল্ট লার্নিং সাপোর্ট স্পেশালিস্ট, কুইন্স লাইব্রেরি)। তিনি ফাউন্ডেশনের এমন সেবামূলক কাজের জন্য অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করেন। কুইন্স লাইব্রেরি থেকে তিনি তাদের স্টুডেন্ট এখানে ট্রান্সফার করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন বলে জানিয়েছেন। কুইন্স লাইব্রেরির পক্ষ থেকে তিনি সবসময় পাশে থাকবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী

# হৃদয়ে বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

হৃদয়ে বাংলাদেশের উদ্যোগে বাংলাদেশের ৫৩ তম মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে ব্রঙ্কসে বিজয় শোভাযাত্রা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা মধ্য দিয়ে । দু’দিনব্যাপি অনুষ্ঠানমালায় ছিল বিজয় শোভাযাত্রা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্যসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ১৬ ডিসেম্বর শনিবার শ্রদ্ধা-ভালোবাসার এ আয়োজনে স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলের দেয়ালে অঙ্কিত স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা।

১৭ ডিসেম্বর রোববার দুপুরে এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলের জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতির সামনে থেকে বর্ণিল বিজয় শোভাযাত্রা শুরু হয়ে স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। মুষুলধারার বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নানা শ্রেণী-পেশার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী শোভাযাত্রায় অংশ নেন। এরমধ্যে ছিলেন কমিউনিটি লিডার আব্দুর রহিম বাদশা, মোহাম্মদ এন মজুমদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুনশি বশির, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, জগলুল চৌধুরী, কাজী রবি উজ জামান, হাসান আলী, মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, জালাল চৌধুরী, খবির উদ্দিন ভুইয়া, সেলিম রেজা, এইচএম ইকবাল, যুদ্ধবন্দি হাজী আব্দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মিলন, সৈয়দ ফয়েজ, জামাল আহমেদ, সিদ্দিকুর রহমান সুমন, মেহেদী কাবুল, আবদুল কাদের, আহমেদ টিটু, কোয়ান্টাম মেডিটেশনের ব্রঙ্কস, ঢাকা ড্রামার সদস্যবৃন্দসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। হৃদয়ে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান লিংকনের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শোভা যাত্রা শেষ হয়।

# ডঃ দিলীপ নাথ দু'টি গ্রন্থের প্রকাশ

**ডেস্ক রিপোর্ট**

ড. দিলীপ নাথ দু'টি আকর্ষণীয় বই প্রকাশ করেছেন। 'প্রযুক্তির মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান' এবং 'শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আয়রন লেডি'। গ্রন্থ দু'টি ড. দিলীপ নাথের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য বিষয়ক মাইলফলক।

নিউইয়র্কে বসবাসরত ড. দিলীপ নাথ, উচ্চ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার একজন অগ্রসর সংগঠক। একটি নয়, দুটি যুগান্তকারী বই প্রকাশ করছেন। স্বাস্থ্যসেবা সমতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্নির্মাণের তাঁর একটি গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। অন্য গ্রন্থটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবন ও নেতৃত্বকে আলোকিত করার বার্তা প্রদান করে।

তাঁর প্রথম বই, 'ডেলিভারি ইকুইটেবল হেলথকেয়ার থ্রু টেকনোলজি'-তে ড. নাথ তার ত্রিশোর্ধ বছরের বিস্তৃত কৌশলগত পরিকল্পনার দক্ষতার উপর তথ্য সন্নিবেশন করেছেন। যাতে স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার ধারাবাহিক পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলা যায়।

মর্যাদাপূর্ণ হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে, ডক্টর নাথ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ইক্যুইটি ফাঁক পূরণে তার দূরদর্শীতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ড. নাথের ব্যক্তিগত যাত্রা। ১৬ বছর বয়সে বাংলাদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান দিলীপ নাথ।

তাঁর রচিত বইটি স্বাস্থ্যসেবা বৈষম্য মোকাবেলা এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যত গড়ে তোলার প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। পাঠকরা ব্যক্তিগত উপাখ্যান, কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টি, এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে একটি আকর্ষক মিশ্রণ আশা করতে পারেন গ্রন্থটির মধ্যে।

**"শেখ হাসিনা: বাংলাদেশের আয়রন লেডি"**

ড. দিলীপ নাথের দ্বিতীয় কাজ, "শেখ হাসিনা: বাংলাদেশের আয়রন লেডি।" এ গ্রন্থে ড. নাথ বাংলাদেশের রাজনীতির একজন ব্যক্তিত্ব শেখ হাসিনার অসাধারণ নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। রাজনীতিতে জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করে, ড. নাথ গণতন্ত্রের নীতিগুলি ব্যাখ্যা করেন। জাতির উপর শেখ হাসিনার গভীর প্রভাবের উপরও তিনি আলোকপাত করেন।

উভয় বই অ্যামাজন থেকে ক্রয় করা যাবে।

# গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ২৪ ঘণ্টায় নিহত ২৪১

০উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজায় ইসরায়েলি হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় ২৪১ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৩৮২ জন। হামাস শাসিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস গাজায় ইসরায়েলি হামলাকে তাঁর জনগণের বিরুদ্ধে চালানো ‘দণ্ডনীয় অপরাধ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রেসিডেন্ট আব্বাস উপত্যকায় চলমান যুদ্ধকে বিপর্যয়ের চেয়েও বেশি এবং বিধ্বংসী যুদ্ধের চেয়েও বেশি কিছু বলে বর্ণনা করেছেন।

যুদ্ধ শুরুর পর রামাল্লায় একটি মিসরীয় টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ধ্বংসযজ্ঞের কারণে অঞ্চলটি অচেনা মনে হচ্ছে। একইসঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অধিকৃত পশ্চিম তীর যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী প্রধান হারজি হালেভি বলেছেন, হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ আরও অনেক মাস ধরে চলতে পারে।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

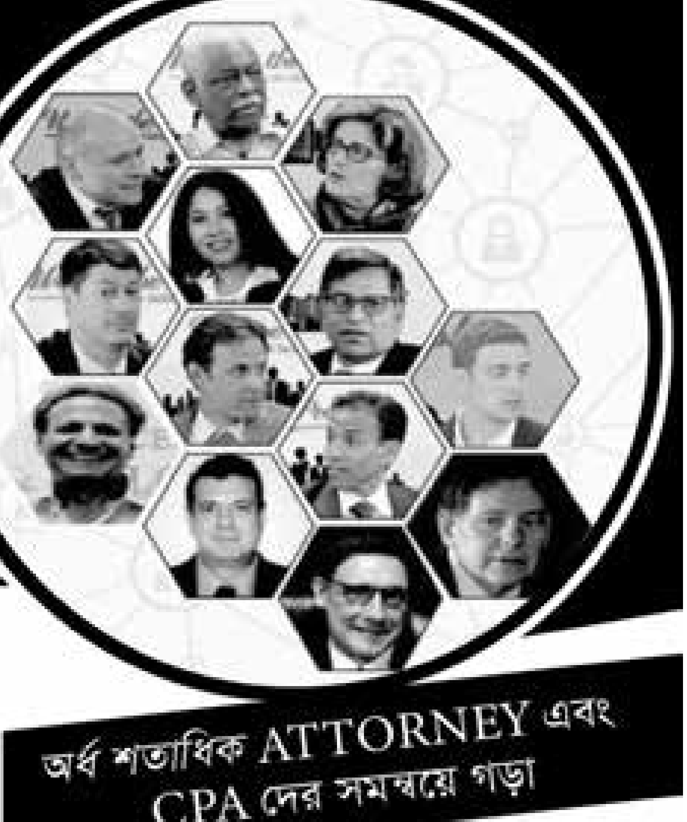

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

# বিটিএসপির বার্ষিক সাধারণ সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়ার সর্ববৃহত সংগঠন বাংলাদেশ ট্যাক্সি সোসাইটি অব ফিলাডেলফিয়ার বার্ষিক সভা(এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার আপারডার্বীর এক মিলনায়তনে এ বর্ণাঢ্য সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫০০ জনের অধিক সদস্যের এই সংগঠনের বাৎসরিক এই এজিএমে প্রায় ৩০০ জন সদস্য অংশগ্রহন করেন।

সোসাইটির সভাপতি আজম মাহাবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে বিকাল ৫টায় ঢাকা ক্লাবে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাটি পরিচালনায় করেন সাধারন সম্পাদক মোঃ মুনছুর আলী মিঠু। শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত পাঠ, গীতা পাঠ, বিশেষ দোয়া করা সহ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। তার পরই স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি আজম মাহাবুবুর রহমান।

পরবর্তীতে সভায় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ করেন যথাক্রমে মোঃ মুনছুর আলী মিঠু ও মোঃ মাহিদুনবি(রুকু)। সভাপতি আজম মাহাবুবুর রহমানের তার বক্তব্যে সোসাইটির সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং তিনি সোসাইটিকে আরো এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভাপতির বক্তব্যের পর পরই একে একে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আব্দুল খালেক, মোঃ শাওন আলম, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট যথাক্রমে এবিএম জবিউল হোসেন, তোজাম্মেল হক(তোজা), শায়েখুল ইসলাম, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ হায়দার আলী, উপদেষ্টা মোঃ সেলিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের।

সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুনছুর আলী মিঠু তার রিপোর্টের শুরুতেই সভায় উপস্থিত সবাইকে আসন্ন নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং মাতৃভূমি বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সকল বীর শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেই সাথে তিনি যারা সোসাইটি প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে সহযোগিতা করে আজকের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়াও সোসাইটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যারা ইন্তেকাল করেছেন বিশেষ করে সদ্য প্রয়াত জনাব মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তোজাম্মেল হক(তোজার) ছেলে আরিফুল হক জেমস এবং বিটিএসপির সম্মানিত সদস্য মোঃ মিজানুর রহমানের ছেলে আসিফ রহমান কথা স্মরণ করে তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

সাধারণ সম্পাদক তার রিপোর্টে দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন কমিটির শপথ এ অভিষেক গ্রহণ(২৭ মার্চ, ২০২৩), কার্যকরী পরিষদের নিয়মিত সভা, সভায় বাড়ীর বিষয়ক উপ কমিটি এবং সংবিধান সংশোধনী কমিটি তৈয়ারী, ইফতার ও দোয়া মাহফিল, বার্ষিক বনভোজন, বিটিএসপির সদস্য দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত মাহবুবুর রহমানসহ সকল হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু বিচারের দাবীতে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন প্রভৃতি কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করেন।

কোষাধ্যক্ষ মোঃ মাহিদুনবি(রুকু) তার রিপোর্টে এজিএমে অংশগ্রহনকারী সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

তিনি বলেন আমাদের সোসাইটির গত অডিট রিপোর্টে(২০২২) সোসাইটির ব্যাংক একাউন্টে ছিলো ১ লাখ ৯৫ হাজার ১৭৩ ডলার ৮৬ সেন্ট। বর্তমানে সোসাইটির ব্যাংক একাউন্টে গত ২৪শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২ লাখ ১০ হাজার ৬৮৯ ডলার ৮৮ সেন্ট রয়েছে।

# সাফল্য অব্যাহত

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলে বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পেয়েছেন গাজী শরীফ, নাশীর সিদ্দীক, মোহাম্মদ রহমান, ডিটেকটিভ (২য় গ্রেড) ইফতেখার মাশফিক, ডিটেকটিভ স্পেসিয়ালিস্ট পদে সেলিনা আলী এবং রাজ্জাক মালিক, ট্রাফিক সুপারভাইজার লেভেল-৩ পদে হোসেইন ইসলাম, ট্রাফিক সুপারভাইজার লেভেল-১ পদে আমান আলম, মোহাম্মদ সাঈদ, মোহাম্মদ ইসলাম, ঈচিহারা পারন্যাল, এবং এসপিএএ পদে রোকশানা মিয়া পদোন্নতি পেয়েছেন।

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পদোন্নতি প্রাপ্তদের ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

# রাত ১২টার ভোটে এমপি

শেষ পৃষ্ঠার পর

আর আজিজুল হক মহেশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের কৃষিবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। গত বছর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হলেও এখনো পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি। আজিজুল হক কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক সিরাজুল মোস্তফার ছোট ভাই।

১ মিনিট ৫ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে আজিজুল হক বলেন, 'আপনি (আশেক) প্রথমবার (দশম সংসদে) বিকাশে এমপি (সংসদ সদস্য) নির্বাচিত হয়েছেন; তখন ভোট দেওয়া লাগে নাই। এরপর দ্বিতীয়বার (একাদশ) যখন আপনি এমপি নির্বাচিত হয়েছেন, তখন ঠিক রাত ১২টা ১ মিনিটে আমাদের কাছে মেসেজ (বার্তা) আসে; স্ব স্ব কেন্দ্রে ৬০ পার্সেন্ট ভোট নিয়ে ফেলেন। আপনি (আশেক) সেইবারও রাত ১২টায় যে ভোট নেওয়া হয়েছিল, তা দিয়ে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন।'

২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২ লাখ ৩০ হাজার ৯১ ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আশেক উল্লাহ রফিক। তাঁর নিকটতম স্বতন্ত্র প্রার্থী জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা হামিদুর রহমান আজাদ পেয়েছিলেন ১৮ হাজার ৫৫৭ ভোট। বিএনপির প্রার্থী আলমগীর মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ পেয়েছিলেন ১১ হাজার ৭৮৯ ভোট।

বিএনএমের প্রার্থী মো. শরীফ বাদশা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করে এবার সংসদ সদস্য পদে নির্বাচন করছেন। তিনি মহেশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি। আজিজুল হকের বক্তব্য দেওয়ার সময় পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মো. শরীফ বাদশা।

এ বক্তব্যের বিষয়ে একাধিকবার যোগাযোগ করেও আজিজুল হককে পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তারেক বিন ওসমান শরীফ বলেন, 'আজিজুল হকের ভিডিও বক্তব্যটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ায় আমাদের নজরে এসেছে। ভিডিও বক্তব্যটি শুনেছি। এ বিষয়ে দলের সভা ডেকে আজিজুল হকের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে।' তিনি বলেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনে রাত ১২টায় কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভোট কেটে নেওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। দলের নেতাদের কাছে ৬০ শতাংশ ভোট কেটে নেওয়ার জন্য কোনো মেসেজও আসেনি।

# শহরের আরো উন্নয়নে আগামী বছর

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানান অ্যাডামস্। তিনি বলেন, 'চাকরি বেড়েছে, অপরাধ কমছে, আমাদের রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে, এবং প্রতিদিন আমরা কর্মরত নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় সব সরবরাহ করছি।'

২০২৩ সালে সামগ্রিকভাবে অপরাধ হ্রাস পেয়েছে। সাতটি প্রধান অপরাধ বিভাগের মধ্যে পাঁচটিতে হ্রাস পেয়েছে। এই বছর শহরের পথঘাট থেকে ৬,২০০ এর বেশি অবৈধ বন্দুক সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং অ্যাডামস্ প্রশাসনের শুরু থেকে ১৩ হাজারের বেশি অবৈধ বন্দুক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উপরন্তু, স্বয়ংক্রিয় চুরি কমছে এবং খুচরা চুরির বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছে প্রশাসন।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা অপরাধ কমানোর সাথে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছি। ২০২৩ সালে, আমরা প্রাইভেট সেক্টরের সমস্ত চাকরি ফিরিয়ে এনেছি যা আমরা মহামারী চলাকালীন সময়ে হারিয়েছিলাম। আমরা কর্মরত লোকদের জন্য ভালো বেতনের চাকরি তৈরি করেছি। আমাদের প্রশাসনের শুরু থেকে ২ লাখ ৮২ হাজারেরও বেশি বেসরকারী সেক্টরের চাকরি এবং ৪৪ হাজারেরও বেশি ব্যবসা শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি কর্মজীবী পরিবারের জন্য আরও কিছু করতে হবে এবং করা উচিত। এই শহরে পরিবারগুলো সুরক্ষা করা কঠিন হতে পারে। আর এ কারণেই আমরা লোকদের সাশ্রয়ী মূল্যের শিশুযত্ন খুঁজে পেতে সহায়তা করছি। অফিসের শুরুতে দেখেছি, একটি পরিবার যারা বছরে ৫৫ হাজার রোজগার করে, তারা শিশুযত্নের জন্য সপ্তাহে ৫৫ ডলার প্রদান করত। আজ, তারা মাত্র ৪.৮০ ডলার প্রদান করছে।'

অ্যাডামস্ প্রশাসন শহরের তরুণদের শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে বিনিয়োগ করছে। এই বছর, প্রশাসনটি "নিউ ইয়র্ক সিটি রিডস" চালু করেছে, যা একটি ঐতিহাসিক পাঠ্যক্রম পরিবর্তন এবং এটি শহরের পাবলিক স্কুলগুলিকে প্রমাণিত 'সাইন্স অফ রিডিং টেকনিক' এর উপর ভিত্তি করে পাঠ্যক্রমের দিকে যেতে সাহায্য করছে।

মেয়র বলেন,' প্রশাসনের প্রথম বছরে আমরা যে উদ্যোগগুলি নিয়েছিলাম তার সাথে মিলিত হয়ে, পড়ার সংখ্যা প্রায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গণিতের স্কোরগুলি গত বছরের তুলনায় এখন প্রায় ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।'

শিক্ষা এবং আবাসন উভয়ই অর্থনৈতিক সুযোগের চাবিকাঠি বলে মনে করেন অ্যাডামস্। তাই সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন সরবরাহ করছে অ্যাডামস্ প্রশাসন। তিনি বলেন, আমাদের ঐতিহাসিক "সিটি অফ ইয়েস ফর হাউজিং অপারচুনিটি" প্ল্যানটি প্রতিটি পাড়ায় বাড়তি আবাসন তৈরি করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। গত বছরে, আমরা প্রায় ২৭ হাজার সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি তৈরি করেছি, কুইন্সের উইলেটস্ পয়েন্টে ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্পের নির্মাণ শুরু করেছি। সেই সাথে NYCHA ট্রাস্টের জন্য ভোট দিয়ে আমাদের পাবলিক হাউজিং বাসিন্দাদের মতামত প্রসারিত করতে সাহায্য করেছি আমরা একটি নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ নিউইয়র্ক সিটি গড়তে ইঁদুরের বিরুদ্ধে কাজগুলোতেও জয়ী হচ্ছি। এখন আমরা কম ইঁদুরের অভিযোগ পাই, রাস্তায় আবর্জনা কম সময়ের জন্য পড়ে থাকে। আমাদের সমস্ত বাণিজ্যিক বর্জ্য এখন নিরাপদে রাখা হয়। এখন নিউ ইয়র্কবাসীদের কাজ বা স্কুলে যেতে রাস্তায় কালো আবর্জনার ব্যাগ এড়িয়ে যেতে হয় না।'

অ্যাডামস্ প্রসাসনের উদ্যোগে শহরের ফুটপাথের জায়গাগুলোকে কার্যকরী করে তোলতে রাস্তা থেকে দীর্ঘস্থায়ী এবং বিশৃঙ্খল ফুটপাতের শেডগুলিও সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। শহরের পাঁচটি বরো জুড়ে নতুন পাবলিক স্পেস তৈরি করা হয়েছে, শহরের রাস্তা নিরাপদ রাখতে রাস্তায় দিনের আলোর ব্যবস্থা সহ সুরক্ষিত বাইক লেন তৈরি করা হয়েছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'যদিও আমরা এই বছর অনেক কিছু অর্জন করেছি, আমরা জানি আমাদের শহর এখনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আমরা আশ্রয়প্রার্থীদের সংকটগুলো মোকাবেলা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের শহর ১ লাখ ৫৭ হাজার এরও বেশি অভিবাসীদের সাহায্য করেছে যারা আশ্রয়ের জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিউইয়র্ক সিটি অভিবাসীদের দ্বারা নির্মিত একটি শহর এবং আমরা পুনর্বাসন সহ আশ্রয়প্রার্থীদের যাত্রায় পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে মনোনিবেশ করছি।'

তবে অ্যাডামস্ উল্লেখ করেন যে, এই সঙ্কট মোকাবেলায় স্টেট এবং ফেডারেল সরকারের কাছ থেকে আরও সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি দুই বছর আগের তুলনায় আজ অনেকটাই নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন এবং সমৃদ্ধ বলে উল্লেখ করেন অ্যাডামস্। তিনি বলেন, 'যেহেতু ২০২৩ শেষের পথে, ২০২৪ সালে আশাবাদী হওয়ার মতো অনেক কিছু আছে। সামনের বছর আমরা আমাদের ঐতিহাসিক জয় ঘটাবো এবং সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীরা যাতে এই বিজয়ে অংশ নিতে পারে, সেজন্য 'গেট স্টাফ ডান' চালিয়ে যাচ্ছি। ছুটির দিন আনন্দের হোক।'

# বাংলাদেশের ৫৩ তম বিজয় দিবস উদযাপন গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের ৫৩তম বিজয় দিবস উদযাপন করেছে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন। ২৫ ডিসেম্বর ভার্চুয়ালী বাংলাদেশের বিজয় উদযাপনে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, কবিতা আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব, আর অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক ময়নুল চৌধুরী হেলাল। জুম এর মাধ্যমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষ করে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, বাংলাদেশ, মধ্যপাচ্য কাতার, সৌদি আরব, বাহরাইন, ফ্যান্স, ইতালী, জার্মানী, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, স্কটল্যান্ড, মাসয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ অংশগহন করেন।

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল এমএ সালাম বীর প্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মোনেমে নেহেরু। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দীয় সহ সভাপতি ও অনুষ্ঠানের আহবায়ক মকিস মনসুর, সহ সভাপতি ক্যাপ্টান হোসেন, সহ সভাপতি মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, মিঠু চৌধুরী, কোষাধক্ষ রফিক হায়দার, বিশেষ ফারুক আহমদ, বাংলাদেশ ইউনিটের সহ সভাপতি অগনী ব্যাংকের সাবেক এমডি এম শামসুল ইসলাম, জনতা ব্যাংকের সাবেক জিএম এম কোরেশী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রুপা চক্রবর্তী, সাবেক রাষ্ট্রদূত জিসনু রায় চৌধুরী, বাংলাদেশ ইউনিটের সাধারন সম্পাদক ইন্জিনিয়ার মহিব উদ্দিন, অধ্যক্ষ নেছার আলী, বাংলাদেশ ইউনিটের উপদেষ্টা এনামুল হক চৌধুরী জালাল, ইংল্যান্ড থেকে যোগদান করেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা এমএ মুনিম এবিই এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি নেতা আব্দুল আহাদ চৌধুরী, অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব ও সহ সভাপতি অলি উদ্দিন, নিউইয়র্ক থেকে সহ সভাপতি হাসান আলী, সহ সাধারন সম্পাদক আব্দুল ওদুদ দীপক, সহ সাধারন সম্পাদক আবুল হোসেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ সাদেক আহমদ, সহ সম্পাদক শামীম আহমদ, নিউজার্সী থেকে উপদেষ্টা দেওয়ান বজলু চৌধুরী ও সহ সভাপতি আখলাকুল আম্বিয়া চৌধুরী, ফ্যান্স গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি ফয়ছল উদ্দিন, সহ সভাপতি আব্দুল বাছিত, মালয়েএশিয়া থেকে মোঃ জাকারিয়া, এম আব্দুল্লা, বিশিষ্ট চলচিএ পরিচালক মুক্তাদির ইবনে সালাম, বাহরাইন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক সমরাট নজরুল ইসলাম সিদ্দীকি। কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌলানা ওলিউর রহমান চৌধুরী।

বিজয়ের সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী, হিমাদ্রী বিশ্বাস, আলী ইদ্রিস ও মিশিগান থেকে সংগীত পরিবেশন করেন শফিক রেহমান। কবিতা আবৃত্তি করেন রুপা চক্রবর্তী ও আবুল কালাম আজাদ ছোটন।

অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করেন ইউএসএনিউজঅনলাইনের সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, ইউকে বিডি অনলাইনের খাহরুল আলম লিংকন ও এম আব্বাসুজ্জামান।অনুষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় ।

# বিদেশি ক্রেতার প্রতারণার ফাঁদে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ব্যাংক।

তবে অনেক ক্রেতা ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার ও বায়িং হাউসের সঙ্গে যোগসাজশে ফাঁদে ফেলে উদ্যোক্তাকে। পণ্য খালাসের পর স্বেচ্ছায় দেউলিয়া হতে আদালতে যায় তারা। আবার কেউ শেষ মুহূর্তে ক্রয়াদেশ বাতিলের ভয় দেখায়। উদ্যোক্তারা জানান, এভাবে কোনো কোনো ক্রেতা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড় আদায় করেছেন।

অনেক উদ্যোক্তা ভুয়া ক্রেতার খপ্পরেও পড়েন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ব্যক্তির প্রতারণার শিকার হয়েছে আটটি কারখানা। শত কোটি টাকার ক্রয়াদেশ দিয়ে মূল্য পরিশোধ করছে না। যা নিয়ে খবর প্রচার করে ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন। পোশাক খাতে প্রায়ই হয় এমন প্রতারণা।

বিজিএমইএর পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল জানান, বিদেশি প্রতারকদের সহযোগিতায় দেশেও কিছু এজেন্ট রয়েছে। এভাবেই প্রতারক চক্র তৈরি করে অসৎ উপায় অবলম্বন করে তারা টাকা হাতিয়ে নেয়। প্রকৃত অর্থে এরা কোনো ক্রেতা নয়।

অর্থ না পেলে বেতন-ভাতা পরিশোধে সমস্যায় পড়ে কারখানাগুলো। ব্যাংক ঋণ পরিশোধও কঠিন হয়। আবার রপ্তানির অর্থ ফেরত না এলে অর্থপাচারসহ নানা আইনি জটিলতায় তৈরি হয়। নেতারা জানান, প্রতারকদের তথ্য নিজেদের মধ্যে বিনিময় করার পাশাপাশি ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবহিত করা হবে।

বিজিএমইএ পরিচালক আব্দুল্লাহ হিল রাকিব বলেন, 'ডিসকাউন্ট যদি যৌক্তিক হয়, সে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকা জরুরি। আর যদি অযৌক্তিকভাবে কোনো ক্রেতা ডিসকাউন্ট চায় বা কোনো উদ্যোক্তা দিতে চায়, আমরা তাদেরকে ওয়ার্নিং দেব। কাজ না হলে সরকারকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

উদ্যোক্তাদের আশঙ্কা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মার্কিন শ্রম নীতিসহ নানা কারণে আগামী দিনগুলোতে ডিসকাউন্ট চাওয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে।

# ইতিহাসের প্রথম ম্যানহাটান

শেষ পৃষ্ঠার পর

উন্নয়ন, শহরে বসবাসরত জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তির আবিষ্কার—এই সবকিছুর সমন্বয় ঘটাতে আমেরিকায় শুরু হয় আকাশছোঁয়া ভবনের নির্মাণকাজ।

কিন্তু সত্যিকার অর্থে ইতিহাসের প্রথম আকাশছোঁয়া ভবন তৈরি হয়েছিল আরও অনেক আগে, ইয়েমেনে। ১৩৮ বছর আগে আমেরিকায় নির্মিত প্রথম আধুনিক স্কাইস্ক্রেপার তৈরি হওয়ারও ৮০০ থেকে ৯০০ বছর আগে ইয়েমেনের মানুষ তৈরি করেছিল ইতিহাসের প্রথম ৮ থেকে ১০ তলা ভবন, যেগুলোকে বলা হয়ে থাকে ইতিহাসের প্রথম ম্যানহাটান। ইয়েমেনে গিয়ে সেই স্কাইস্ক্রেপার শহরগুলো দেখতে না পারলেও সৌদি আরবে গিয়ে দেখে এলাম তার কিছু নমুনা। দেশটির সে জায়গাটি অবস্থিত আবহা অঞ্চলে রিজাল আলমা নামের গ্রামে। সৌদি আরবের এই আবহা অঞ্চল হচ্ছে ইয়েমেনের সীমান্তবর্তী এবং এই অঞ্চলগুলো কয়েক শ বছর আগে মূলত ইয়েমেনেরই অংশ ছিল। এ কারণে ইয়েমেনের অন্যান্য শহরের মতো এই রিজাল আলমাতেও দেখা যায় প্রাচীন উঁচু ভবনের নমুনা।

প্রায় ৯০০ বছর আগে তৈরি করা ৬০টি উঁচু ভবন রয়েছে রিজাল আলমা গ্রামে। এর কিছু ভবন ৮ তলা পর্যন্ত উঁচু। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে জায়গাটি সৌদি আরবের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক বছর আগে এই জায়গাকে পর্যটকবান্ধব করে সাজানোর কাজ শুরু হয়। এরই অংশ হিসেবে রিজাল আলমা গ্রামটি এখন ওপেন এয়ার মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং অভিনব ভবন নির্মাণশৈলীর কারণে ২০১৮ সালে জায়গাটি ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের স্বীকৃতি অর্জন করে।

বর্তমানে রিজাল আলমা গ্রামটি সৌদি আরবের পর্যটনশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। আবহা এলাকায় গেলে আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে রিজাল আলমা গ্রামটিতে যাওয়ার। সেখানে শুধু সেই প্রাচীন গ্রাম ও ভবনই নেই; সেই সঙ্গে আছে সুন্দর সাজানো রাস্তা আর প্যানারোমিক ল্যান্ডস্কেপ। এই দুটি দেখার জন্য একবার হলেও আবহা যাওয়া যায়। শুধু তা-ই নয়, এই অঞ্চলের পরিবেশ সৌদি আরবের অন্য যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি সবুজ। আবহা দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন, মরুভূমির রুক্ষতার বাইরেও সৌদি আরবের আর একটা রূপ আছে!

# অনেক পরিবারের ব্যয় আয়ের চেয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আন্তোনিওতে কনস্ট্রাকশনে একজন সাব-কন্ট্রাক্টর হিসাবে কাজ করেন। তিনি মাথা ব্যথা নিয়ে জরুরি বিভাগে যান, কিন্তু দাঁতে ইনফেকশন ধরা পড়ে। বিল আসে কয়েক হাজার ডলার। শোধ করতে পারছেন না, চিকিৎসা ঋণে রয়েছেন। গঞ্জালেস এখন ব্যয়ের কারণে চিকিৎসার সন্ধান এড়াতে চেষ্টা করেছেন।

খুব কম আমেরিকানরাই(২৬ শতাংশ) বলছেন যে, তারা এমন অপ্রত্যাশিত ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ দিতে সক্ষম বা অবসর গ্রহণের পর যথেষ্ট অর্থ (১৮ শতাংশ) আছে। মাত্র এক-তৃতীয়াংশরা বলছেন যে, তাদের আর্থিক পরিস্থিতি তাদের ব্যয় ধরে রাখতে পারে। যদিও অতিরিক্ত ৪২ শতাংশ বলেছেন যে, তারা কিছুটা মানানসই।

পিটসবার্গের শাপিরো অবসরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন কিন্তু অবসরের অর্থ জীবন চালাতে যথেষ্ট নয়। তার স্ত্রীর ৩০ হাজারের বেশি ছাত্র ঋণ আছে, যা এ পরিবারের আর্থিক সঙ্কটের কারণ। এই দম্পতি গত বছর নিজ বাড়িটি বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উচ্চ হারের মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে তাদের মর্টগেট রেট ৩.৪ শতাংশ হারে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমান গড় দীর্ঘমেয়াদী মর্টগেট রেট এই মাসে ৭.৫১ শতাংশে পৌঁছেছে, যা অক্টোবর মাসে ছিল ৭.৭৯ শতাংশ।

১০ জন আমেরিকানদের মধ্যে ৩ জন আমেরিকান বলেছেন যে, তারা গত বছরে উচ্চ সুদের হারের কারণে বড়ো ধরনের কেনাকাটা বাদ দিয়েছেন। প্রায় ৪ জন প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ১ জনের ছাত্র ঋণ রয়েছে। তারপ্র অক্টোবর মাসে শেষ হওয়া ফেডারেল লোনের উপর মহামারী-যুগের অর্থ প্রদানের বিরতি, এ সঙ্কটে আরো অবদান রাখছে।

এ বছর আমেরিকানদের পণ্যমূল্য বৃদ্ধির বড়ো ধকল সইতে হয়েছে। শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর সবচেয়ে সাম্প্রতিক কনজিউমার প্রাইজ ইনডেক্স (CPI) রিপোর্ট অনুসারে, নভেম্বর ২০২১ থেকে নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে খাদ্যের দাম ১০.৬ শতাংশ বেড়েছে এবং নভেম্বর ২০২২ থেকে নভেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে খাদ্যের দাম ২.৯ শতাংশ বেড়েছে।

নভেম্বর ২০২২ থেকে নভেম্বর ২০২৩-এর মধ্যে বার্ষিক বৃদ্ধিতে রয়েছে, হিমায়িত নন-কার্বনেটেড জুস এবং পানীয় (১৮.৬ শতাংশ), ভেন্ডিং মেশিন এবং মোবাইল বিক্রেতাদের কাছ থেকে খাবার (১৪.৬ শতাংশ), কাচা গরুর মাংস (১২.৫ শতাংশ), কাচা গরুর মাংসের স্টিক (৯.১ শতাংশ), গরুর মাংস এবং বাছুর (৮.৭ শতাংশ)।

নভেম্বর ২০২২ থেকে নভেম্বর ২০২৩-এর মধ্যে বার্ষিক হ্রাসে রয়েছে, ডিম (২২.৩ শতাংশ), লেটুস (১০.২ শতাংশ), আপেল (৫.৮ শতাংশ), টমেটো (৪.৪ শতাংশ) এবং তাজা সবজি (৩.১ শতাংশ)। শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ব্যুরো সহ বেশ কয়েকটি ফেডারেল সংস্থা দ্বারা খাদ্যের দামগুলি ট্র্যাক করা হয়।

রিপাবলিকান নাকি ডেমোক্র্যাট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির ইস্যুটি পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত–এ মতামতে ১০ জনের মধ্যে ৩ জন আমেরিকান, কোনো পক্ষকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না বলে জানান।

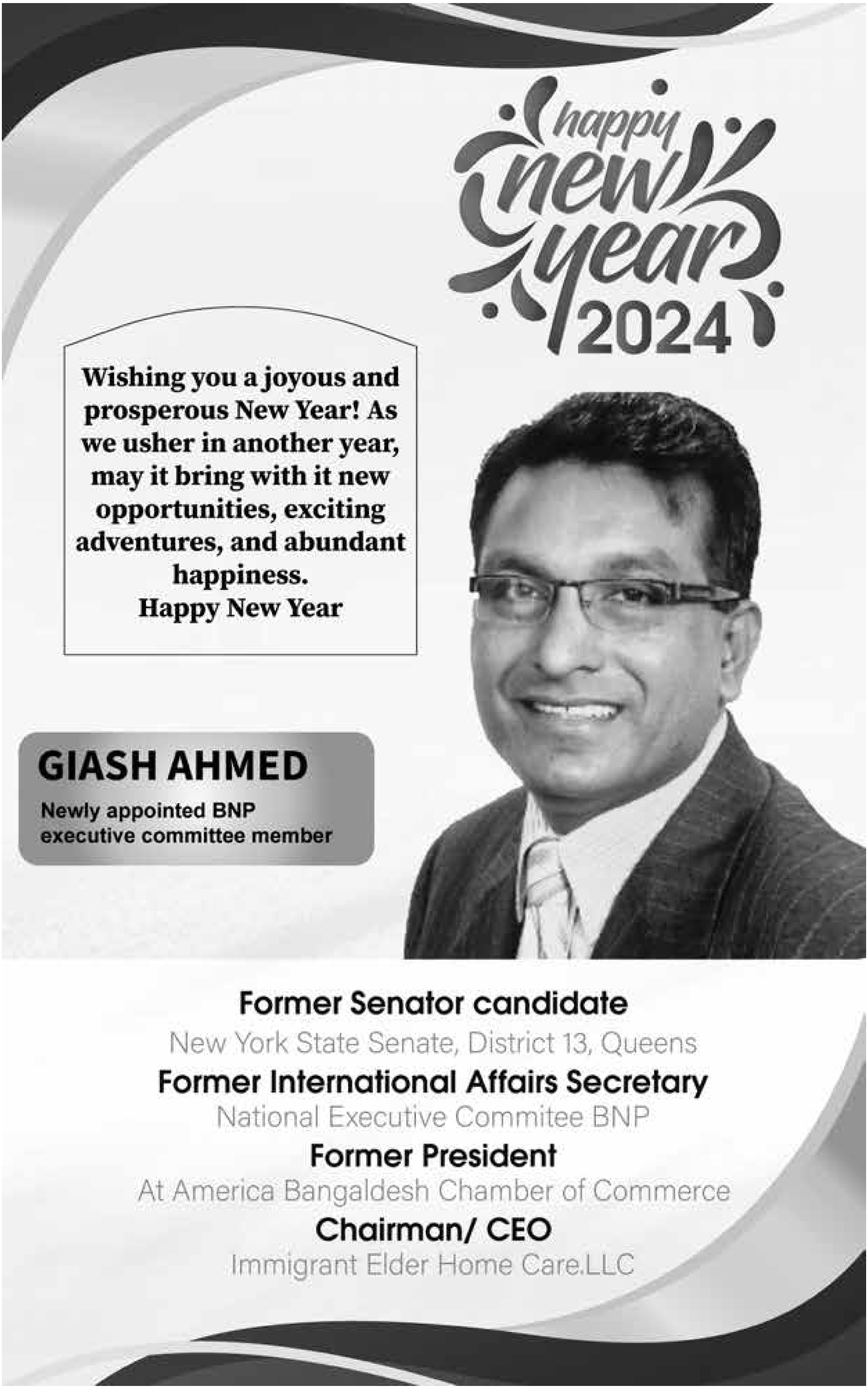
happy new year 2024
Wishing you a joyous and prosperous New Year! As we usher in another year, may it bring with it new opportunities, exciting adventures, and abundant happiness.
Happy New Year
GIASH AHMED
Newly appointed BNP executive committee member
Former Senator candidate
New York State Senate, District 13, Queens
Former International Affairs Secretary
National Executive Commitee BNP
Former President
At America Bangaldesh Chamber of Commerce
Chairman/ CEO
Immigrant Elder Home Care.LLC

# দুই সমুদ্রের মধ্যখানে উর্বশী দেশ

**মোস্তফা তানিম**

ডোমিনিকান রিপাব্লিক নামে একটা দেশ আমেরিকার একেবারে কাছেই রয়েছে, যার হদিস উত্তর আমেরিকার অনেকে জানেন, অনেকেই জানেন না। এই দেশটি আটলান্টিক এবং ক্যারিবিয়ানের মধ্যখানে একটি বড় সড়ো দ্বীপ। সেই দ্বীপটি আবার হেইতি নামের দেশটিও ভাগাভাগি করে নিয়েছে। হাইতির মানুষদের বলে হেশিয়ান। পুনঃপুনঃ ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হাইতি দেশটি বারবারই যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদে আসে, কিন্তু ডোমিনিকান রিপাবলিক সংবাদে আসে না।

"তোমাদের এই দ্বীপটা কতবড়?" এই কথা জাবিনো ক্যাস্ট্রোকে জিজ্ঞস করায় সে রুষ্ট হয়ে বললো, "ডোমিনিকান রিপাব্লিক একটা দেশ, দ্বীপ না।" অথচ ম্যাপে আমি দেখেছি এটা পরিস্কার একটা দ্বীপ। তাকে বললাম "লো সোনতিও", যার বাংলা হলো দুঃখিত। সে উবার চালায়। কিন্তু বহুদিন আমেরিকার হিউস্টনে থেকেছে। প্রায় তিরিশ বছর। তবে এখনও ইংরেজিতে অস্পষ্টতা আছে।

এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে আমেরিকায়। মেয়ে জামাইর নাম আলী, ইরকি ছেলে। আমার নাম তার স্ক্রিনে উঠেছে, ছবিসহ। সে আগ্রহের সঙ্গে আমাকে জানতে চাইলো, আমি ইরকি কি না। আমি বিরক্ত হয়ে "না" বলায় , সে আবারও জিজ্ঞেস করলো ইরাকের কাছে ধারে কি না। বাংলাদেশ কোথায় সে সঠিক জানে না। মনে মনে ভাবলাম, কেউ আমাকে ইরাকি ভেবে ভুল করলে কি আমার রাগ হওয়া উচিত? অন্য দেশ, যেমন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা?

আগামী বছর সে পাত্তাড়ি গুটিয়ে আবার আমেরিকায় যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? এতো সুন্দর একটা দেশ! কী চমৎকার আবহাওয়া, সবুজাভ নীল সমুদ্র, নারকেল গাছের সারি। এসব ছেড়ে আমেরিকায় কেন? তোমাদের পার ক্যাপিটা ইনকামও তো অনেক ভালো, পঁচিশ হাজার ডলার। ক্রাইম অনেক কম। তাহলে কেন? "

সে উত্তরে বললো, "পঁচিশ হাজার? নাহ , আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম তিরিশ হাজার। কিন্তু ডলারের অনেক শক্তি। তার উপর আমার মেয়ে আমেরিকায়, সেই যে জন্যে যেতে চাই। "

যে জায়গাটিতে এবারের ডিসেম্বরের ছুটি কাটাতে এসেছি, বা আসতে বাধ্য হয়েছি, তার নাম পুনতা কানা। হাওয়াই শুনলে আমাদের সামনে যে নৈসর্গিক ছবিটি ভেসে উঠে, পুনতা কানাও সেরকম একটা ছবির মতো নিপাট সুন্দর জায়গা। যুক্তরাষ্ট্র আর ক্যানাডায় এখন শীত। কিন্তু বিমানে মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টা ভ্রমন করতেই অদ্ভুত উপায়ে যেন নাতিশীতোষ্ণ জায়গায় চলে এলাম। এখানে ফুরফুরে বাতাস, সমুদ্রের ঈষদুষ্ণ নীলাভ জলের ঢেউয়ের প্রবল হাতছানি, এই ডিসেম্বরে। এর কারণটা ভূগোলের অংশ। অক্ষ্যাংশ বরাবর একটু ভ্রমণ করলেই মানুষ শীত থেকে গ্রীষ্মের দেশে যেতে পারে। কিন্তু দ্রাঘিমাংশ বরাবর অনেক দূরত্ব ভ্রমণ করলেও লাভ হবে না , একেবারে পৃথিবীর উল্টা দিকে গেলেও দেখা যাবে একই রকম শীত, অথবা গ্রীষ্মে একই রকম গরম।

যাই হোক, এটা আসলে দ্বীপই। এই দ্বীপের নাম হিস্পানিওলা। বলা হয় কলম্বাসের সেই প্রথম তিনটি অভিযানে সে এখানেই এসেছিল, এই দেশের যে রাজধানী, সান্তা ডোমিংগো , সেটাই ইউরোপীয়ানদের প্রথম গোড়াপত্তন, এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে। প্রথম আসে স্প্যানিয়ার্ডরা। তারপর ফরাসিরা নাকি দস্যুর বেশে এসে হিস্পানিওয়ালা দ্বীপের পশ্চিম দিক দখল করে নেয়। এখন প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার বর্গমাইল জুড়ে ডোমিনিকান রিপাব্লিক। আর পশ্চিম দিকে তার থেকে একটু কম, সাড়ে দশ হাজার বর্গ মাইলের হাইতি। সব মিলিয়ে হিস্পানিয়ালা দ্বীপের আয়তন ঊনত্রিশ হাজার বর্গমাইল, অর্থাৎ এই দুটি দেশ একত্রে বাংলাদেশের থেকেও কম জায়গা নিয়ে অবস্থান করছে।

পুনতাকানা থেকে কাছেই একটা শহর, নাম ইগুয়ে। সেখানে একদিন গেলাম। যেতে যেতেই ট্যাক্সি ড্রাইভার গিলের্মোর সঙ্গে খাতির হয়ে গেলো। সে আবার জাবিনোর মতো আমেরিকা কেন, এই দেশের বাইরে কোথাও কোনওদিন নাকি যায় নি। কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলছে, "আমি তো আর কোনও দেশে যাই নি, কিভাবে তুলনা করবো?" সরল উত্তর। ইংরেজি শিখেছে ট্যুরিস্টদের কাছে।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "সবখানে দেখছি লেখা প্রেসিডেন্টে , কী এটা ?" সে হেসে বললো, "এটা আমাদের বিখ্যাত বীয়ার কোম্পানি।" তারপর যোগ করলো, আমি সাত বছর আগে নুলো ডুবিয়ে এসব খেতাম, এখন আর খাই না। "কেন?", একথা জিজ্ঞেস করায় সে উপরে হাত উঠিয়ে দেখালো, অর্থাৎ সে এখন ধার্মিক হয়ে গেছে। তাতে আমি খুশি হলাম এই জন্যে যে, সে আমার কাছ থেকে নাহক বেশি পয়সা নেবে না। তবে দর্শনীয় স্থান হিসাবে তার সঙ্গে দেখতে হলো একটা চার্চ। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, এর স্থাপত্য অসাধারন। পাঁচ শ' বছর আগের তৈরী, স্থপতি নাকি ফরাসি। সে উৎসাহে গাড়ি বন্ধ করে, আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে অনেক ছবি তুলে দিল। চার্চের নাম বাসিলিকা। গোটা শহরটাই এই চার্চের জন্যে বিখ্যাত। এমন কি গোটা দেশের মধ্যেই এটা বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শন। পরেরদিন সেই বিখ্যাত চার্চে এদেশের প্রেসিডেন্ট লুইস অবিনাদের গিয়েছিল। একটুর জন্যে তার সঙ্গে দেখা হলো না। এই কথা বলতেই পরেরদিন এখানকার বিখ্যাত মানুষদের নিকটজন "মাতেও" বললো, "এ আর এমন কি! তুমি চাইলে কালই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কফি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

মাতেওর সারা শরীরে উল্কি, পেশীবহুল এক যুবক। সঙ্গে এক অপূর্ব তন্বী গার্ল ফ্রেন্ড। তার বাবা এই দেশের জেনারেল ছিল। সে ইংরেজীতে আমাকে বললো, "মেয়েদের মন পাওয়া খুব মুশকিল বুঝলে মোস্তফা, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই, সে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।" মেয়েটি স্প্যানিশ, ইংরেজি ভালো বোঝে না, সে মিটিমিটি মজার হেসে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

রাস্তায় দেখি নির্বাচনী পোস্টার। খুব বেশি না, ছবি সহ বড় বড় দুয়েকটা বিলবোর্ড। লেখা খুবই কম। জিজ্ঞেস করলাম, "কাকে ভোট দিলা? কে জিতলো?" আশ্চর্যের ব্যাপার এদের তিনজনের সবাই গতবার ভোট দিয়েছে এইবার ভোট দেবে না। নির্বাচন সম্পর্কে তাদের কোনোই আগ্রহ নেই। কারণ, সেই নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নাকি তার নির্বাচনী ওয়াদা রাখে নি। এখন যাকেই তারা ভোট দেবে, সেও একই কাজ করবে। তাই তাদের উৎসাহে প্রবল ভাটা পড়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "ওয়াদাটা কী ছিল?" এবার জাবিনো উষ্ণ গলায় বললো, "জানো না? এখানে সরকার আমাদের সব টাকা পয়সা নিয়ে নিচ্ছে!"

আমি উত্তর দিলাম, "ট্যাক্সের কথা বলছো তো? সে তো সব দেশেই আছে! আমেরিকায় কি ট্যাক্স কম?"

সে তাতে দমল না। বললো, "আরে এসব ট্যাক্সের টাকা বড় বড় সরকারি কর্মকর্তারা চুরি করছে! প্রেসিডেন্ট আবু নাদের কথা দিয়েছিল তাদের সবাইকে ধরবে। সে অফিসে আসার পরে কেউ কেটা একজনকে ধরে জেলেও পুরেছিল। কিন্তু তারপর? তারপর সে চুপ হয়ে গেলো। আর কাউকে ধরে না। সব পলিটিশিয়ান এক। জনগণের টাকা এরা লুটপাট করে, করবে। কাজেই ভোটই দিব না।"

দেওয়ালে কোনো "চিকা মারা" নেই। শহরে বিশাল বিশাল পোস্টার নেই, অথচ তাদের নির্বাচনের খুব বেশি দেরিও নেই। একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো, জনগণের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে মার্ মার্ কাট কাট ভাব নেই। হোক, চলুক, আমরা বঞ্চিত হবোই, এইটুকুই। গড়পড়তা জনগণ যে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাও মন হলো না।

এদের ইক্ষু খেত অনেক। গিলের্মো বললো, "গাড়ি থামাই, তুলে থেকে তুলে একটা আস্ত আখ খাও? এটা কিন্তু খেতে মিষ্টি।"

তখন মনে পড়লো, দেশে ছেলেবেলায় এই আখ কত খেয়েছি! দাঁত দিয়ে ধরে ছোকলা ছিঁড়ে আনা , তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে মিষ্টি রস বের করে খাওয়া। সে হয়তো ভাবছে এ কী বস্তু তাই আমি জানি না।

ইগুয়ে নামের ছোট্ট শহরটিতে নিয়ে গিয়ে গিলের্মো মুরগির মাংস দিয়ে ভাত, তার সঙ্গে খেলাম মাস কালাইয়ের মতো এক ডাল খাওয়ালো। সেই ডাল এতো মজা যে আরেক বাটি অর্ডার দিলাম। গিলের্মো তাতে মহা খুশি। বুঝলাম মাস কালাইয়ের ডাল তারও পছন্দের খাবার। তবে আরেকটা খাবারের কথা না বললেই না। তা হলো গরূপার মাছ। এখানে বলে "মেরো।" সেটা বাংলাদেশের কোরাল মাছের মতোই। এই মাছটি প্রায় প্রতিদিন খাচ্ছি, তবুও অভক্তি আসে না।

ডোমিনিয়ন রিপাবলিককে চেনা যাবে একটা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে, যা আমেরিকার প্রতিটা গ্রোসারি স্টোরেই আছে। সেটা হলো "ডোমিনিয়ন সুগার" । ডোমিনিয়ন রিপাবলিকের আখ দিয়েই তা তৈরী। এদের এক বিশাল কোম্পানি, নাম "রোমানা" । তারাই এখানে সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্ম সংস্থান করেছে। তবে "ফোর্সড লেবার" এর অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র এই কিছুদিন আগে তাদের কালো তালিকা ভুক্ত করেছিল।

হার্সি কোম্পানির যত ক্যান্ডি, এই দেশটি থেকে তার মিষ্টতা আসে। এখনও আবহাওয়া চমৎকার। মুজতবা আলীর মতো বলতে হয়, এখানে এসে নারকেল গাছের ছায়ায় বসে সমুদ্রের নোন বাতাসে শ্বাস নিলে আপনি জীবনের সব কষ্ট ভুলে যাবেন। তাজি ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারবেন।

ওহ, পুনতা কানা নামটা শুনে আমাদের একটু বিশ্রীই লাগে, কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় নামটা খুবই মিষ্টি। এর মানে হচ্ছে পাম গাছের পাতার প্রান্ত। নামটা তাৎপর্য পূর্ণ। এই "কানা" নামের গাছটি পাম গাছের মতো, কিন্তু অনেক ছোট। এর পাতা হোগলা পাতার মতো। সেই পাতা দিয়ে ঘরের চালা বানানো যায়। আর এই জায়গাটা তাদের দেশের এক প্রান্তে। "পুনতা" মানে প্রান্ত। কাব্যিক নাম।

সব ভালো বলা ঠিক না। খারাপ তো আছেই। না হলে লোকেরা এই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যেতে চাইবে কেন? এখানে গ্রোসারি স্টোরে গিয়ে কলা কিনছিলাম। দেখি ভোমা এক মেশিনগান কাঁধে ঝুলিয়ে গার্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে এসেও সে একটা শ্যান দৃষ্টি দিল। ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর। এই লোকের তীর ধনুক চালানোরও সাহস আছে বলে মনে হয় না। ছোট্ট গ্রোসারি স্টোর। এখানে সে কাঁধ থেকে নামিয়ে মেশিন গান নামিয়ে তাক করার আগেই সেটা সামনের কফি সেলফে লেগে আটকে যাবে। আমি একটু হেসে তার মেশিন গানের দিকে তাকালাম। হায়, হায়! এ তো প্লাস্টিকের তৈরী!

পরে শুনলাম, এগুলো তারা স্থানীয় মানুষদের ভয় দেখানোর জন্য রেখেছে। কেউ এসে যেন দুঃখের কথা না বলে যায়। টাকা পয়সা না চায়। অথবা ট্যুরিস্টদের কাছে চড়া দামে কিছু বিক্রি করে মুনাফা না করে। তাদের বিরক্ত না করে. হায়রে দুনিয়া! সে তো এমনিতেই দুঃখে ভরপুর! এর মাঝে আমরা সুখের দ্বীপ বানিয়ে রেখেছি। সেখানে মেশিন গান দিয়ে পাহারা বসাই , যেন দুঃখরা ঢুকতে না পারে। যার হাতে ধরিয়ে দিয়েছি মেশিনগান, তার জীবনই যে দুঃখে ভরপুর!

কিছু একটা সুখের কথা দিয়েই শেষ করি। যদি এখানে আসেন, অবশ্যই কলা খাবেন। একটার দাম "সিঙ্কুয়েন্তা পেসো।" এক ডলারে সাতান্ন পেসো হয়। কাজেই হিসাব করে বের করুন পঞ্চাশ পেসোতে কয় টাকা। এটা অবশ্য ট্যুরিস্ট এলাকা। বাইরে হয়তো এর দাম এক টাকাও না। সুস্বাদু, সেই আগেকার দিনের বাংলাদেশের কলার মতো। মন ভরে যায়।

আরেকটা ঘটনা বলেই শেষ করি। বীচে গেলাম। ভয়ে ভয়ে সাথে একটা বই নিয়েছি। "হুগো" পুরস্কার পাওয়া দারুন একটা বই। কিছুতেই ছাড়তে পারছি না। ভয় হলো, মানুষে না আবার হাসে। কিন্তু অবাক কান্ড, সী বিচে অর্ধেক মানুষই চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বই পড়ছে। না, শুধু বয়স্করা যে পড়ছে তা না। একেবারে হাল আমলের তরুণ তরুণীরাও গল্পের বই নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে যাচ্ছে। কে বলে নতুন জেনারেশন বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে!

আমি খুশি হয়ে অপূর্ব সূর্যালোকে শুয়ে বইটা পড়ছি। সামনেই কয়েকজন স্প্যানিশ বসেছে। তাদের সবাই পানিতে নেমে গেছে। শুধু এক তনুশ্রী তরুণী ঠিক আমার সামনে উপুড় হয়ে বই পড়ছে। বেলা বাজে আড়াইটা। বই পড়তে পড়তে এর মধ্যে খিদা পেয়ে গেলো । সাথে ব্যাগ। সেই তরুণীর কাছে গিয়ে স্প্যানিশে বললাম, "পুয়েডেস কুইডার মি বোলসো ?"

সে ইংরেজিতে উত্তর দিল, "শিউর। তুমি ঘুরে আসো, আমি দেখছি।"

খুশি হয়ে বললাম, "তুমি ইংরেজিও জানো ?"

সে বই রেখে আমুদে ভাব করে বললো, "আমি চারটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানি।"

"কী কী ?"

"স্প্যানিশ, ইংলিশ, পর্তুগিজ, আর ফ্র্যাঞ্চ। তবে ফ্র্যাঞ্চটা অতো ভালো আসে না। কোনও রকমে কাজ চলে। "

"বাহ্, আমি মাত্র দুইটা ভাষা জানি। তবে স্প্যানিশও শিখতে চাই।"

সে হেসে বললো, "কি শিখতে চাও স্প্যানিশে?"

"এই ধরো, এই দেশটা খুব ভালো লাগছে।"

"আমো আস্তে পাইস।"

"বাহ্। আচ্ছা, আমি তোমাকে ভালোবাসি এর স্প্যানিশ কী ?"

"তে আমো। "

"তুমি আমার জান , এটার স্প্যানিশ?"

সে আমার চালাকি বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বললো, "আমোর। "

ধুর, কি যে জিজ্ঞেস করছি। বললাম, "এর উত্তর কি হবে?"

সে বই রেখে উঠে পড়লো। আরেকটা মুচকি হাসি দিয়ে সমুদ্রের পানির দিকে হেঁটে গেলো।

পানিতে নেমে ঢেউয়ের সঙ্গে যেন সে মিশে গেল। আমি দূর থেকেই জিজ্ঞেস করলাম, "উত্তর কী ?"

বাতাসে অর্ধেক শোনা যায় কি যায় না, ভেসে এলো , "তাম্বিয়েন। "

তারপর সে সমুদ্রের অজস্র নীল ঢেউয়ে হারিয়ে গেলো।

# মিউজিকের শহর-সালজসবার্গ

**রোমেনা লেইস**

অস্ট্রিয়া- দেশটির ৬০ ভাগ জুড়ে আছে আল্পস পর্বতমালা এবং দক্ষিণ থেকে পূর্বে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার পথে বয়ে চলেছে ঐতিহাসিক দানিউব নদী। সালজসবুর্গ বা সালজসবার্গ অস্ট্রিয়ার সবচেয়ে নয়নাভিরাম শহরগুলির একটি। এটি সালজাক নদীর তীরে আল্পস পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত। শহরটি বিখ্যাত সুরকার Wolfgang Amadeus Mozart ভোলফগাং আমাদেউস মোৎসার্ট

জন্মস্থান।এখানকার বাৎসরিক সঙ্গীত উৎসবগুলি সারা বিশ্বে সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে পরিচিত। এখানে অনেক পর্যটক বেড়াতে আসেন। নিঃসন্দেহে সালজসবার্গ রোমান্টিক, রহস্যময় এবং সঙ্গীতের শহর। সালজবার্গ আর্চবিশপদের আয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল হ্যালিন ডুরনবার্গের লবণ। সালজবার্গ (Salzburg) শহরের নামটা এসেছে সালজ (salz) শব্দ থেকে যার অনুবাদ হচ্ছে সল্ট বা লবণ। জার্মানির একদম সীমান্ত ঘেঁষা এই শহর ডেভেলপ হয়েছে সল্ট

মাইনের কারণে। সালজাক এবং ইন বাভারিয়ার সীমান্তে ও বার্চটেসগাডেনে লবণের আমানতও ছিল। সালজবার্গ এর মাঝে দিয়ে বয়ে গেছে সালজাক নদী, যার উপরে দিয়ে একটু পর পরই ব্রিজ। এর মাঝে একটা ব্রিজ স্পেশাল, লাভ লক ব্রিজ। পুরো ব্রিজে রংবেরঙের তালা ঝুলানো আর তাতে মানুষ তাদের ভালবাসার মানুষের নাম

লিখে তালা বন্ধ করে চাবিটি নদীতে ফেলে দেয়। আমরা সেপ্টেম্বর এ ট্রেনের টিকিট করি ডাইরেক্ট বাকস (সুইজারল্যান্ড) টু সালজসবার্গ।টিকিট করার তিনদিন পর থেকে মেসেজ আর ইমেইল আসতে শুরু করে কন্স্ট্রাক্সনের জন্য শাটল বাস নিয়ে অদল বদল করে যেতে হবে।খুব টেনশনে পড়ে গেলাম । সাথে পঁচিশ কেজি ওজনদার চেক ব্যাগ আছে, টানা হেঁচড়া কতদূর করতে পারবো ভেবে। হোটেলটির মায়ায় পড়ে গেছি পাঁচদিনে। ভোর পাঁচটা থেকে ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায় দশটা পর্যন্ত। ফ্রী ব্রেকফাস্ট । এ যেন মামার বাড়ি । ব্রেড , ডিম, কেক, মাফিন,

প্যান কেক, ব্যাগেল, চীজ, বাটার,জেলী নানান রকম ফলমূল, নানা রকম সসেজ, সিরিয়াল ওটমিল দুধ, ইওগার্ট, চা কফি সব, সব সাজানো। কী নেই। আমরা ঝটপট ব্রেকফাস্ট সেরে নিই। ভোর ছয়টায় নাস্তা সেরে সাতটায় বের হয়ে গেলাম হোটেল থেকে । বিদায় জোলিকোফেন। জোলিকোফেন থেকে বার্ন। বার্ন থেকে জুরিখ । জুরিখ থেকে (Bucks)বাকস। বাকস ট্রেন স্টেশনে টিয়া রং জ্যাকেটে বিস্ময় চিহ্ন নিয়ে

কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এরা আসলে হেল্প করছে মানুষকে সঠিক জায়গায় সঠিক বাসে চড়তে। এটি বর্ডার দুই দেশের। মূলত আজ সুইজারল্যান্ড ছেড়ে অস্ট্রিয়া যাচ্ছি। মনে সংশয়! অস্ট্রিয়া কী সুইজারল্যান্ডের মতন হবে নাকি! বাকস থেকে

শাটল বাস। বাস আমাদের দুইঘন্টা পর সেন্ট গেলন এ নামিয়ে দিলো।দুই ঘন্টার বাস জার্নি ছিলো খুবই আনন্দময়। বাস ড্রাইভার ছিল খুব হাসিখুশী। কথা বলছিল জার্মান ভাষায়। প্রত্যেকটা কথা বলার আগে ও পরে ও হাসে। দুইপাশে মনোরম দৃশ্য। ওখান থেকে আমরা ট্রেনে উঠলাম । ট্রেনটি সালজসবার্গ হয়ে ভিয়েনা, তারপর বুদাপেস্ট যাচ্ছে ।আমাদের পাশে দুই যুবক যাত্রী । দুজনেই দাড়িওলা। খুব গল্প করছিলো ওদের ভাষায় । ওদের একজন স্বপ্রনোদিত হয়ে আমার লাগেজ (চেক

ব্যাগ) উপরে তুলে রাখলো।আমি বললাম- তুলে রাখলে নামার সময় নামিয়ে দিতে হবে যে। ও হেসে বললো -নিশ্চয়ই দেবো। ওর নাম রাফায়েল। অন্য জন ডেভিড, ওর বন্ধু। রাফায়েল সুইস। আর ডেভিড অস্ট্রিয়ান। ওরা দুজনেই যাচ্ছে ভিয়েনা । ওরা জার্মান ভাষায় কথা বলছিলো । ওদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম সুইজ্যারল্যাণ্ড

ভাল না অস্ট্রিয়া? দুজনেই একসাথে বললো নিশ্চয়ই জার্মানী নয়; অস্ট্রিয়া। বুঝতে পারি জার্মানদের অপছন্দ করে । রাফায়েল অনেকদিন সালজসবার্গে ছিল॥ ও মোজার্টস নিয়ে বললো। ডেভিড ভিয়েনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মোজার্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন সালজবার্গে একটি সংগীত বোদ্ধা পরিবারে। মোজার্টের বাবা ছিলেন সুরকার ও বেহালাবাদক। তিনি তার ছেলেকে বেহালা, অর্গান এবং হার্পসিকর্ড শেখাতেন। মোজার্ট, সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার পুরো জীবনে, প্রায় চারশ টি গান রচনা করেছিলেন।তার দুটো বাড়ি। প্রথম বাড়িটি ছিল মার্কেটপ্লাটজে। যেখানে জমজমাট সংসার ছিল আমেদিউস মোজার্টের বাবা লেওপোল মোজার্টের। কিন্তু একসময় সদস্য সংখ্যা বেশী হওয়ায় বাড়িটা ছোট হয়ে পড়ায় তারা হানিবলপ্লাটজে চলে যান। দ্বিতীয় বাড়িটি মোজার্টের নিজের, যেখানে মোজার্ট মিউজিয়ামটি রয়েছে। কিন্তু মার্কেটপ্লাটজের বাড়িটি এখন দর্শনীয় ট্যুরিস্ট স্পট। মোজার্ট মিউজিয়ামটিও দেখার মতো। এখানে মোজার্টের পারিবারিক সংগ্রহশালা রয়েছে। তার কর্মজীবন, সেই সাথে তার সমসাময়িক শিল্পীদের নানা তথ্য জানা যাবে মিউজিয়ামটিতে। ১৮৪২ সালে, মোজার্টের সম্মানে প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল। মোজার্টের সম্মানে সালজবার্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সালজবার্গে মোজার্ট যাদুঘর রয়েছে।অর্থাৎ তিনি যে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যে অ্যাপার্টমেন্টে তিনি পরে ছিলেন সেখানে। মোজার্টের জীবনী রচনা করেছিলেন তার স্ত্রীর নতুন স্বামী। মোজার্টকে সেন্ট মার্কের কবরস্থানে ভিয়েনায় সমাহিত করা হয়েছে। রাফায়েল আর ডেভিড দুজনেই নকরেল নামের ডেসার্ট টেস্ট করতে যেন না ভুলি তা বলে দিল। আমরা মুসলিম পান করি না শুনে বলে দিলো এখানকার বিয়ার বিখ্যাত।

অস্ট্রিয়া ইহুদি অধ্যুষিত ছিল। ১৯৩৮ সালের মার্চ থেকে ১৯৪৫ সালেরএপ্রিলের মধ্যে অস্ট্রিয়ার অধিকাংশ ইহুদীকে হয় হত্যা করা অথবা নির্বাসনে যেতে বাধ্য করা হয়। ১৯৩৮ সালের আগে অস্ট্রিয়াতে ২ লক্ষ ইহুদি বাস করত। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে এদের অর্ধেকের বেশি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।জার্মানরা ইহুদিদের ব্যবসা ও দোকান পাটে লুটতরাজ চালায়।

প্রায় ৩৫ হাজার ইহুদিকে পূর্ব ইউরোপে গেটো বা বস্তিতে পাঠানো হয়। প্রায় ৬৭ হাজার ইহুদিকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়।যুদ্ধশেষে

এদের মাত্র ২ হাজার বেঁচে ছিল। ১৯৫৫ সালে অস্ট্রিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা

পায়।রাফায়েল আমাদের অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতার ইতিহাস আর মোজার্ৎটের জীবন নিয়ে বলে।ও নিজেও মিউজিক এর সাথে যুক্ত ।কোথায় কোথায় কনসার্ট আছে তা জানালো। ক্রিসমাসের সময় নাকি শহরটি ঝলমলে আলোয় আলোকিত হওয়ায় পরিবেশ

অত্যন্ত উৎসবময় হয়ে ওঠে। আমাদের নিয়ে ট্রেনটি সালজবার্গ পৌঁছালে

রাফায়েল আমার ব্যাগ নামিয়ে দিলো।গল্পে গল্পে সময় কীভাবে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না।আমরা বিদায় নিলাম পরস্পরকে হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল ট্রিপ উইশ করে।

সালজবার্গ একটি সুন্দর গন্তব্য, বিশেষ করে ওল্ড টাউন। অনেক জায়গায় পথচারী-বান্ধব স্থানটি ভাস্কর্য, স্মৃতিস্তম্ভ এবং ফোয়ারা দিয়ে ঘেরা এবং মধ্যযুগীয় হোহেনসালজবার্গ দুর্গ দ্বারা ঘেরা। গ্র্যান্ড অ্যাবে,

ভালভাবে সংরক্ষিত বারোক স্থাপত্য এবং বিস্তীর্ণ সুনিপুণ বাগানগুলি সুন্দর প্যাস্টেলগুলিতে অসামান্য বিল্ডিংয়ের সাথে মিলিত হয়। আমরা সুভেনির হিসেবে কয়েকটা ফ্রিজ ম্যাগনেট কিনে নিয়েছিলাম।মোজার্টের শহরের প্রায় প্রতিটি কোণ সঙ্গীতে পূর্ণ। সালজবার্গ নেমে দুই নম্বর বাস নিয়ে আমরা পৌছে গেলাম হোটেলে।সেল্ফ চেক ইন করতে হয়। কোড দিতেই চিচিং ফাঁক এক মতো

অটোমেটিক খুলে গেল দরজা।ঝকঝকে শুনশান সুন্দর হোটেল রুম।ফ্রেশ হয়ে আবার বাস নিয়ে মূল শহরে গেলাম। খেতে গেলাম তাজমহল নামের রেস্টুরেন্টে। মোগল শাহী খাবার দাবার সব বিদেশীরা বসে খাচ্ছে।আমরাও মন ভরে খেলাম।

রেস্টুরেন্ট এর মালিক লখনৌ এর। খুব কেয়ারিং।পাহাড় এবং স্থাপত্যের এক অদ্ভুত মিশেলে তৈরি আন্টারসবার্গ। শহরের একপ্রান্ত থেকে কেবল কারে চড়ে সোজা পৌঁছে যাওয়া যায় আল্পসের কোলে। চারদিকে সবুজ উপত্যকা। আর তার মধ্যে ছবির মতো প্রকৃতির নৈস্বর্গিক সৌন্দর্য ভ্রমণার্থীদের মুগ্ধ করে। সত্যি কথা বলতে কী বিপি হাই থাকে তারজন্য নিয়মিত ঔষধ খাই পঁচিশ বছর প্রায়।এইভাবে প্রতিদিন বের হই না বহুদিন যাবৎ। ভয়ে ছিলাম খাবার দাবার নিয়েও। কিন্তু বেশ ভাল ভাবে ছয়দিন কেটে গেলো। সকালের নাশতা ভালভাবে করে

হোটেল থেকে বের হই। দুপুরে হাল্কা স্ন্যাকস, ফলমূল। সন্ধ্যায় ডিনার করি ভরপেট। ক্লান্ত থাকি জন্য ঘুম হয় ভাল।

Hellbrunn হেলব্রুন শুধু ক্ষয়িষ্ণু ফোয়ারা নয়, বরং একটি প্রশস্ত পার্ক

যা কৃত্রিমভাবে ল্যান্ডস্কেপ করা পার্কের জমি এবং প্রাকৃতিক বায়োটোপকে ফুটিয়ে তুলেছে। ওয়াটার গেমস এবং ট্রিক ফাউন্টেন সত্যিই একটি অনন্য অভিজ্ঞতা।যা আমরা বিকেলে দেখেছিলাম,যা অভিজ্ঞতায় রহস্য যোগ করে।আমরা রাতের সালজবার্গ দেখে হোটেলে ফিরলাম । নিউইয়র্ক থেকে কেউ যদি এয়ার লাইনস এর টিকিট নিজে না বুকিং দিয়ে এজেন্ট এর মাধ্যমে দিতে চান ইউএস বিডি. কমের

সাহায্য নিতে পারেন। খুবই হেল্পফুল ডাঃ মশিউর রহমান মজুমদার। সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মানী ভ্রমনে ইংরেজী জানা থাকলে

কোথাও কোন সমস্যা হবে না। ট্রেনে প্রথমে জার্মান / সুইস ভাষায়

এনাউন্সমেন্ট হলেও পরে ইংরেজীতে বলে। বোর্ডেও ইংরেজীতে লেখা থাকে। ‘নতুন অচেনা কোনো দেশে গেলে মানুষ শিশু বয়সের বিস্মিত হওয়ার মতা অনুভূতিটি ফিরে পায়।’-বিল ব্রাইসন আমাদেরও সেরকম হয়েছে। সব কিছুই যেন মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দেখেছি। অজানা জায়গায় ভ্রমনের পর আমাদের আত্মবিশ্বাস মজবুত হয়েছে।

# পাহাড় , সমুদ্র আর প্রকৃতি মিলে ছবির মতো সুন্দর স্পেনের আলকুইদা

**বকুল খান**

পালমা দে মায়োর্কা থেকে ফিরে অনেক- দিন থেকে ভাবছি পালমা দে মাইয়োরুকা যাওয়ার। পরিবার নিয়ে ইউরোপ ঘুরার আগে চিন্তা আসলো, সবাই মিলে সোনালী আলোয় আলোকিত রৌদ্রোজ্জ্বল স্পেন দেখার। প্রতি শহরে আছে , নানা বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি। অন্য দেশে যাওয়ার আগে , প্রথমে ঘুরে নেই নিজের দেশ। সাদা ভাই , স্পেনে সকলের কাছে পরিচিত একটি নাম। বাংলা ভাষায় সহজ ভাবে ড্রাইভিংক্লাস করিয়ে রীতিমতো হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন, তাঁর আন্তরিক-আমন্ত্রণ ছিলো বহুদিন থেকে। পাশাপাশি স্পেনের দ্বীপ পুঞ্জগুলো অনেক বিখ্যাত , ইউরোপিয়ান বিশেষ করে স্ক্যান্ডেভিয়ান দেশের মানুষের কাছে। সাদা ভাই ও একসময়ে মাদ্রিদের দক্ষ সংগঠক সেলিম মিয়া ভাইও থাকেন আলকুইদা শহরে। তাদের সান্নিধ্য ও নতুন একটি জায়গা ভ্রমনের উদ্দেশ্যে আলকুইদা ১২-১৩--১৪ নভেম্বর আড়াইদিনের সফর। যে শহরের ইতিহাস দুই হাজার বছরের পুরনো। ১ ঘন্টা দশ মিনিট পরেই প্লেন দ্বীপ রাজ্য পালমা দে মায়োর্কা মাটি স্পর্শ করে। ছোট্ট এই দ্বীপের এই এয়ারপোর্ট দেখে অবাকই হয়েছি এতো বিশাল , যা ইউরোপের অনেক দেশের আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টও চেয়ে বড়। আমাদের রিসিভ করলেন সাদা ভাই , বললেন এবার আমার দায়িত্ব। পরে জেনেছি এখানে পর্যটকদের নিয়ে মৌসুমে দিনরাত বিরামহীন ফ্লাইট উঠানামা করে। বছরে সাত মাস কর্মসংস্থানের ভালো সুযোগ থাকে।

পর্যকদের পদচারণায় সমুদ্র পাড়ে ,হোটেল ,রেস্তরা ,আবাসিক স্থাপনা কোথায়ও মিলে না, ঠাঁই। মার্চ থেকে অক্টোবর ৩০ তারিখ পর্যন্ত। উচ্ছ্বাস ভরা মন নিয়ে গাড়ি ছোটে চললো গন্তব্য আলকুইদা। শহরের মূল কেন্দ্র থেকে ৪৫ মিনিটের রাস্তা।

আলকুইদা, স্পেনের অনন্য সুন্দর এক দ্বীপ পালমা দে মায়রুকাতে অবস্থিত। রোমান, মুর পরে মুসলমানরা এই দ্বীপ শাসন করে দীর্ঘ দিন

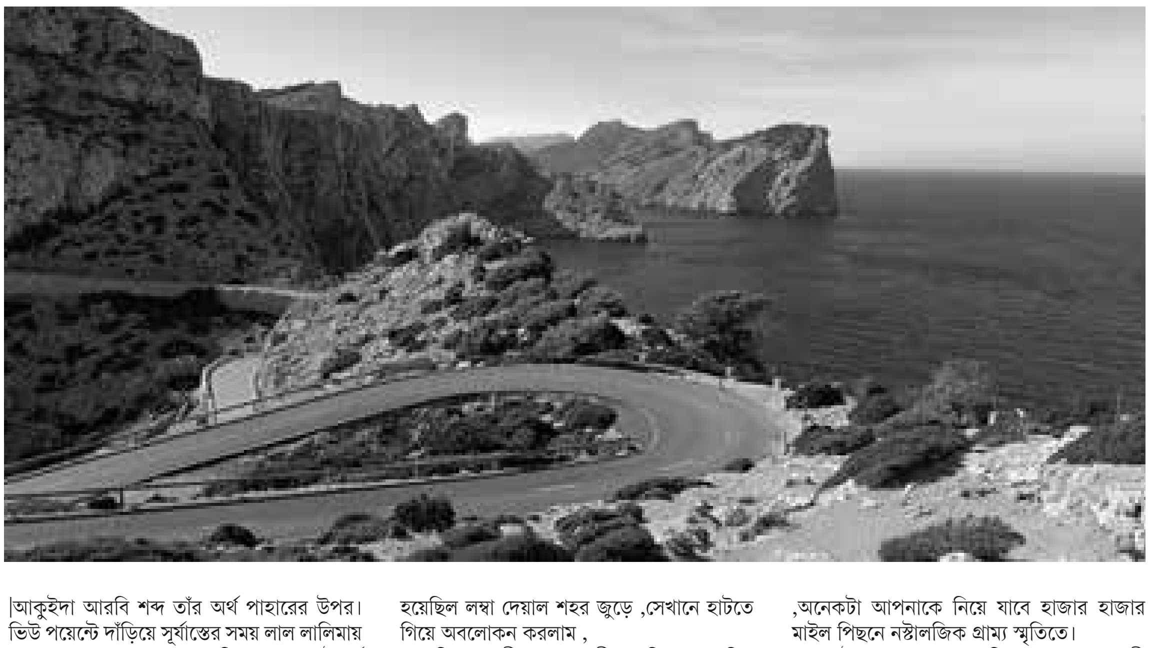

|আকুইদা আরবি শব্দ তাঁর অর্থ পাহারের উপর। ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের সময় লাল লালিমায় রঙে পাহাড় সমুদ্র আর প্রকৃতির অনন্য সৌন্দর্য দৃষ্টির সীমানায় উপভোগ ,পাহাড় থেকে দেখতে যেন ছবির মত একটি গ্রামীণ জনপদ। প্রথম দিন সন্ধ্যার পরে জলদূস্য থেকে রক্ষা পেতে তৈরী হয়েছিল লম্বা দেয়াল শহর জুড়ে ,সেখানে হাটতে গিয়ে অবলোকন করলাম ,

ছিমছাম নীরবতা শব্দহীন পরিবেশে বাড়ির সামনে সারি সারি ফুলের টব সাজানো গুছানো। একই পথে

রাতের অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ,অনেকটা আপনাকে নিয়ে যাবে হাজার হাজার মাইল পিছনে নস্টালজিক গ্রাম্য স্মৃতিতে।

এই গ্রামে খুব কাছাকাছি থাকেন বাংলাদেশী চার পরিবার,উনারা চারজন হলেন পারিবারিক বন্ধু সাদা ভাই , সেলিম ভাই ,জাকির ভাই ও পাভেল ভাই। ওয়াটস আপ গ্রূপে দিয়ে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করে আড্ডা -গল্পে মাতেন। কমিউনিটির কুটকৌশল থেকেই দূরে থাকতে এড়িয়ে যান সভা -সমিতি। বৃষ্টিতে গাড়িতে বসে josna deke বাদাম খান ,কখনো উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ দেখে আনমনে থাকেন।

জাকির ভাই ২০০৭ সাল থেকে এখানে আছেন।

দ্বিতীয় দিনে কাবো দে ফরমান্টে , জাহাজ ও শত্রুদের চিহ্নিত করতে বিশাল দৈর্ঘ্যের উপরে মাস্তুল , যেখানে হ্যাজাক লাইট দিয়ে সিগন্যাল দেয়া হতো ,সাপের মতো পাহাড়ের গা গেসে আঁকাবাঁকা সড়ক , অনেকটা বিপদজনক। তবুও উৎসুক মনের মানেনি কোন বাঁধা। তবে হ্যাঁ একটা কথা বলে রাখি , এদিকের পানি খুব স্বচ্ছ ,বালুকাময়। যাকে বলা হয় ক্রিস্টাল সি। শেষ পর্যন্ত সমুদ্র গোসলের স্বাদ ছেলেকে দিতে পেরেছি,তাতেই বেজায় খুশি ইশবাব। এজন্য সাদা ভাইয়ের চেষ্টার কমতি ছিলোনা। সহধর্মিনী কেয়া খানের শখ ঘুরে বেড়ানো ,তাঁরও বেশ মনে ধরেছে দ্বীপের দিনগুলি।

প্রাচীন স্থাপত্য , বালুকাময় সমুদ্র সৈকত আর ক্রিস্টাল পানি সব মিলিয়ে পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় একটি নাম। বিশেষ করে জার্মান পর্যটরের পদচারনায় মুখরিত থাকে সারা বছর|জার্মান ছাড়াও অন্যান্য ইউপিয়ানদের আগমন ঘটে গ্রীষ্মের ছুটিতে। অনেকেই সমুদ্র পাড়ে বাড়ি গাড়ি করে রেখেছেন।

গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে আসেন, আলকুইদার সৌন্দর্য উপভোগ করে,আবার চলে যান। এই শহরে যারা একবার এসেছেন , ফিরে ফিরে তারা আবারও আসেন। আলকুইদার পার্কিং থেকে সবার সাথে বিদায় নিয়ে সাদা ভাই যখন এয়ারপোর্টে নামান , তখনই সত্যি মনে হয়েছে এই শহরে মায়ায় জড়িয়েছি ,আবার আসবো মায়ার শহরে ভালোবাসার মানুষদের কাছে। আলকুইদার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য যে কাউকে আপনার ব্রেনের নিউরনে অমলিন হয়ে থাকবে , বছরের পর বছর।

## এটা হেমন্ত

### রেজাউদ্দিন স্ট্যালিন

গভীর নিস্তব্ধতা খেয়ে ফেলছে কোলাহল
শিশিরের উত্তেজনা নিয়ে কথা বলছে গণমাধ্যম
লক্ষ্মীপেঁচার সাক্ষাৎকার ভাইরাল
তাঁর বাড়ি ভেঙে দিয়েছে ভূমিদস্যুরা
ভয়ে নিরব হয়ে আছে কাঠবেড়ালি
অবসরে যাচ্ছে মেঘকর্তা
নড়ছে না পাতার নথিপত্র
পিঁপড়েরা দলবেঁধে মিছিলে যাচ্ছে
শীতের আগে খাদ্য চায় তারা
চক্কর দিচ্ছে বাদুড়
খেজুর রসের ইজারা নিয়ে টেন্ডার ফেলবে একা
বুলডোজারের ভয়ে
ঘাসফড়িং মাথায় একটা সবুজ রঙধনু নিয়ে পালাচ্ছে
হাঁটতে হাঁটতে শালিকের স্যান্ডেল ছিঁড়ে গেছে
শীতের আগে ধুলোবাজার থেকে কিনতে হবে জুতোমোজা

এটা হেমন্ত
নদীর মেয়ে স্রোত বাতাসের সাথে ঘর ছেড়েছে
মাছের অভিমান ভাঙাতে জেলেবক পেতেছে কারেন্ট জাল
ধরবে আর মাছরাঙা বাবুদের বাসায় পাঠাবে উপঢৌকন

অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইঁদুর ধানক্ষেতে যে গর্ত খুঁড়েছিলো
গোয়েন্দা মেঠোচাঁদ তা জানিয়েছে থানার বড়গোখরোকে
হাস্নুহেনাকে মোবাইলে পাচ্ছে না প্রজাপতি- নেটের গতি মন্থর
ম্যাসেজ দিয়েছে সূর্যমুখীকে
অপেক্ষা অসীম হয়ে উঠছে

## অকৃতজ্ঞ নই

### কাকন রেজা

রেখে যাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নটুকু, উৎসর্গ হোক
তোমাদের নামে...
যারা ভাবো অকৃতজ্ঞ
চিয়ার্স, এই গ্লাস উৎসর্গ করি মদিরার শামে।

না, কৃতঘ্ন নই, নই সর্বনামে ভূত
এই যে শব্দের কঙ্কাল জুড়ে তৈরি অবয়ব;
বই না হয় উৎসর্গ করিনি
করেছি যাপনের ব্যাকুল অনুভব।

জানি, ব্যাকুলতা বোঝে না কেউ, ভীষণ নিরর্থক
উৎসর্গপত্রে খোঁজে নিজের নাম,
অথচ অবয়বে নির্দেশিকা রয়েছে জুড়ে
প্রতিটা অক্ষর জানে তার সমর্পণ ও সংগ্রাম।

কৃতজ্ঞতা কাকে বলে, ঝুলে থাকা অটোগ্রাফ
দিয়েছিলাম সান্ত্বনা কাকে...
অদৃশ্য কালি লিখে নাম সান্ত্বনাহীন
বেদনারা যাকে মনে রাখে।

## বাজুক পাতার বাঁশি

### দীপংকর গৌতম

ধান ভরা মাঠ গাইছে গান, পাখিদের হাটবার
শীত নেমেছে ঘরের ছাউনিতে
কুয়াশাতে তোমার মুখের ছায়া
খেজুর রসের নলে গান গায় ফিঙে

তোমার জন্য পাতার বাঁশি বাজে ললিত রাগে
সুর তুলেছে নদী
ধলেশ্বরী, পথ হারিয়ে পথের দূরে দাঁড়িয়ে থাকে পথ
তোমারই দ্বারে

নক্ষত্রের উঠোন জুড়ে মেলা
মাটির সোঁদা গন্ধে ভাসে সাঁওতালী সুর মেলা
সোঁদা মাটির বুকে দোলে পারফিউমের ঢেউ
বন্ধু আমার - জন্মদিনে থাকো
গোলাপ ভেজা শিশির জলে হোক না স্নান এবার।

বাজুক পাতার বাঁশি-বারে বারে আসি।

## দূরত্বের ব্যবধান ছড়ায়

### পল্টু দত্ত

আমার ভিতরে বুভুক্ষু মৃত্যুর এক ভয়াবহতা
দূরত্বের ব্যবধান ছড়ায়
স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলা ধরা দেয়ালের খসে পড়া
ইটের পাঁজরে কাঁদে সীমাহীন রোদ।

প্রাণহীন এই অনুভূতি
মানুষের দোর গোড়ায় মুচকি হাসে
আমি বুঝতে পারি
মাটি শুকে তাই আর
সেই সজীবতার গন্ধ পাই না।

কতোগুলো আবর্জনার অভ্যন্তরে
সেই সোনার মাটির সোঁদা গন্ধ
খোঁজার ব্যর্থ প্রয়াস আমার ভিতরে এক
বুভুক্ষু কান্না জমে থাকে।

## একাত্তরের অনুসিদ্ধান্ত

### সাকিব জামাল

বলা যায়, আমার বর্তমান এই হাসিমুখও রক্তে কেনা
একাত্তরে!
অবাক হবার কিছু নেই, এই বাংলায় 'বিজয়' না এলে-
হয়তো হাসতেই ভুলে যেতো বাঙালি- জনম জনম ধরে!
বিশ্বাস না হলে-
চেয়ে দেখো পৃথিবীর পরাধীন প্রান্তরে প্রান্তরে,
ওরা হাসতে পারে না!
বলা যায়, তোমার বর্তমান ঐ হাসিমুখও রক্তে কেনা
একাত্তরে!
অকৃতজ্ঞ হবার দুঃসাহস দেখাও কি করে?
সব পরিস্থিতিতে উচিত হবে-
একাত্তরের বীরদের প্রতি,
এদেশের প্রতি,
এদেশের মানুষের প্রতি,
ভালোবাসা রাখো অন্তরজুড়ে।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, সব অনুজকেই বুঝতে হবে একাত্তরের এই অনুসিদ্ধান্ত।

## মৃধা আলাউদ্দিনের ন্যানো কবিতা

সমুদ্ভাসিত
জলে-ডাঙায় সমুদ্ভাসিত হয়ে দেখি রাস্তা সরে গ্যাছে রাস্তায়।
কোথাও কোনো মেঘ নেই। ক্ষত নেই।
রৌদ্দুরে ভেসে গ্যাছে শুঁড়িখানা...

জ্যাভেলিন

আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করলো একটি মাত্র জ্যাভেলিন
তারপর, চলে গ্যালো একজন শাদা চামড়ার বর্বর মানুষ।
একজন শাদা চামড়ার মানুষ... তবে ওরা ভালো কথা বলে।
বক্তৃতায়ও মন্দ না...

কাবারাস্তানই বাহোত আচ্ছা হ্যায়

গোলবাহার আর গুলিস্তানমে তাকাকে দেখো বাঁচকে রাহেনেকা
তোক্ষার রাওশ্নি; শুঁড়িখানাসে মেরা মাট্টিকা জিন্দাগি
—কাবারাস্তানই বাহোত আচ্ছা হ্যায়...!

## ব্যবধান

### উইলি মুক্তি

তুমি মিথ্যা প্রণয়ের কারিগর
শ্রাবণের অপরাহ্নে ঝড়ো বাদল,
আমি বিরহী দক্ষিণা বাতাস
ফাগুনের আদর মাখা প্রভাত।

তুমি নিরবধি দুর্দম হৃদয় নিধনকারী
ডুব সাঁতারে নিমগ্ন প্রচ্ছন্ন অপরাধী,
আমি গহনো হিয়ার অনন্ত প্রেমী
বিধুর পৃষ্ঠায় রোপণ করি প্রেমময় সম্পত্তি।

তুমি আদিম রাত্রির নক্ষত্রপুঞ্জের হাতছানি
অগণিত অমাবস্যার ইতিহাস,
আমি জ্যোৎস্না শোভিত বরফের গালিচা বিছানো
অভিমানী নিশুতি রাত।

তুমি ধোঁয়া ওঠা বাষ্পের একবিন্দু শিশির
নিমিষেই হাওয়ায় উড়ে যাওয়া বেদনা,
আমি নিষ্পাপ কলমের খরশান অস্ত্র
প্রহরকে ধরে রাখার আকুল প্রার্থনা।

## অরবরই বৃত্তান্ত

### এনাম আনন্দ

যে দেশের দেবতারা কথার ইন্দ্রজালে
ভক্তদের মুখ বন্ধ রেখে সুউঁচ্চ-সুকৌশলে
মজলুমের থালায় ভাগ বসায়
সে দেশে-গোরের দুর্বা হয়ে;
আমাকে কতকাল বুকে আগলে রাখবে মায়াবিনী!
কচি তেঁতুল পাতায়
অসুর আত্নারা জায়নামাজে দাঁড়িয়ে ফন্দিআটে
কখন কীভাবে
শ্রম বেচা মানুষদের ঠকিয়ে গড়া যায়
আকাশচুম্বী অর্থের ইমারত।
আমার গোরে- তুমি আর ফুল দিতে এসো না
যেদিন-
মেহনতী মানুষের ঘাম থেকে কস্তম্বরি সৌরভ ছড়বে
সেদিন সম্ভব হলে আমার বসত ঘরে এসে
অশ্রুসিক্ত চোখের দুফোঁটা জল ফেলে যেও।

রাত ২'২৫। একটা ফোন বাজল, অচেনা নাম্বার থেকে। এত রাতে সাধারণত ফোন আসে না। রিসিভ করতেই ওপাশে কান্না।

'আন্টি কাল সকালে আপনার বাসায় আসবো।'

'কাঁদছো কেন?'

'আমাকে মেরেছে। আর এখানে থাকব না।'

'ঠিক আছে, সকালে চলে এসো। কথা বলবো। এখন ফোন রেখে দাও। চুপচাপ থাকো। ওদের সাথে তর্ক করোনা।'

অনেক রাত। তর্ক করলে যদি আরও মারে। ভয় লাগে। বড্ড ভয়। জীবনের মূল্য কিছুতে হয় না। মরে যাওয়া হল সব শেষ। লড়ে যেতে হবে। লড়তে হলে বেঁচে থাকা চাই।

ভাল্লাগছিল না। আজ মহল্লায়ও বিশাল মারামারি পাশের মহল্লার সঙ্গে। শঙ্কা ছিল। কেউ একজন মরে গেল হয়তবা মেরে ফেললো। শুনলাম হাসপাতালে। তখনও বেঁচে আছে।

মানুষ বড় ভয়ানক প্রাণী। আপাততঃ তাই মনে হচ্ছে।

আবার ফোন! ধরলাম। রাত ২'৫০। কাঁদছে।

'আন্টি আমাকে এখান থেকে বের করার ব্যবস্থা করেন। আমাকে বুকে লাথি মেরে দম আটকায়ে ফেলছিল। আমাকে বাড়ি থেকে বের হতেও দেয়না। আটকায়ে রেখে মারতেছে।'

'দাঁড়াও দেখছি।'

ওর মাকে ফোন দিই। ফোন ধরে ওর বাবা। ওদের সবকিছু কুলসুমই ম্যানেজ করে। বললাম, কুলসুমকে দাও। কিন্তু কুলসুম কথা বলল না। আমি জানি, কেন কুলসুম কথা বলল না। বাবাকেই বললাম, মেয়েকে ওখান থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর। ওকে মারতেছে।

বুঝলাম বাবাও জানে। তাকেও ফোনে বলেছে। তারপর আমাকে। ফোন রেখে দুমিনিট বসে থাকলাম। কানে বেজে চলছে খাদিজার মধ্যরাতের কান্না।

আমি লিখতে বসলাম। কুলসুমের কথা। খাদিজা, কুলসুমের কন্যা। ক'দিন আগে, মাস দুয়েক হয়তো। একটা ফোনকলে কুলসুম কেঁদে বলল, 'আপা আমার মেয়েকে ওরা মারতেছে। ভিডিও কলে দেখাইতেছে মেরে মেরে। বলে লাশ পাঠাইয়া দিবো।'

সেদিন সন্ধ্যা-রাতে বারবার ফোন। অনেক কথা হল। পরের দিন ওরা কোর্টে এল। শুনলাম ওদের কথা। আমি কখনও কাউকে মামলায় উৎসাহিত করি না। জীবনের জটিলতা নিয়ে বলি। ভাবতে সময় দেই। কুলসুমকে বললাম মেয়েকে নিজের কাছে আপাতত রাখতে। অতঃপর মামলা। কিন্তু কুলসুম দ্বিধায়, খাদিজাও। আমি খুব করে বকে দিই। ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলাম।

কুলসুম দৌড়ায় সেই কবে থেকেই। পাঁচবাড়ি কাজ ক'রে সংসার চালায়। কুলসুমের বর দুর্বল -অসুস্থ। লোকমুখে ভালমানুষ। দু' মেয়ে আর ছেলে বড় হল। মেয়ের বিয়ে দিল কম বয়সেই একটু স্বস্তির জন্য। নাতিরও দু'বছর বয়স।

আর ছেলে পোশাক শ্রমিক। এখনও মেয়ের শখ পূরণ করতে সাধ্যের অতীত তৎপর। মামলা করেও আমাকে বলছিল,

'আপা! দেখি ওরা মেয়েটার খোঁজ নিতে আসে কিনা।

আসেনি সাতদিনেও। কুলসুম কমিশনারের কাছে যায় একাধিকবার। কমিশনার ধমকে দেয়, 'মামলা করছ কেন। মামলা তোলে নাও।' ধমক দেয় কুলসুমের বাড়িওয়ালাও।

কাস্টডিতে খাদিজার বর।খাদিজা ভেবেছিল ওরা ভয় পাবে। খাদিজাকে আর নিপীড়ন করবে না, মারবে না। খাদিজার শ্বশুড় চতুর লোক। সে সমাজের মাথাদের হাতে রেখে চলে। সে কমিশনার এবং আরও অনেককে দিয়ে কুলসুমকে শাসায়। কুলসুম কূলকিনারাহীন। ভেবে পথ পায় না।

অবশেষে কুলসুম নিজেই মেয়ে জামাইকে জামিন করায়।

আমি শুধু হলফ করাই যে, ভবিষ্যতে ওরা ভাল জীবন যাপন করবে।

প্রায় দুমাস পর, আজ গভীর রাতে আবার ফোন এল। খাদিজা কাঁদছে! জানি কাঁদছে কুলসুমও।

অনেক দিন কুলসুমের সাথে যোগাযোগ হয়নি। দুদিন আগে কাজ থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়। সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠতেই দেখি দরজায় নক করছে খাদিজা। ফাঁকা ঘর। আমি লক খুলে বসতে দেই। আগে রান্না বসাই। তারপর খাদিজাকে নিয়ে ওঘরে বসি। সে চোখ মুছছিলো। কি হয়েছে জানতে চাই। জানতাম মামুলি যত্তসব।

জীবনের জোড়াতালি খাদিজারা বুঝে না। মধ্যবয়সি নদীর মতো গতিময় ছন্দময় জীবনের শব্দ তার চাওয়ায়।আমি বুঝাতে চাই, বুঝতে চাই নিজেই। আমার শব্দ গড়ার চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। মাঘের শৈত প্রবাহের স্রোত দরজার ওপাশের বারান্দায়। জানালার ফাঁকে সজোড়ে ঠান্ডা বাতাস ঢুকে আমাকে ছুঁয়ে যায় বহুকালের পুরনো শীত, বংশানুক্রমে; ভেঙে ভেঙে।

বকে দেই। বকে দেই খুব করে। বলি, মানিয়ে চলতে না পারলে মায়ের কাছে থেকে যা। মায়ের কাছে তার ঠাঁই মেলেনা। মায়ের জীবনে বড় ক্লান্তি। মায়ের ক্লান্তির ধ্যানে সন্ধ্যার আরতির আকাঙ্খা। শ্রমের ঘামে অন্য দু'সন্তানের ভবিষ্যত।

খাদিজা চোখের জল মুছতে মুছতে সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকি।

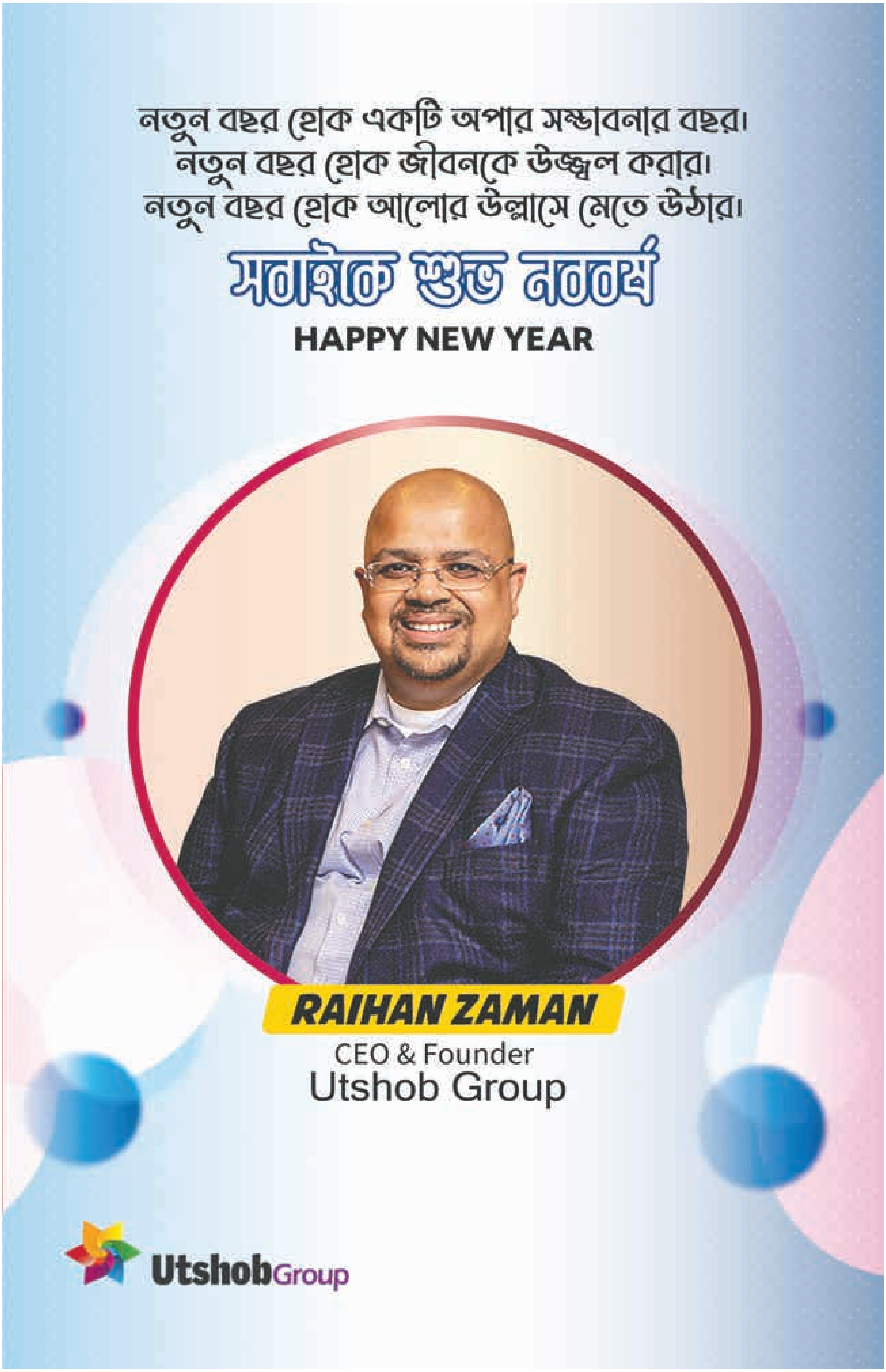
নতুন বছর হোক একটি অপার সম্ভাবনার বছর।
নতুন বছর হোক জীবনকে উজ্জ্বল করার।
নতুন বছর হোক আলোর উল্লাসে মেতে উঠার।
সবাইকে শুভ নববর্ষ
HAPPY NEW YEAR
RAIHAN ZAMAN
CEO & Founder
Utshob Group
UtshobGroup

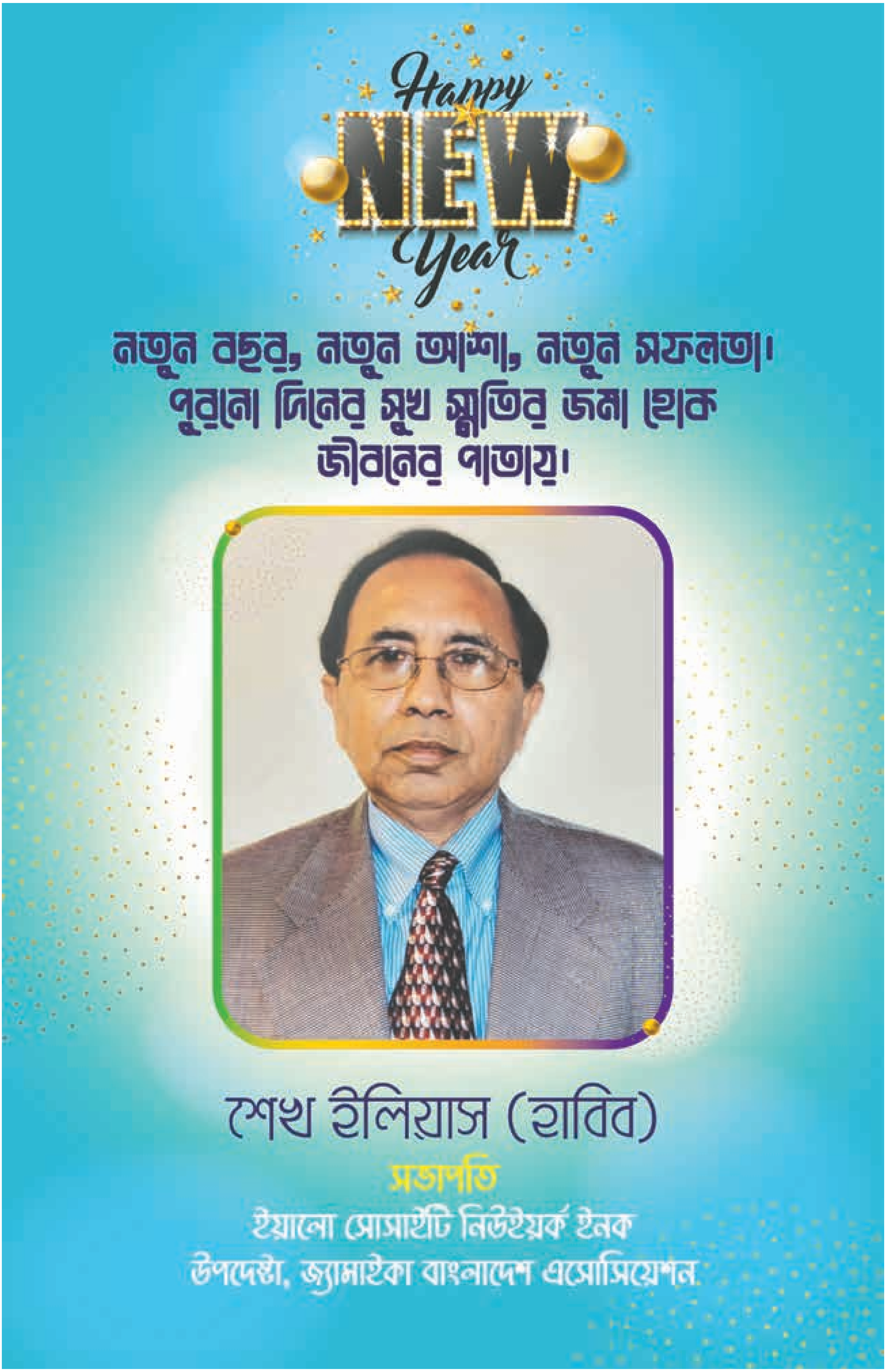

Happy
NEW
Year
নতুন বছর, নতুন আশা, নতুন সফলতা।
পুরনো দিনের সুখ স্মৃতির জমা হোক
জীবনের পাতায়।
শেখ ইলিয়াস (হাবিব)
সভাপতি
ইয়ালো সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনক
উপদেষ্টা, জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন

বছরটি আপনাদের জীবনের সবচেয়ে সুখময়,
সৃজনশীল এবং সাফল্যময় বছর হোক
শুভ নববর্ষ

Happy New Year

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

MOHAMMED K. AHMED

Licensed Real Estate Salesperson
Cell: 917-412-7739

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় কিংবা ভাড়ার জন্য
আপনার প্রয়োজন দক্ষ ও বিশ্বস্ত এজেন্ট

75-3531 Avenue Suite 202 Jackson Heights, NY 11370
Phone: 347-846-1200 Fax: 347-846-1569
E-mail: mkahmed243@gmail.com, web: m-ahmed.kw.com

UP TO 10% Discount
on Flight Booking

Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

Emirates QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES

Book Online
www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650

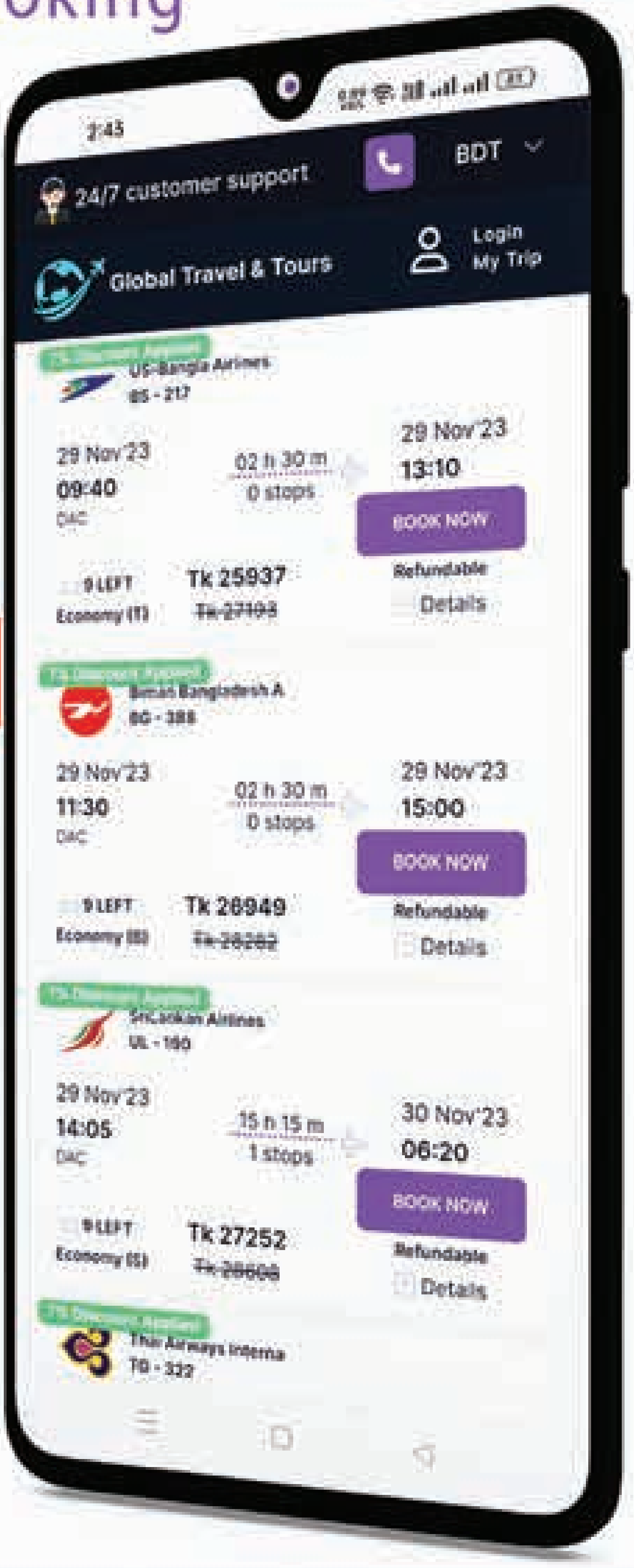


World Tours & Travel

**USA Office**
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

**Dhaka Office**
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

স্থা প ত্য

# প্রথম আলো

Prothom Alo North America
28 December 2023, Thursday, Issue 354
২৮ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৩ পৌষ ১৪৩০, ১৫ জমাদিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

# বাংলাদেশিদের সাফল্য অব্যাহত

নিউইয়র্ক পুলিশ

এসব পদোন্নতির মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী পুলিশ বাহিনীতে বাংলাদেশিদের দক্ষতা স্বীকৃতি পেয়েছে।

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

নিউইয়র্ক পুলিশে একসাথে বেশ কিছু বাংলাদেশিদের পদোন্নতি ঘটেছে। এসব পদোন্নতির মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী পুলিশ বাহিনীতে বাংলাদেশিদের নিষ্ঠা ও দক্ষতা স্বীকৃতি পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ নিয়ে দেয়া বক্তব্যে বলা হয়েছে, আত্মত্যাগ, পেশাদারিত্ব এবং জনসমাজকে সুরক্ষা দেয়ার এমন স্বীকৃতি বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ কর্মকর্তাদের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করে তুলবে।

সাম্প্রতিক এসব পদোন্নতির মধ্যে রয়েছে প্রথম বংলাদেশি নারী নিউইয়র্ক পুলিশের ডিটেকটিভ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। প্রথম একজন বাংলাদেশি ট্র্যাফিক সুপারভাইজার লেবেল-৩ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এবারেই প্রথম এক বাংলাদেশি দম্পতি ভিন্ন ভিন্ন সুপারভাইজার র‍্যাংকে একসাথে পদোন্নতি পেলেন।

এসব পদোন্নতির মধ্য দিয়ে শুধু ব্যক্তিবিশেষের অর্জনই স্বীকৃত হয়েছে এমন নয় নিউইয়র্ক পুলিশে বাংলাদেশি পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের ঐক্য এবং শক্তিও স্বীকৃতি পেয়েছে বলে অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে বলেছে। এ সাফল্য অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে এবং নিউইয়র্ক পুলিশে জনমিশ্রন যে জনসমাজের জন্য জরুরি, তা তুলে ধরবে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

কমিউনিটি অপ-এড

## শহরের আরো উন্নয়নে আগামী বছর নিয়ে আশাবাদী: মেয়র এরিক

**এইচ বি রিতা**

এরিক অ্যাডামস

মহামারীর শুরু থেকেই সিটির উন্নয়ন নিয়ে অ্যাডামস্ প্রশাসনের লড়াই বেড়েছে। মহামারীকালে অর্থনীতি খারাপ অবস্থায় ছিল। অপরাধ বাড়ছিল। তবে শুরু থেকেই অ্যাডামস্ প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল নিউ ইয়র্কবাসীদের নিয়ে কাজ করার। শহরের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে অ্যাডামস্ প্রসাশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তার উপর প্রাধান্য দিচ্ছে, পাবলিক স্পেসে বিনিয়োগ করেছে। মূলত শ্রমজীবী লোকদের সমর্থনের ভিত্তিতেই অ্যাডামস্ প্রশাসনের প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ।

২৪ ডিসেম্বর কমিউনিটি অপ :এড- এ মেয়র এরিক অ্যাডামস্ বলেন, 'দীর্ঘ চব্বিশ মাস পরে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি।' শহর, শহরের জনগণ এবং সিটি গভর্মেন্টকে এই

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

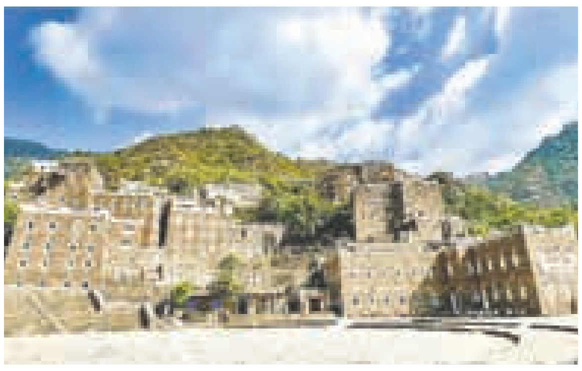

আনুমানিক ৯০০ বছর আগে আবহা অঞ্চলের রিজাল আলমা গ্রামে এমন বহুতল ভবন নির্মাণ হয়েছিল। সে কারণে একে বলা হয় ইতিহাসের প্রথম ম্যানহাটান।

## ইতিহাসের প্রথম ম্যানহাটান

**ইয়াসির আরাফাত**

মডার্ন স্কাইস্ক্রেপার বলতে আমরা যা বুঝি, আধুনিক কালে এর প্রথম উদাহরণ নির্মিত হয় আমেরিকার শিকাগো শহরে, ১৮৮৫ সালে। এর উচ্চতা ছিল ৪২ মিটার বা ১৩৮ ফুট। এই শিকাগোই ছিল প্রথম শহর, যারা পরিকল্পিতভাবে তাদের ফিন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট গঠন করে গগনচুম্বী অট্টালিকায়। এরপর শিকাগোকে অনুসরণ করে আমেরিকার আরেকটি শহর, নিউইয়র্ক। ১৮৮৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকার অর্থনৈতিক

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

## বিদেশি ক্রেতার প্রতারণার ফাঁদে রপ্তানিকারকরা

পোশাক খাত

**রুহুল আমিন**

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের ফাঁদে ফেলে অযৌক্তিকভাবে ডিসকাউন্ট আদায় করছে অনেক বিদেশি ক্রেতা। আবার অনেক ক্রেতা পণ্য নিয়ে মূল্য পরিশোধ করছে না। কারখানাগুলোর কাছে এমন প্রতারক চক্রের তালিকা চেয়েছে শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। চিহ্নিত প্রতারকদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতারা।

পণ্য সময় মতো না পৌঁছালে অথবা কোনো ত্রুটি থাকলে দামে ছাড় দিতে বাধ্য করে ক্রেতারা। তাদের এমন দাবি মেনে নিতে হয় রপ্তানিকারকদের। পাঁচ শতাংশ ডিসকাউন্ট স্বাভাবিকভাবে অনুমোদন করে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

## অনেক পরিবারের ব্যয় আয়ের চেয়ে বেশি

যুক্তরাষ্ট্র

**এইচ বি রিতা**

আমেরিকার জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে তুলনায় আয় বৃদ্ধি খুবই সীমিত। প্রতি ৩জনের মধ্যে ২জন আমেরিকান বলছেন, তাদের পরিবারের ব্যয় গত বছরের তুলনায় এ বছর বেড়েছে। ৪ জনের মধ্যে ১ জন বলেছেন, একই সময়ে তাদের আয়ও বেড়েছে। পরিবারের খরচ আয়ের চেয়ে বেশি হওয়ায়, অনেকেই তাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। অনেক আমেরিকানদের জন্য, গত বছরে পারিবারিক ঋণ বেড়েছে, কারো স্থগিত রয়েছে, তবে কমেনি। দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এনওআরসি সেন্টার ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স রিসার্চ-এর অক্টোবরের শেষের দিকের একটি জরিপে এ অনুসন্ধান উঠে আসে।

প্রায় ১০ জনের মধ্যে ৪ জন আমেরিকান বলছেন, তাদের সামগ্রিক পারিবারিক ঋণ বেশি। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক বলছেন যে, তাদের বর্তমানে ক্রেডিট কার্ডের প্রচুর ঋণ রয়েছে। ১০ জনের মধ্যে ৪ জন অটোলোন নিয়ে আছেন এবং ৪ জনের মধ্যে ১ জনের চিকিৎসা ঋণ রয়েছো মাত্র ১৫ শতাংশ আমেরিকান বলেছেন যে, তাদের পরিবারের সঞ্চয় গত বছরের তুলনায় বেড়েছে।

ট্রেসি গঞ্জালেস(৩৬) টেক্সাসের সান

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

## রাত ১২টার ভোটে এমপি হয়েছেন

আ.লীগ নেতার বক্তব্য

**ঢাকা অফিস**

কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনের সংসদ সদস্য আশেক উল্লাহ রফিককে ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগের দিন রাত ১২টায় নেওয়া ভোটে এমপি বানানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মহেশখালীর এক আওয়ামী লীগ নেতা। গত সোমবার রাতে মহেশখালীর হোয়ানক ইউনিয়নের কেরুনতলী এলাকায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের (বিএনএম) প্রার্থী মো. শরীফ বাদশার নির্বাচনী পথসভায় আজিজুল হক এসব কথা বলেন। তাঁর বক্তব্যের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই আসনে ২০১৪ সালে আশেক উল্লাহ রফিক আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং ২০১৮ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এবারও তিনি দলের প্রার্থী হিসেবে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
**ফোন:** ৭১৮-৩০৮-৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com